

আমাব প্রকাশিত পুথি :—

পা-কু চিবিজ : শ্ৰীপ্ৰেমনাৰায়ণ দত্তৰ :— খৰ্মে ২ টকা

১। দিন-ভকাইত

২। বাম-টাটোন

৩। নাৰী-দস্যু (গোনকালে ওলাব)

মনি-মানিক কথামালা : শ্ৰীপ্ৰেমনাৰায়ণ দত্তৰ :— খৰ্মে ১৮ ট

১। অসমাপ্ত

২। আনৌৰ্বাদ

৩। হে হৰি সাব-শূন্য

পণ্ডিত শ্ৰীলক্ষ্মীনাথ শৰ্মা ৰচিত :

১। নীতিশ্লোক ১০০ অনা

২। শ্ৰীলক্ষ্মীপূজা ১০০ অনা

গৌতমৰ চুটীগল্প—পাণ্ডাজন্য (বঙ্গ)

গৌতম্ এণ্ড কোম্পানী

উজান বজাৰ, গুৱাহাটী

অসম।

ସ୍ଵପ୍ନାବତାର

ଶ୍ରୀହେମେନ୍ଦ୍ରକୁମାର ରାୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ

প্রকাশক—

হেমেন্দ্রকুমার রায়
২১নং পাথুরিয়া ঘাটা বাই লেন
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৩৬৪

প্রিণ্টার—প্রাণশাভূষণ পাল
মেট্রিকাক্স প্রেস
১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পুরুষ

মিঃ এইচ. সি, ব্যানার্জি	...	কলিকাতা নিবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি ।
মিঃ অরুণ ব্যানার্জি	..	বারিষ্টার (ঐ ভ্রাতা)
অবিনাশবাবু	...	ঐ বন্ধু
উ.পদ্ম (৫)	...	উচ্চাশিক্ষিত যুবক
বারেন্দ্র কুমুদ }	...	উপেন্দ্রের বন্ধুদ্বয়
পারেশবাবু ' (৬)	...	করপোরেশনের ওভারসিয়ার ।
অমল	...	পারেশ বাবুর পুত্র
ডাঃ াজ, চক্রবর্তী		ঐ প্রতিবেশী
জগদীশ দাশ	...	ডাক্তার চক্রবর্তীর চাকর
হাম-লছমন সিং	...	পাহারাওয়াল

টংলরাম, জনৈক ব্রাহ্মণ, পথিকগণ, বেয়াবা, পাহারাওয়ালাদ্বয়
ইনস্পেক্টার ইত্যাদি

স্ত্রী

উপেক্ষের মা ..

বনলতার মা...

* রংমণি . .

বনলতা

প্রণবনা .

চাকমতা ...

সুখাসিনা

সৈরভী ..

লজ্জাবতী ..

চন্দ্রমুখা

বারেক্সের স্ত্রী

মলিনা

উপেক্ষের বৌদাদ

উপেক্ষের স্ত্রী

পারলবার স্ত্রী

এ শিক্ষিতা ভাঙ্গা

মঃ স্বামীর লেখা ডাক

ডঃ চণ্ডীদেবী

বিনয় চন্দ্র

এস এম, বাবুজীর স্ত্রী

বঃ সেক্সের স্ত্রী

(অবিনাশবাবুর প্রবেশ)

অ। খবরের কাগজ পড়া হচ্ছে ? নতুন খবর কিছু আছে ? (উপবেশন।
গলার চাদরখানা খুলিয়া চেয়ারের উপরে রাখিয়া) কেমন গরমটা
পড়েচে বল দেখি ?

হ। Oh, it is beastly tremendous hot। বেয়াৱা ! চা
লে আও। ... no news in particular.

(চুকট ধরাইলেন। বেহারা অবিনাশবাবুর জন্ত এক
পিয়লা চা দিয়া গেল)

অ। (চা পান করিতে করিতে) উঃ, গরমের চোটে কাল সারারাত্ত
একটুও ঘুম হয় নি। তুমি কেমন ছিলে ?

হ। I had not a wink of sleep till one o'clock। পরে
যা হয়েছিল, তাও sound sleep নয়। এই কলকাতা সहर, এ যেন একটা
অগ্নিবুণ্ড।

অ। এ সময়ের তুমি তো অনাগাসেহ দেশে গিয়ে থাকতে পারে।
সেখানে তো এমন গরম পড়ে না।

হ। তা পড়ে না। টে। দেশে বাস করা সম্ভব কিনা, তা একবার
আনসে experiment করেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষার ফল মোটেই
আশাজনক নয়।

অ। কেন ?

হ। সেখানে দিনরাত্রি গ্রাম্য লোকের নানাপ্রকার উৎপাত। কারুর
কতাদায়, দাও তাকে টাকা। কারুর মাতৃশ্রদ্ধ, দাও তাকে টাকা।
কোন ব্রাহ্মণের ছেলের উপনয়ন, দাও তাকে টাকা। কারুর ছেলে
কলকাতায় পড়তে চায়, দাও তাকে টাকা। কেন বাপু আমি টাকা
দেব ? আর বামন হয়ে তোমাদের চাঁদ ধরবার সাধই বা কেন ? ছেলে-

পুলের লেখাপড়া, উপনয়ন আর বিজ্ঞাশিক্ষার জন্তে যাদের শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়, ম্যালথাসের থিওরি অমুসারে সম্ভান জন্মাবার আগেই তারা সাবধান হয় না কেন ?

অ। (নীরবে চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতে লাগিলেন)

২। তার উপরে পাড়ার্গেয়ে লোকগুলো নিতান্ত অসভ্য বর্বর—
ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইবাব etiquette জানে না। তুমি শুনে
অবাক হবে অবিনাশ, তারা বিনা আমাকেও “বাবু” বলে ডাকতে সাহস
করে ?

অ। (মুহূর্ত্তের সঙ্গে) তারা বোধ হয় “ময়ূরপুচ্ছ ও দাঁড়কাকের”
গল্প পড়ে নি, তাই তোমাকে ‘বাবু’ বলে ভ্রম করে।

৩। (ক্র কুণ্ঠিত করিয়া) তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না।

অ। বোঝাবাব দরকারও নেই।

(বেহারার প্রবেশ)

বে। হজুর, দোঠো ব বু মোলাবাৎ কর্বনে আয়ে হৈখ।

৩। আনে দেও।

(বেহারার প্রস্থান)

৩। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, তাই কলকাতায় থেকে—

অ। এহু গরমেও স্বস্তি উপভোগ কব ?

(বেহারার সঙ্গে দুইটি যুবক—উপেন্দ্র ও বীরেন্দ্র—ঘরের দরজার
সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অনেকটা ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে জুতা
বাহিরেই খুলিয়া রাখিখা তাহারা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নমস্কার
করিল।)

২। Good morning—sit down. What do you
want ?

উ। আপনি একজন Private tutorএর জন্তে advertise-ment দিয়েছেন। আমি তারই একজন candidate।

ক। (প্ৰায় কুণানো নাক-চোপা চশমাখানি নাকে লাগাইয়া উঠেনকে একবার ভালে বারিমা নিরীক্ষণ করিয়া) আপনি কি পড়েন?

উ। আমি এম-এ পাস ক'রে লকলেজে পড়াছি।

ক। বটে? That's all right। তবে আপনি এই সামান্য কৈবর্তের জন্তে চেষ্টা করছেন কেন?

উ। আমার এমটি ছাত্র ভাবে মনোযোগের সহিত।

অ। (স্পেনের কথা শুনিয়া পানিংকণ তাকে মনোযোগের সহিত দোহায়া) আপনাকে কখনো পেন্সন পাননি কেন? আপনাকে কখনো আগে কৈবর্ত দেখেছি বলে মনে হতে।

উ। আমার বাস ১৭ নম্বর বংশ নিবন্ধের লেন।

অ। ও, ও, ও, আমি পক্ষপাতি। তাহলে সেইসঙ্গে দেখে যাব।

ক। আমার দুটি ছাত্রের জন্য তিন ঘণ্টা ক'রে পড়াতে হবে -- সকালে দুই ঘণ্টা, সন্ধ্যায় পনেরো ঘণ্টা নাহলে বুড়ি টাবা।

উ। আমার বাস, আমার দূর — এক বেয়ার তিনঘণ্টা, ই'ল চলে যাবে।

ক। বিজ্ঞ আপনি কি একমুহুর্তে গরেন, তা একটু দেবে চাহ —
—won't be in a hurry—I'll take you to my boys just in 15 minutes

উ। কিন্তু সময়টা একবেলা হ'লে চলবে কিনা, আগে তাহ বশুন।
তবে আমি আসতে পারব না।

ক। But why are you so impatient? আপনি দেখুন, এ সমস্যাতে absolute finality কিছুই নেই, তা political finality

বলুন, commercial finality বলুন, আর legal finalityই বলুন।
বিশেষতঃ business matters কিছুই final বলে ধরা যায় না।

অ। হরিশ ভায়া, তোমার কথার গতি যে ক্রমেই উর্দ্ধদিকে
উঠছে!

ত। (অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে অবিনাশবাবুর দিকে চাহিলেন)

অ। ভালো কথা, অরুণের আর কোন খবর পেয়েছ?

ত। খবর আর কি? Involved in another disastrous
muddle—আমার একটা বিবাহের চুক্তি ৩৮ মাসলয় পড়েছে; you
see, মাথার ওপরে কেউ না পাক্কে, আগাদের youngmanদের বিলাতে
পাঠানো মোটেই নিরাপদ নয়। He is a regular scapegrace.

(বেণারার প্রবেশ)

বে। হুজুর, তাঁ কা দেশে এক ব্রাহ্মণ 'আম' হৈ—মোনাখাং
ক... চা... হৈ।

হ। আন দেও

(বেহারার প্রস্থান)

অরুণ পড়াশুনায় নিত্যকাল মগ্ন ছিল না, ব্যারিষ্টারও পাস করতে
পারবে। But I have got awfully tired of him. (হঠাৎ
দরজা খুলে তাকিয়ে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হল।)

(দৈনিক ব্রাহ্মণের প্রবেশ। ময়লা ধুঁ চাদর পরা, হাতে একটা ক্ষুদ্র
গামছা—মোনো প্রাণো ক্যান্ডিসের ব্যাগ, গামছার মূণায় বাধা একটা ক্ষুদ্র
চাঁকা।) বাবে ধূল মাখা ছেঁড়া চটি। বর্ষ কালে হইলেন, তাড়ান উন্নত
নাগ, বিট ও নোট, তেঁত্রাব্যাস চকু, চিহ্নিত শিশু দেখিয়া তাহাকে
ব্রাহ্মণ... অগ্র ভাতায় বলিয়া তুল হ... না। সভাবনা নাই।]

অ। বাবু, আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ করছি। অ নাব নাম হরকান্ত

বিছালকাব—নিবাস বিক্রমপুর, মধ্য পাড়া। আপনার স্বগীয় পিতাঠাকুর আমাকে বিশেষরূপে জানতেন। আপনাদের বাড়ীতে আমি কত নিমন্ত্রণে গিয়েছি। আমার ষোলআনা বিদায় বরাদ্দ ছিল। (বিনাসঙ্কোচে ধুপ্ করিয়া গদীমোড়া সোফা উপবেশন। স্প্রিংজুত গদী নীচের দিকে দমিয়া ঘাইবামাত্র ব্রাহ্মণ সভ্যে চমকিয়া উঠিবা দাঁড়াইলেন। সন্দেহপূর্ণ নেত্রে একবার সোফার দিকে ফিরিয়া চাইলেন। তারপর গৃহতলে কার্পেটের উপবে বসিয়া পড়িলেন)

২। (ব্রাহ্মণের রকম-সকম দেখিয়া ব্যঙ্গপূর্ণ মুহূর্ত হাসি হাসিতে হাসিত। কি তান আপনি?

৩। (সুখাৎ হইয়া বসিয়া) তা ক্রমেই বশিতি। আগে কিকিৎ তামাক দিতে বলুন—ওরে কে আছিস রে, আমার এই ছকোট নিয়ে জল ফিরিয়ে আন। (হাঁট বদনমুক্ত করিতে লাগিলেন)

৪। এখানে তামাক খাবার কোন ব্যবস্থা নেই। চুরুট যদি খান তবে দিতে পারি।

৫। (স্নান হস্ত করিয়া) না বাবু, এই বুড়োবয়সে চুরাট হজম করতে পারব না। কি আশ্চর্য্য? আপনার এখানে তামাক খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই? তবে ভদ্রলোক এদে কেন কি? দুর্গা—দুর্গা—(হাট্ ডুনিয়া তিনবার ডুঁড়ি দিয়া) গাত্রে গারি শিঙ হারোঁছিল, একটুও নিদ্রা হয় নি।

৬। (অদীপ বরে) আপনার কি প্রয়োজন, গল্প বলুন। আমার অল্প কাজ আছে।

৭। এত তাড়াগাতি কেন বাবু? ভেবেছিলাম, স্নানার্থীর সেরে সুস্থ হয়ে সে বিষয়ের অবতারণা করব। যা হোক, যা বলবার এখন বলছি, শ্রবণ করুন।

৮। খুব সংক্ষেপে বলবেন, আমার সময় বড় অল্প।

ব্রা। (নস্তুর কোটা হইতে নশ লইয়া, প্রচণ্ড হাঁচির পর) বাবু, কথা আর কি, আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বাড়ীতে একটি টোল আছে— পাচটি ছাত্র থাকে, আমার কাছে ত্রাযশাস্ত্র পড়ে। অত্র কোন জীবিকা নেই, কেবল কয়েকঘর শিষ্য যজ্ঞমান আছে আর মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণের পত্রী ছু একখানা পাই। নিমন্ত্রণের বিদায় থেকে বাৎসরিক আয় যৎসামান্য, তারই সাহায্যে নিজের পরিবারের আব শিষ্যবর্গের ব্যয় কোন ক্রমে চালিয়ে আসছি। গত ২২সবে পুত্রের উপনয়নে কিছু ঋণগ্রস্ত হয়েছি, তার উপর গৃহদাহে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়েছি। তাই আমার এখানে আগমন। আপনা দর বংশ দেশপ্রসিদ্ধ, আপনাব স্বর্গীয় পিতার যথেষ্ট সদ্ব্যয় ছিল। কারিসাদাস মেঘদূতে বলেছেন—

“বাজ্রা গোষা বরমধিগুণে নাধমে লক্ষকামা।”

অতঃ, গুণশীল ব্যক্তির কাছ ভিক্ষা করতে গিয়ে বিফলমনোরথ হওয়াও ভালো, বৃ নাতের পাছে বাওয়া কর্তব্য নয়। আপনি উচ্চ-কুলোদ্ভব উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানদার, তাও আপনার কাছেই এসেছি। আপনার এত প্রাণাদে কিছু দিন অবস্থান করে, আপনার পাব যে এত কালকাতা সহর থাকবে যারা কিছু অখলাভের চেষ্টা করবে। কিন্তু বাবু, আমার আশা ৫০ টাকা পাত্রের ২৫ পড়েছে। আপাততঃ বাজার থেকে কিছু আমাক খানাবার শুকুম দিন—ভুগা—ভুগা।

৫। ঠাকুর, you have counted without the host.
অর্থাৎ আপনি আসল ব্যক্তিকে “গনা করেন নি।

৬। (১) কি? তবে কি আমি ভ্রমবশতঃ অত্র ব্যক্তির নিকটে আগমন করেছি? আপনি কি তবে স্বর্গীয় তাবাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নন?

৫। (বিরক্তির সহিত) হাঁ, হাঁ আমি তারই পুত্র। কিন্তু আপনি যে মৎলবে এখানে এসেছেন, তা খাটবে না। (নূতন চুরুট ধরাইলেন)

ব্রা। (বিস্মিত, হতাশ ও হতভম্বের মত) কেন বাবু, সে কি কথা ?

অ। (সহাস্তে) আপনি বার বার কাকে বাবু সম্বোধন করছেন ?
'বাবু' শব্দের যে অপপ্রয়োগ হচ্ছে। এর পোষাক দেখে কি বুঝেন না
যে, ইনি মোটেই বাবু নন ?

ব্রা। (অধিকতর হতভম্ব হওয়া) তবে উনি কি ?

হ। (চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে) আমি আপনার সঙ্গে আর
বেশী কথা বলতে পারব না। My time is most valuable—আমার
সময় খুব মূল্যবান—আমার কথা হচ্ছে এষ্ট 'ব', আপনার এখানে থাকবার
সুবিধা হবে না।

ব্রা। কথাটা বুঝলুম না। আপনার এষ্ট সুবুহং অট্টালিকায় আমার
মত সামান্য একটি লোকেরও মাথা রাখবার ঠাই হবে না ? তবে অতিথি
অভ্যাগত এনে আপনি কোথায় তাদের স্থান দেন ?

হ। Damn your অতিথি অভ্যাগত। এটা পাড়া গাঁ নয়, এটা
কলকাতা সড়ক। এখানে আবার অতিথি অভ্যাগত কি ? এখানে যারা
guest হন, তাঁরা আপনার মতন vagabond নন। আমি indiscriminate
অর্থাৎ বিনাবিচারে দান করাকে ঘৃণা করি।

ব্রা। তবে কি আপনি আম'র সঙ্গে বিচার করতে চান ? করুন,
আমি খুব প্রস্তুত আছি। কোন বিষয়ে বিচার করবেন ? ব্যাকরণ,
সাহিত্য, অলঙ্কার, স্থিতি, গায়—এর যে কোন বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে
আমি বিচার করতে পারি। আমাদের মতে পদার্থ হচ্ছে ষোড়শ প্রকার,
যথা, প্রমাণ—প্রমেয়—সংসার—

হ। (সজ্ঞেয়) Down with your প্রমাণ প্রমেয়। আপনি
আমার ক'ল বুঝেন না কেন ? অবিচারে থাকে তাকে দান করা আমার
মতের বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে আমার মত খুব cut and dried—অর্থাৎ
কাটা ও শুকনো। কোন organized body—what do you call

it ? কোন মিলিত সমাজ— যেমন Hospital, School, Orphanage—
এই সব মিলিত সমাজকে আমি দান করতে পারি।

ব্রা। তবে আমার টোলও তো আপনার দান পাবার যোগ্য ?

হ। না—না, কখনই না। It is the relic of an old super-
stitious school of learning—এ হচ্ছে একটি প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন
শাস্ত্রের ভগ্নাবশেষ, আমি কুসংস্কারকে প্রত্যাশ দিতে পারি না। এরূপ
ভিক্ষাবৃত্তি আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের সম্মত নয়। এতে self-
reliance অর্থাৎ আত্মনির্ভরতা জন্মাতে পাবে না। আত্মনির্ভরতা
আমাদের National character অর্থাৎ জাতীয় চরিত্রের একটা বড়
কলম। You must stand on your own legs—আপনি নিজের
পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার অভ্যাস করুন।

এ। বাল্যকাল থেকেই তো সে অভ্যাস করে আসছি।

ত। আহ, আপনি আগর কথাই ভাবাচ্ছিলেন না। আজ যদি
লগুন সহবে আপনি এত রকম শিক্ষা করতে লেগে যেন, তবে নিশ্চয়ই
You must stand on your own legs—আপনি নিজের
পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার অভ্যাস করুন।

ব্রা। (বাধাবাক্যে) কি বল ? আমি হরকান্ত বিদ্যালয়,
শিক্ষক। গোমার বাড়ীতে এসে ৩ ব'লে আমি কি গোমার চোখে এতই
খান হয়ে পড়েছি ? তুমি হরকান্ত পড়ে সাড়ে৬ ঘণ্টা—থাক্ত যদি
তোমার বাপ তারাকান্ত বাড়ীযো, তবে সে আমার সম্মান বুঝত।

এ। ঠাকুর, বাগ করেন কেন ? ইনি তো তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
নন, তিনি হচ্ছেন মঃ এম্‌চ, সি ব্যানার্জি। আপনাব আগেই মানে মানে
বিদায় নেওয়া উচিত ছিল। (হারশচন্দ্রের কাণে কাণে) ভূমিও যেমন !
ব্রাহ্মণের হাতে কিছু গুজে দিলেই তো এত অশান্তি সৃষ্টি হ'ত না।

এ। (অবিশ্বাসবাক্যে) মশাই ! দেব-দ্বিজে ভক্তি বায়ণ, পরম
নিষ্ঠাবান, ধার্মিক তাবাক্তরের ঔরসে যে এমন একটা ফিরিঙ্গির জন্ম

হয়েছে, তা আমি সহসা বিশ্বাস করতে পারি নি। (হরিশচন্দ্রের প্রতি) বাবু, তোমার এই রাজপ্রাসাদের চেয়ে কাজলপুরের রমানাথ দত্তের ভাঙা ঘরও সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

হ। (পকেট থেকে একটা টাকা বার করিয়া ব্রাহ্মণের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) এই নিয়ে প্রস্থান করুন।

ব্রা। (সতেজে) কি, আমি তোমার দান গ্রহণ করব? কখনো না! একটাকা কেন, তুমি একশো টাকা দিলেও আমি গ্রহণ করব না। তুমি স্বেচ্ছ, তোমাব দান গ্রহণ করলে আমাকে পতিত হ'তে হবে।

উ। আপনি ঠিক বলেছেন। এত অপমানের পর আপনার এ টাকা গ্রহণ করা কোনক্রমেই উচিত নয়।

হ। (ক্রুদ্ধ স্বরে) You meddlesome youngster ! What business have you to interfere ? Do you expect that I shall appoint such an impertinent hot-headed young man to teach my sons ?

উ। I care a fig for your post—I hate to serve such a hypocrite as your are—a jakdaw in borrowed feathers ! এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে অপমান কববার আপনাব কিছুমাত্র অধিকার নেই।

ব্রা। তুমি, ঠিক বলেছ। তুমি চিরজীবী হও। আমি এখানে এসে বড় অপকর্ম করেছি। দুর্গা শ্রীহরি বল। (ব্যাগ লইয়া প্রস্থান। উপেন ও বাবেনও পিছনে পিছনে গেল)

হ। অ পদ গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাজলপুর। দত্ত বাড়ীর অন্তর মহলের একটি ঘর।

শয্যার উপরে বনলতা নিদ্রিতা।

শরৎশশীর প্রবেশ।

শরৎ। ওলো নতুনবো, উঠ'ব না? এ ক'দিন ঠাকুরপো এখানে ছিল ব'লে বুঝি দিনে রেতে চোখের পান্না মুদিম্ নে? এখন অষ্টপহর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তা'ই শোধ তুলছিম্ বুঝি?

বনলতা। (উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিয়া, সলজ্জ হাসি হাসিয়া)
তোমার পায়ে পাড়ি দিদি, তুমি চুপ কর। অত গোল করলে আমি কথা ক'ব না।

শরৎ। চুপ ক'ব কেন, এখানে আর কেউ নেই, তোমার কথা কেউ শুনেতে পাবে না।

বন। বড়দিদি কি করছেন?

শরৎ। তিনি ও-ঘরে ঘুমিয়ে আছেন।

বন। মা কোথায়?

শরৎ। তিনি পশ্চম ঘরে কড়ির আলনা তৈরী করছেন। তোমার এত খবরে কাজ কি লো? (একট ছোট টুকরি পাড়িয়া তাহার মধ্য হইতে একখানা কাথা বাহির করিলেন এবং তাহাতে লাল পাড দিতে আরম্ভ করিলেন)

বন। দিদি, তোমার হাত খুব পাকা।

শরৎ। তুই পারিস্ না কি?

বন। আমি মোটা পাড দিতে পারি।

শরৎ । তবে আমার কাছে শিখতে পারবি । এই ন্যাপ, আমি আর একখানা কেমন ভালো কাঁথা শেলাই করেছি । (টুকরির ভিতর হইতে একখানা লাল নীল কালো-সবুজ নানাপ্রকার লতা, ফুল ও কল্কা তোলা কাঁথা বাহির করিলেন)

বন । (মনোযোগের সঙ্গে কাঁথাখানা দেখিয়া) এ কাছে বড় খাটুনি তো দিদি ! তোমার কতদিন লেগেছিল ?

শরৎ । একবৎসরের কম নয় । গেল বছরে ফরিদপুরের মেলায় এখানা দিয়ে চল্লিশটাকা পুরস্কার পেয়েছিলুম । ভজ সাহেবের মেম নাকি আমার কাঁথাখানার খুব সুখ্যাতি করেছিলেন ।

বন । তা সুখ্যাতি কববেন না ? নিষ যে খুব ভালো । আমার মাও খুব ভালো কাঁথা শেলাই করতে পারেন । তাঁর কাছ পেয়ে আমিও একটু একটু শিখেছি । দিদি ! আমার মা এখন কি কবছেন, বল তো ?

শরৎ । কি জ্ঞান ?

বন । তিনি শুয়ে শুয়ে আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই কত কাঁদাছেন ! তাঁর চোখে একটুও ধূম নেই । কেননা আমার কথা ভাবেন—না দাদা ? (চোখে জল আসিল)

শরৎ । মায়ের কথা বলতে বসন্তে অর্ধন চাপে ছন । তুই কচিখুয়া নাকি লো ? তোরা বাগিসের কাছে থান কি বই দেখি ?

বন । (চোখ মুছিয়া, সবাত্তে) শিশুশিক্ষা—প্রথম ভাগ ।

শরৎ । (হাসিয়া) ওহো, বুঝেছি । ঠাকুরপো বুঝি দিয়েচে ? রাস্তার লুকিয়ে ঢুকিয়ে পড়া হয় ?

বন । (লজ্জা) মথ নানাস্থা) ইস্ আমি বুঝি রাস্তার পড়ি ? আমি বই পড়তে পারব না । এই নাও, তুমি পড় । (বহুখানা শরৎশরীর হাতে ছুঁড়িয়া দিল)

শরৎ । কেন, তুই পড়বি না কেন ?

বন । প'ড়ে কি হবে ? আমি কি চাকরি করতে যাব ?

শরৎ । কিন্তু তারা তো তা বোঝে না । তারা মুখ্য বউ নিয়ে ঘর করতে চায় না । বলে—লেখাপড়া না শিখলে আমরা নাকি ঐদেব মনের ভাব বুঝতে পারি না । কিন্তু আসল কথা কি জানিস ? তারা চায় যে আমরা তাদের কাছে খুব ঘন ঘন চিঠি লিখি—আর কেবল লিখি, প্রাণনাথ ! প্রাণেশ্বর । আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তোমাকে একটিবার চোখের দেখা না দেখলে আমি আর বাঁচব না—এইরকম সব ছাইভস্ম !

এন । ভি—এ-সব লিখতে লজ্জা করে না ? তুমি বুঝি এইরকম চিঠি লিখতে ?

শরৎ । দূর, দূর, আমি কেন এ-সব ছাইভস্ম মাথামুণ্ড লিখতে যাব ? তখন যখন কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলেন, তখন আমাকে ঘন ঘন চিঠি লিখতে বলতেন বটে ।

বন । আচ্ছা, দাদ, সে-সব চিঠি যখন তোমাকে এনে দিত, তখন তোমার লজ্জা করত না ? আমায় কিন্তু সে রকম চিঠি যদি লেখে, তবে লজ্জায় আমি যে মুগ্ধ দেখাতে পারব না ! আমি বলব, আমাকে চিঠি লিখো না । হুস—আমি লেখাপড়াও শিখব না, চিঠিও পড়ব না ।

শরৎ । কিন্তু এ লজ্জা কতদিন থাকবে ? আমারও প্রথম-প্রথম বুঝ লজ্জা করত । ছোট্ট-ঠাকুরপো আব ঠাকুরঝিরা সেই-সব চিঠি নিয়ে আমাকে কত ঠাট্টা করত । কিন্তু শেষে তিনদিন অস্তুর চিঠি না পেলে মন অস্থির হয়ে উঠে । (দীর্ঘশ্বাস) নতুন বোঁ, আমার সে চিঠি পাওয়ার দিন আর আসবে না ।

বন । (নীরবে রহিল, তাহারও ছোপ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল).

[নেপথ্যে বড়গিন্নী—“ওলো মেজ বো! অ নতুন বো! তোরা আর, রামায়ণ পড়া শুনবি”]

শবৎ। যাই মা—

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মেসের একটি ঘর।

[উপেন, বীরেন ও কুন্দের একসঙ্গে বসিয়া মুড়ি, কলা

ও বাতাসা খাইতেছিল]

বী। উপেন, তোর খবর কি? কাজ-টাজ কিছু জটল?

উ। তা জুটেছে। ব্যানার্জি-সাহেবের বাড়ীতে সেই যে অবিনাশবাবুকে দেখেছিলে, তিনি আমাকে একটি কাজ ক’রে দিয়েছেন।

বী। ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। তোমার ঐ ব্যানার্জি-সাহেবের মত লোকের পাশ্চাত্য আমাকে যেন কখনো পড়তে না হয়। তাঁর কথাবার্তা শুনে হৃদয়ঙ্গম হিমালয় পর্বতও বোধ হয় অটুহাস্য না ক’রে থাকতে পারত না। তাঁর finality সম্বন্ধে লোকচার, ‘cut and dried’ অর্থাৎ কাটা ও শুকনো’ ইত্যাদি বুলি অতি চমৎকার!

কু। এবারের কাজটি কি রকম?

উ। কাজটি ভালো। দুটি ছেলেকে সকালে-বিকালে দু-ঘণ্টা পড়াতে হবে, মাইনে কুড়ি টাকা। যার বাড়ীতে গিয়ে ছেলুম তিনি ব্রাহ্ম, নাম পরেশনাথ মিত্র। তাঁকে খুব ভদ্রলোক বলে মনে হ’ল। তবে সে ভদ্রতা মৌখিক কি আন্তরিক তা এখনো বুঝতে পারি নি।

বী। হঠাৎ লোক চেনা যায় না।

উ। (এক টোঁক জল খেয়ে) আর একটা কথা বলতে ভুলেছি। পরেশবাবুর ছুটি ছেলে ছাড়া, আর একজনকেও পড়াতে হবে। সেটি বোধ হচ্ছে ফাও।

বী। সে আবার কি?

উ। পরেশবাবুর একটি ভগ্নী আছেন, নাম চাকলতা, এবারে বেথুন ইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছেন। অবশ্য আমাকে নিয়মিত ভাবে তাঁকে পড়াতে হবে না, তবে যদি কখনো কিছু বুঝতে না পারেন, আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

বী। তুচ্ছ এতক্ষণ এ কথা বলিস্ নি কেন? তুই তো নিতান্তই বেরসিক দেখছি!

কু। (মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে) অতি চমৎকার। Most romantic। মেয়েটো দেখতে কেমন? বয়স কত?

উ। মেয়েদেব নাম শুনেলেই বুঝি তোমাদের জিভে জল আসে? আমি স্বপ্নে একবার তার দিকে চেয়েছি, খুঁটিয়ে দেখতে আমার কেমন লজ্জা করতে লাগল। তবে রংটি বেশ ঘসাঁ, বয়স পনেরো যোলো হবে।

দী। Capital!—তার বেশী আব কি চাও? কিন্তু দেবর লক্ষণের মতন তুই তার মুখের পানে তাকাতে পারলি না, দেখলি খালি তার দুই পা? ধেং, বোকা কোথাকার!

কু। উনি একজন মস্ত সতী সাক্ষী পণ্ডিততা কিনা? আচ্ছা, তারপর—তারপর কি হ'ল?

উ। তোমরা অমন বখামো করলে আমি আর কিছুই বলব না।

বী। আচ্ছা, আমরা চুপ করলুম—হুমুদ, চুপ কর—চুপ—চুপ! (ওষ্ঠে তর্জনী সংলগ্ন করিল)

উ। মেয়েটিকে বড় লাজুক বলে বোধ হ'ল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—‘আপনি কি কি বই পড়েন?’

বী। তোমার চোখ ছুটিও তখন অবশ্য মাটির দিকে ছিল ?

কু। মাষ্টার হয়ে ছাত্রকে আপনি সম্বোধনটা কেমন ?

উ। যাও যাও—তোমরা বড় খাজিল।

বী। না—না—চুপ—চুপ। এবার নাকে খং দিচ্ছি, আর কথা
কইব না। তুহ বলনা—সে—শ্রীবিষ্ণু—তিনি কি বললেন ?

উ। সে খানকয়েক বহরের নাম করল।

বী। সেই কঠোর বহরের নামগুলি অবশ্যই তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ
করবার স্বযোগ পাবনি—আরও তুমি এখন তার সেই বাণানন্দও স্বরে মুগ্ধ
হয়েছিলে—

কু। ঠিক বসন্তসন্ধ্যাগমে কোবিলের প্রথম ঝড়ারের মত—

বী। আর তুমি নিশ্চয়ই হাঁ করে তার মুখকমলের পানে তাকিয়ে রহে—

উ। হাসিয়া) ন, তবে আমি উঠলাম। তোমরা ভারি কথা
হয়েছে।

বী। চুপ চুপ—কুমুদ, তুহ ভারি কথা হয়েছে। তুমি কখন
তার মুখের পানে তাকাবে কেন, চেয়েছিল তার উদ্ভাসের মতো।
এ আমি হলণ্ডের বনেতে পাবি কিন্তু এখানে যি ডান, বলে না,—
এবার আমিও একেবারেই বোব হসুম। তারপর কি হবে ?

উ। আমি বললাম “কোন বিষয়ে আগনার যখন সন্দেহ হবে, অন্যকে
জিজ্ঞাসা করবেন।

বী। সে কি বললে ?

উ। “আচ্ছা” বলে উঠে গেল।

কু। আর তোমার মানস সরোবরে ওরঙ্গ তুলে যেন একটি প্রাণহীন
ভেসে গেল—

বী। আর তুমি মত্তমুগ্ধ মুগের মত তার পানে অপলক নেত্রে তাকিয়ে
রইলে—

কু। অন্তঃগত সূর্য্যের শেষ বেখাটির পানে শারদ-সন্ধ্যা যেমন ক'রে তাকিয়ে থাকে।

বী। সুন্দর! অতি সুন্দর! চমৎকার উপমা! কুমুদ আজ থেকে তোকে modern কালিদাস বলে ডাকব।

উ। কুমুদের বখামি অসহ! তার বোঝা উচিত, বখামি আর কবিত্ব এক জিনিষ নয়।

বী। তা জানি। কিন্তু সমালোচক-মশাই, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। আচ্ছা, আপনার এই শিষ্টাটি বেশী সুন্দরী, না, আপনার সেই বাড়ীর শিষ্টাটিই বেশী সুন্দরী?

উ। যাও, তুমি একেবারে ব'য়ে গিয়েছ।

কু। কেন, এ কথায় দোষ কি? এক ফুলের সঙ্গে বুঁধ আর এক ফুলের তুলনা করা চলে না?

উ। যদি বলি যে আমার স্ত্রীই বেশী সুন্দরী?

বী। তা তো বলবেই। বন্ধিমবাবু বলেন, বাঙালীমাত্রই নিজের স্ত্রীকে সৰ্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলে মনে করে।

উ। আর যদি বলি এই চারুলতাই বেশী সুন্দরী?

কু। তা তো বলবেই। ডি, এল, রায় বলেন, পরস্ত্রী মাত্রই সুন্দরী।

উ। তাহ'লে আমাকে এমন প্রশ্ন করাই বৃথা।

কু। আচ্ছা, তোর মনের কথাটা তবু শোনাই যাক না কেন?

উ। শারীরিক সৌন্দর্য্যে আমার স্বার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

বী। আর মানাসিক সৌন্দর্য্য, learning, accomplishment—এ-সবের কথা ধরলে অবশ্যই বিপরীত?

উ। তাতে আর সন্দেহ নেই।

কু। আর তুমি শারীরিক সৌন্দর্য্যের চেয়ে মানসিক সৌন্দর্য্যেরই বেশী পক্ষপাতী?

বী। উপেন, সাবধান—don't fall in love with her !

উ। ছিঃ, তোমরা একেবারেই অধঃপাতে গিয়েছ, তোমাদের সঙ্গে আর আমি মেলামেশা করব না। (দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দরজা দিয়া অবিনাশবাবুকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পিছাইয়া আসিয়া নমস্কার করিল)

অ। কাদের সঙ্গে আর মিশবে না উপেন ?

উ। (সলজ্জে) না, ও-একটা বাজে কথা।

অ। (ঘাড় নাড়িয়া) না, কথাটা বোধ হয় নেহাতই বাজে নয়। এই রকম সব বাজে কথার ভিতরেই কাজের কথার বীজ লুকানো থাকে। তোমাদের যা কথা হচ্ছিল, আমি যে আসতে আসতে তার কতক কতক শুনতে পেয়েছি ভায়া।

উ। (অধিকতর লজ্জায় অধোবদন হইল)

অ। সেদিন তোমাব তেজ, স্পষ্টবাদিতা আর মনের স্বাধীনতা দেখে তোমার উপরে আমার স্নেহের উদয় হয়েছে। আর তোমাকে যে একটু একটু ভালোবেসেও খেলি-নি, তাও বলতে পারি না।

উ। আজ্ঞে, সে আপনাকে দয়া। পরেশবাবুব বাড়ীতে আমার এই চাকরীটি জুটিয়ে দিয়ে আপনি আমাব বিশেষ উপকার কবেছেন।

অ। কিন্তু উপকারের ভিতর থেকে অপকারের জন্ম হ'লেও আমি বিন্মিত হব না।

উ। এ আপনি কি বলছেন ?

অ। তোমরা সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলে, আধুনিক মেয়েদের সম্পর্কে কখনো আসনি। তবুগার মানসিক সৌন্দর্য্য তোমাদের মতন যুবকদের কাছে বড়ই বিপদজনক জিনিষ। তাই আমিও তোমাকে বলতে চাই, সাবধান ! নাগরিকার মানসিক সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে কোনদিন যেন ভুলতে চেষ্টা করোনা যে, শান্ত পল্লীগ্রামের স্বমধুর ছাঁদনাতলায়

একদিন রাঙা-চেলির ঘোমটার ভিতর থেকে নোলোক-পরা কোন্ কিশোরীর ছুটি সরল চোখের সঙ্গে তোমার মিষ্টি শুভদৃষ্টি হয়েছিল ! বিলাতী মস্তুমী ফুলের বাহার দেখে দেশী জুঁই-চামেলীর গন্ধ ভুলো না যেন, এই আমার অম্বুরোধ ।

উ । তবে কি পরেশবাবুর বাড়ীতে আপনি আমাকে চাকরি করতে নিষেধ করেন ?

অ । না, না, মোটেই নয় । পরেশবাবু অতি ভদ্র, অতি সাধু ব্যক্তি । সেখানে যে ছাত্রীটির সঙ্গে তোমার দেখাশুনো হবে, তার চরিত্রের সৌন্দর্য্যকেও আমি অস্বীকার করি না । কিন্তু বল দেখি ভায়া, চুম্বক লোহাকে টানে কেন, আর লোহাই বা চুম্বকের সে আকর্ষণে সায না দিয়ে থাকতে পারে না কেন ?

উ । চুম্বকের স্বধর্ম্ম হচ্ছে লোহাকে আকর্ষণ করা, আর লোহার স্বধর্ম্ম হচ্ছে চুম্বকের আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করা ।

অ । যৌবনে পুরুষ আর নারীর মনও হচ্ছে ঠিক সেই রকম । একজন আকর্ষণ করে, আর একজন আকৃষ্ট হয় । আশা করি, আমার এই ইঙ্গিত তোমাব মনে থাকবে । (প্রস্থান)

উ । আশ্চর্য্য লোক !

বী । উপেন, আমিও আবার বলি, সাবধান—don't fall in love with her !

উ । তোমরা চুলোয় যাও—(প্রস্থান—পিছনে পিছনে বীরেন ও কুমুদও হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

পরেণবাবুর বৈঠকখানা।

(ঘবটি বেশ বড়। মেঝে ম্যাটিং করা, মাঝখানে একটি গোল টেবিল ও চতুর্দিকে কয়েকখান চেয়ার। চারিপাশের দেওয়ালে কয়েকখানি অয়েলপেন্টিং ছবি ও দো টোগ্রাফ বাঁধাছে, সেগুলি প্রায় বিলাতী প্রাকৃতিক দৃশ্য। মেঝের মধ্যে একখানি বাজা বাগমোহন রয়েছে, একখানি বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের, একখানি বেশবচন্দ্র সেনের ও একখানি মহাশয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। ঘরের এক কোণে একটি টেবিল-হার্শোনিয়াম ও আর এক কোণে একটি পিয়ানো।

পরেণবাবু সপরিবারে চা পান করিতে বসিয়াছেন। পরেণবাবু ও তাঁহার গৃহিণী প্রভাবতী টেবিলের একদিকে বসিয়াছেন, অমল ও বিমল দুই ছেলে পরেণবাবুর বাম পার্শ্বে ও ভগ্নী চাকলতা অত্র পার্শ্বে। সামনের দিকে প্রতিবেশী ডাঃ জি, চক্ৰবর্ত্তি।)

(চাক্ৰ পাড়াইয়া সবাইকে চা পরিবেশন করিতেছে, এগন সময়ে

উপেনের প্রবেশ)

প। আহ্ন উপেনবাবু, বহ্নন।

(উপেন একটু দূরব একখানা চেয়ারে গিয়া বসিল)

ডাঃ। (পরেণবাবুর দিকে জিজ্ঞাসামুচক দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিলেন)

প। (চায়ে পেয়ালায় একটা চমুক দিয়া) ডাক্তার, হনি হচ্ছেন আগাব ছেলেদেব নতুন প্রভেট টিউটার। এঁর নাম উপেন্দ্র দত্ত। আপাততঃ এম-এ পড়ছেন, পঁচিশ টাকা বৃত্তি পান। ইনি খুব সচ্চরিত্র।

ডাঃ। (উপেনের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া) শুনে স্থখী জলুম—ইসে, আপনার বাড়ী কোথায় ?

উ। ফরিদপুর জেলায়, কাজলপুর গ্রামে।

প। উপেনবাবু, হনি আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু, আমাদের বাড়ার ডাক্তার। এব নান গোবর্দ্ধন—

ডাঃ। আমার নাম ডি, চন্দ্রশক্তি।

প। (অপ্রতিভ ভাবে) ডাক্তার ডি, চক্রবর্তী চাক, মাঠাবাবুকে এক পেয়ালা চা দাও।

উ। (সলজ্জ ভাবে) আজ্ঞে, আমি চা খাই না।

ডাঃ। (চায়ের পেয়ালা হইতে সংসা মুখ তুলিয়া) কেন? চা অতি উপকারী। সন্ধি, কাশি, ম্যালেরিয়া, ডিসপেন্সিয়া—ইসে—বাত্তেব বেদনা, এ-সকল ব্য রোগে চা খেলে ভারি উপকার পাওয়া যায়। ইসে—ভোরের বেলায় উঠে এক পেয়ালা গরম গরম চা এর তুল্য আর কিছ আছে নাক? ইসে—শবাবের একল মানি দব হব।

উ। (বিনীত ভাবে) আজ্ঞে, আমার কখনো চা খাওয়ার অভ্যাস নেই। আর, আপনি যে সব ভাষণ ব্য রোগের খদ্দি দিলেন, তাদের কাকব সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

ডাঃ। কিছু ব্যাবরাম না থাকলেও—ইসে—precaution নিতে হয়। জানেন না—ইসে—prevention is better than cure! (পকেট হইতে কলসী বাহির করিয়া মুখের দান মুছিলেন)

উ। চা খাওয়ার সম্বন্ধে আমার আরো এক আপত্তি আছে। অবশ্য, আমার কোন prejudice নেই, তবে আমার এখানে চা খাওয়াটা আমার পাঠান কেউ বোঝে না। গছন্দ ব্যবহেঁন না। আর তাঁদের সামনে আমি যে কান্ডটা করতে পারি না, তাদের অসাক্ষাতেও তা করা আমার মতে অশ্রায়।

ডা। ও-সব আপনাদের superstition—ইসে—want of moral courage

এ ভাবত। (দাঁড়াচাপা হাসি হাসিলেন—তাহার সম্মুখের দুইটি দাঁত উচু বলিয়া তিনি ঠোট খুলিয়া হাসেন না)

প। (চায়ের গোলা রাখিয়া) ডাক্তার, want of moral courage বলছ কেন বল দেখি ? উপেনবাবু তো ঠিকই বলেছেন ! তাঁর কথা বেশ honest, straightforward, তার বেশ courage of conviction আছে। (উঠিয়া ছড়ী ও টুপী লইয়া প্রস্থান)

প্র। (ডাক্তারকে) আপনার আর একটু চা চাই ?

ডা। (কপালে ঘাম কমাণ দিয়া মুছিতে মুছিতে) না, খুব খেয়েছি।
—ইসে—একটু ববং চিনি দিন।

চাক। (ডাক্তারেব পিবালার চিনি দিতে দিতে খানিকটা চিনি মাটিতে পড়িয়া গেল)

প্র। ছি এতটা চিনি বেলে দিলে ? কোন কাজ করতে গেলেই তুমি কিছু না কিছু গনিষ্টে না করে ছাড়বে না।

ডা। না, বেশী চিনি দেবে নি।—ইসে—কান রাতে আপনি কেমন ছিনেন ? সেট বেদনাটা ?

প্র। কান এতটু ক্রম ছিল। কিন্তু ও-ব্যথা আর সারবার নয়, যতদিন বাঁচবে, ও আগার সাথে সাথে হবে থাকবে।

ডা। কিন্তু সাবধান : ওয়া দরকার।—ইসে—আমার সেই ওষুধটা দিন কয়েক খেয়েই দেখুন না ?

প্র। ওষুধ খোস কি হবে ? কোন নিয়ম পালন তো করতে পারব না। আমার দিনরাত্রি খাটনি, একটুও বিশ্রাম নেই।

ডা। তা তো দেখছি। কিন্তু দিনরাত্রি ঘরে বসে থাকা ভালো

নয়।—ইসে—মাঝে মাঝে গাড়ী চ’ড়ে একটু একটু বেড়ানো উচিত।
আজ সমাজে যাবেন তো ?

প্র। দোঁধি তো শরীর কি রকম থাকে ?

ডা। এখন তবে আসি, রোগী দেখতে যেতে হবে।

(ছাট লইয়া প্রস্থান)

(প্রভাবতীও চাকর স্নান মুখের দিকে একবার বিরক্ত দৃষ্টিতে

চাহিয়া ঘর থেকে বাহির হইয়া গেলেন)

চা। (অল্পক্ষণ নারবে বসিয়া থাকিয়া একখানা খাতা বাত্বির করিয়া)
দেখুন তো উপেনবাবু, আমার অঁকটার কোথায় ভুল গিষেছে, আমি
তা কিছুতেই ধরতে পার’ছি না।

উ। (খাতা লইয়া মনোযোগের সহিত দোঁধিষা, ভুল শোধরাইয়া
চাককে খাতাখানা দেখাইয়)

চা। (হাসিয়া) তাহ তো, এতখানেক হুনা। ছি ছি, এমন সামান্য
বিষয়ে আমি ভুল করেছি।

উ। না, এতে আর লজ্জার কি আছে ? হুঁ নবনের হয।

চা। দাদা, আপনায় খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। অ পনি নাকি
আপনার ছোট ভায়র লেখাপড়ার খরচ চাণাবার জগ্রেঃ আমাদের বাড়িতে
গড়বার ভার নিয়েছেন।

উ। হ্যা।

চা। এতে আপনার মহৎ আর আত্মত্যাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

উ। এ তো আমার কন্তব্য বাঙ্গ—এতে প্রশংসা করবার কিছুই
নেহ। আচ্ছা, দেওয়াণে টাঙানো কার্পের উপরে স্মৃতো দিষে ঐ যে
একটি সুন্দর কবিতা বোনা রয়েছে, ওটি কার লেখা ?

চা। (সলজ্জ ভাবে) আমার।

উ। বাঃ, আপনি এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন !

অমল। পিসিমা আরো অনেক কবিতা লিখেছেন। ওঁর কোন কোন লেখা মাসিক পত্রের ছাপা হয়েছে।

উ। তাই নাকি? কি পত্রিকা ছাপা হয়েছে, একবার দেখতে পাই না?

চা। (সেল্ফ হঠাতে বয়েকখানা মাসিকপত্র বাহির করিয়া উপেনের হাতে দিয়া) দেখবেন, এগুলো পড়ে যেন হাসবেন না। এগুলো ছাপাবার যোগ্য নয়।

উ। না, না, তা হবে কেন? আমি খুব আনন্দের সঙ্গে এগুলি পাঠ করব।.....এ ঘরে তা দেখছি পিয়ানো আর হার্মোনিয়ম রয়েছে। ও-ছুটিও বোধ হয় আপনিই ব্যবহার করেন?

চা। মাঝে মাঝে কবি বটে। দালা গান বড় ভালবাসেন

উ। আমও গান ভালবাসি

চা। কিন্তু আমার গান নিশ্চয় আপনাব ভালো লাগবে না।

উ। বেশ তো, সে পবাক্সটাও আজ নেওয়া যাবে না। রবিবারে একটি গান শোনান।

চা। (আন্তে আন্তে ঢেবিন গান্ধী নিনয়ানের সাননে গিয়া বসিয়া গান ধরিল)

ভাষাব নিশ্চয়-রাজ্যে বাসন-খা

এসে, গোপনে, আমাব স্বপন নোয়াকর দিশেখা

(প্রভাব তাব পুনঃ প্রবেশ)

প্র। চাক, এখন তোমার গান গাওয়ার সময় নয়।

উ। (স্বচিন্ত ভাবে) অজ্ঞে, ওর কোন দোষ নেই, আমি অল্পরোধ করেছি ব'লেই—

প্র। না, সব দোষ তোমারই চাক! মাষ্টারবাবু নতুন লোক, উদ্ভি

তো জানেন না, আমার শরীর কতটা খাবাপ। কিন্তু সব জেনে শুনেও
এই অসময়ে গান গেয়ে তুমি ইচ্ছে ক'রেই আমাকে জ্বালাতন করছ।
তোমার নিষ্ঠুরতা ক্ষমার অযোগ্য। (প্রস্থান)

(চাঞ্চ ঘাড় হেঁট বরিয়া অন্ধঙ্গণ বসিয়া রহিল। তাৎপর্য নীরবে
উঠিয়া ঘরের অস্ত্র দবজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। অনল
ও বিমলও তাহাব পশ্চাদাহুসরণ করিল। অপর
দিক দিয়া উপেনেব প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য

ডাকার চক্রবর্তীর ডিসপেন্সরি

চারিদিকে গুহনের শিখি ভাবা আনাগাবি। ডাকার চক্রবর্তী
প্রবেশ। টেবিলের সামনে আসিয়া বসিল। দুই চক্ষু
মুদ্রিত করিয়া চায়াবাসিনী হইলেন।

(স্বাসিনী নবাব প্রবেশ)

স্বাসিনী। গোবর্দ্ধন।

ডাকার। (চমকিয়া চোখ খুলিয়া) অ্যা—তুমি কি স্বাসিনী?
(মুখব্যাদান করিলেন)

স্বাসিনী। হ্যা, আমি গোবর্দ্ধন। আমার দেখে অবাক হচ্ছো?

ডাকার। (চোখ লুচাইয়া) না—ইসে, অবাক হব কেন? তুমি
কোথেকে এখানে এলে?

স্বাসিনী। যেমন ক'বে তুমি এসেছ। রেলপথে।

ডাকার। আমার ঠিকানা তোমায় কে বলে দিলে?

স্বাসিনী। কেন, তার নামে নাগিস করবে ?

ডাক্তার। আহা, চটো কেন ? ইসে—অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা কিনা—

স্বাসিনী। ই্যা, আর এ দেখা ঠিক বেন সাপে-নেউলে দেখা। না গোবর্দ্ধন ?

ডাক্তার। (এদিকে ওদিকে তাকাইয়া) ইসে—আমায় এখানে গোবর্দ্ধন বলে ডেকোনা। আমাকে সবাই এখানে—

স্বাসিনী। ডক্টর জি চকাবেজিটি ব'লে ডাকে। তা আমি শুনেছি। কিন্তু আমি তো ও-নতুন নামে তোমায় ডাকতে পাবব না। অনেক দিনের নেশার মতন অনেক দিনেব অভ্যাসও ছাড়া যায় না, জানো তো ?

ডাক্তার। তাহ'লে চুপি চুপি কথা কও।

স্বাসিনী। তা ব'চি। কিন্তু আমি কি দাঁড়িয়ে থাকব, আমাকে বসতে বলবে না ?

ডাক্তার। তুমি কি আমার পব ? এ ঘর দোর তো তোমার। তুমি—

স্বাসিনী। থাক্, তোমার মনুষ্য বাক্য অগ্র কারুর জন্তে তুলে রাখো। আমি বসছি (চেষ্টা চানিয়া লইয়া উপবেশন)

(হুতনে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। ডাক্তার একটি চুবোটা ধরাইলেন)

ডাক্তার। তাবপব, স্বাসিনী। তোমাদের ওখানকার খবর কি ?

স্বাসিনী। ভালো। কেবল তোমার অভাবে কিঞ্চিৎ অসুবিধা বোধ করছি।

ডাক্তার। আমার অভাবে ?

স্বাসিনী। ই্যা, অর্থাৎ তোমার টাকার অভাবে।

ডাক্তার। (অর্ধকতর বিস্ময়ের ভাণ করিয়া) আমার টাকার অভাবে !

স্বাসিনী। তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে গোবর্দ্ধন !

ডাক্তার। না স্বাসিনী, আকাশ থেকে পড়বার অবস্থা এখনো আমার হয় নি !

স্বাসিনী। থাক্, আর রসিকতায় কাজ নেই। এখন আসল কথা শোনো।

ডাক্তার। আমি সর্বদাই শুনতে প্রস্তুত—ইসে, কাণ খাড়া ক'রে আছি।

স্বাসিনী। ঠাঁ, দীঘকর্ণদের কাণ সহজেই খাড়া হয় বটে। আপাততঃ তোমার কাণ খাড়া না করলেও তুমি আমার কথা শুনতে পাবে বোধ হয়।

ডাক্তার। ইসে—স্বাসিনী, তোমার কথাবার্তার ধরণ এখনো একটুও বদলায় নি দেখছি।

স্বাসিনী। নারী সহজে বদলায় না। ও বিশেষতঃ পুরুষ জাতির।

ডাক্তার। মেয়েরা যদি সহজে বদলাতো, তাহ'লে ইসে—পুরুষরা তা'গে ভুলতে পারত না।

স্বাসিনী। কারণ ?

ডাক্তার। কারণ তাহ'লে মেয়েরা ইসে—সহজে একঘেয়ে হয়ে পড়ত না।

স্বাসিনী। তোমাদের মতন পুরুষের কাছে মেয়েরা যত সহজে একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে ততই মন্দ। ভাগ্যস তোমরা আমাদের ভালো, তাই আমরা মুক্তি পাই।

ডাক্তার। মুক্তি চাও তো আমার কাছে এসেছ কেন ?

স্বাসিনী। তোমার কাছে আসি নি, তোমার চেয়ে যা মূল্যবান তার জন্তেই এসেছি। মাসোহারা বন্ধ করেছ কেন ?

ডাক্তার। আজকাল আমার রোজগার নেই বসলেই হয়। টাকা না পেলে—ইসে—টাকা দেব কেমন ক'বে ?

সুবাসিনী। রোগীবাও তাহ'লে তোমাকে চিনে ফেলেছে ? তোমার হাতে আব তারা মবতে বাজি নয় ? তাহ'লে আবার আম কে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ?

ডাক্তার। দোহাই তোমার ! তাহ'লে—ইসে—আমাব পসার একেবাবে মাটি হয়ে যাবে। তোমারও টাকা পাওয়া হবে না,—তম্—আমারও স্বল্প জীবেনা

সুবাসিনী। ভগবানে' অভিপায় বোধ হয় তাই। তোমার মতন অমানুষ সমাজে মাথা খুঁজে গাড়িয়ে থাকবে, এ কি কখনো ধর্মে সম ? তুমি আমাব সর্বনাশ করত, আন'ব অব ক'ব সর্বনাশ কববার চেষ্টায় আছ ?

ডাক্তার। সুবাসিনী, ইসে—অত চেষ্টাও না, কে কোথায় শুনেনে পাবে।

সুবাসিনী। তাহে আমাব কি ? এগুন আব আমার লজ্জা ভয় বিসের ? আমি তো পতিতা

ডাক্তার। আবে খাডাব ডিন। হুঁম্ নো। পিত্তা কিছু আমি তো পতিত নই। আমাকে যে সমাজে থাকতে হবে।

সুবাসিনী। সেই সমাজে র দরদ্রা আমি তোমাব সামনে বন্ধ কবতে চাই। সমাজেব শাসন যে কি ভয়ানক তা একবার অনুভব ক'রে দেখ।

ডাক্তার। হুল সুবাসিনী হুল। সমাজ তোমাদেব যে-শাসন করবে, সে-শাসনের ভয় আমাদেব নেই। আমাদেব দোষ—ইনে—সমাজ তুদিন পরেই ভুগে যাব

সুবাসিনী। হ্যাঁ, সেউজন্তো তোমাদের এত সাহস। সমাজ যে তোমরাই তৈরি করেছ—নারাকে তার ওলাষ পিনে মারবার জন্তে। যাব

সে কথা। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে আসি নি—অনেক দূর থেকে আমি এসেছি আমার প্রাণ্য আদায় করতে। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ভালো কথাই তা না দাত, আমি আদালতের সাহায্য নেব। আমি তোমাকে তিন দিন সময় দিলাম। (প্রস্থানের উপক্রম)

ডাক্তার। ইসে...সুবাসিনী, একটা কথা শোনো। যাবার জন্তে তুমি এত ব্যস্ত কেন? আমি তোমাকে এখনো ভালোবাসি। ইসে—আমি তোমাকে—

সুবাসিনী। চুপ বব। তোমার ভালোবাসার কথা অটল বিশ্বাসের সঙ্গে যে-সুবাসিনী শুনত, আজ আর আমি সে সুবাসিনী নই। আমি যা ব'লে গেলাম, মনে রেখ। তোমাকে তিন দিন সময় দিলাম।

(প্রস্থান)

ডাক্তার। ইসে—বড বেহরো গেয়ে গেল যে। মোটে তিন দিন সময়। এখন উপায়? (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে প্রস্থান)

(এক দিক দিয়া ডগাই ঢালী ও অত্র দিক দিয়া সৈরভার প্রবেশ)

সৈরভা। ও জগা, শুনে'চন্?

জগাই। তুও আড় পেতে শুনছািল বুঝি।

সৈরভা। তা আবার শুনব না রে মিসে? এমন মজার কথা কি না শুনে থাকি যায় রে।

জগাই। শুনে কি বুঝি বল্ দোখ।

সৈরভা। ও-বাগীর সঙ্গে কর্তার পেরণয় হল।

জগাই। খালি পেরণয় নয় বে, খালি পেরণয় নয়! কর্তার ছুটো ছেলেও আছে। তাদের খোব-খোব যে কর্তাকেই দিতে হয়। আজ ব-মাস খোব-খোবের টাকা বন্ধ ক'রে দেওয়াতেই ও তাই আদায় করে নিতে এসেচে।

সৈরভী। তোরা—মিসেরা তো এমনিই পাগিষ্টি রে! নিজেদের ছেলেকে নিজেরাই খেতে দিস্ না। তোরা শেয়াল-কুকুর রে, তোরা শেয়াল-কুকুর! মাঘের কোলে পোলা ফেলে বাপ যায় পাগিয়ে! ঘেঘায় মরি, ঘেঘায় মরি!

জগাই। না রে সৈরভী, না। আমাকে তুই কর্তার মতন ভাবিস্ নে। তুই যদি আমাকে বিয়ে করিস্ ভাই, আর তোর কোলে আমার যদি খোকা হয়, তাহ'লে আমি তোকে ও ভুলব না, খোকাকেও ভুলব না। ইয়া—ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না। এই তিন সত্যি গাললুম। কেমন, পেরতায় হ'ল তো? (কাছে আসিয়া গদগদ স্বরে) মাইরি সৈরভী, তুই আমাকে বিয়ে করবি ভাই?

সৈরভী। (জগাইকে ধাক্কা মারিয়া সবাইয়া দিয়া) ও পোডারমুখো! আমি তোকে বিয়ে করব, না তোর মুখে ছুডো জ্বলে দেব!

জগাই। যা হয় একটা কিছু কর্ ভাই। এও নয়, ওও নয়—এমন নোটানায় প'ড়ে আর তো খাবি খেতে পারা যায় না। হাঁপিয়ে উঠেচি সৈরভী, হাঁপিয়ে উঠেচি।

সৈরভী। তাহলে তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাক্, ততক্ষণে আমি ছিদামের দোকানটা একবার ঘুরে আসি।

(ভিত্তিরে প্রস্থান)

জগাই। ঐ ছিদাম ব্যাটাই হ'ল আমার শনি!

(নিরাশ ভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে প্রস্থান)

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

পরেশবাবুর বৈঠকখানা।

পরেশবাবু ও ডাঃ চকারভর্তি উপাসনার ভঙ্গিতে বসিয়া আছেন।

প্রভাবতী হার্মোনিয়ম বাজাইতেছেন ও চারু গান গাহিতেছে।

ইতিমধ্যে উপেনেব প্রবেশ ও একপার্শ্বে উপবেশন।

গান

আমাব বুকে বাজাও বীণ, মুখেব পানে মুখ কেবাও।

সুধার কুধায় প্রাণ আতুর, চরণ রেণু আমার নাও।

রাত্রে আমি স্বপ্নে তাই

তোমার পরশ রত্নে পাই,

নাম-গীতিকা যত্নে গাই, আবার পাছে পালিষে যাও।

নিভা আমার চিত্ত পুর

শুনচে তোমার নৃত্য-সুখ,

বিশ্বপ্রেমেব নাটশালায়, আমাব নুপুব করে নাও।

প্রভা। ঐ যে মাষ্টাব এসেছেন। বাল আপনার কি হয়েছিল?

উ। আজ্ঞে, কাল বড় সর্দি হয়েছিল, তাই সন্ধ্যাব পরে আর বেরুতে পারিনি।

পরেশ। তাই তো—আমি ঠিকই বলেছিলাম, তাঁর অসুখ টসুখ কিছু হয়েছে, নইলে অবশ্যই আসতেন। আ এই দু-মাসের ভেতরেই আপনি আমাদের বাড়ীর লোকের মতন হয়ে পড়েছেন, একদিন না এলেই মন আপনাকে খুঁজতে চায়।

ডাক্তার। ইসে—সর্দির ওষুধ তো চা, কিন্তু আপনি তো তা খাবেন না।

(ভৃত্য টইলরাম চায়ের উপকরণ আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল ।
প্রভাবতী উঠিয়া আনিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন)

প্রভা । অম্মুখের জন্তে এক পেয়ালা চা খেতে দোষ কি মাষ্টারবাবু ?

পরেশ । চা খাওয়াটা যদি শুঁর মতের বিরুদ্ধই হয়, তাহ'লে সেজন্তে
ঠেকে অম্মুরোধ করা খুবই অজ্ঞায় ।

উপেন । না, অমত এমন কি । আপনারা আমাকে এত অম্মুগ্রহ
করেন ।

চারু । (উৎসাহিত ভাবে) তবে খাবেন ? খেলে শরীর বেশ ভালে
বোধ হবে এখন । (এক পেয়ালা চা তাড়াতাড়ি উপেনের সামনে আনিয়া
ধরিল)

উপেন । (সঙ্কোচের সহিত পেয়ালাটি গ্রহণ করিল)

পরেশ । (সহাস্তে) চারু, তুমি বুঝি আ জ উপেনবাবুকে চা খাওয়াতে
কন্ভাট করলে ?

ডাক্তার । হি-হি-হি, কেবল চা খাওয়াতে নয়, ক্রমে সব বিষয়ে
উপেনবাবুকে—ইসে—কন্ভাটেড হ'তে হবে । আরো কিছু দিন যাক্
তো—হি-হি-হি—

(সকলের হাস্য । উপেন লজ্জায় নতমুখে রহিল)

চারু । কেমন, মিষ্টি হয়েছে তো ? আর-একটু চিনি দেব কি ?

উপেন । চা আমি আর কখনো খাই নি, কতটা মিষ্টি হ'লে ঠিক হয়
তা বুঝতে পারিচি না তো !

(সকলের হাস্য)

পরেশ । উপেনবাবু, আমরা এখন একটু বাইরে বেরুব । চারু
রইল, আপনি আজ তাকে একটু পড়া ব'লে দিন ।

(চারু ও উপেন ছাড়া আর সকলের গ্রন্থান)

চাক। আপনি অমন মাথা নাচু ক'রে কি ভাবে ন উপেনবাবু ?

উপেন। আমার মনে কেমন অগ্ন্যানি হ'ল। এত মাথা নাচু চায়ের
কলোভনটুকু ছাড়তে পারেন না।

চাক। (হাসিয়া) চা খাওয়ার মতন পা' কাষে সাহায্য করেচি
এগে আপনি নিশ্চয় আব আম এও মুখদর্শন কববেন না ?

উপেন। (অপ্রতিভ ভাবে) না, না, সে কি কথা—সে কি কথা ?

চাক। তবে আসুন, আমাকে পড়া দেন দিন।

উপেন। আপনাকে আব কি পড়া দব ? আপনিও আমার সবটুকু
বস্তু আশ্রয় করে বেলেটেন।

চাক। না, এখনো তার অনেক বাকি

উপেন। তাহ'লে দেখছি আমার সমস্ত আপন খুঁজি দাবী
পাশ করেন।

চাক। আপনি বাল বাড়া যাচ্ছেন তো ?

উ। হ্যা, কাল কনোজ বন্ধ হ'বে, আমি বাস্তর গাড়ী'র বাড়া যাব।

চাক। কেন, এত তাড়াতাড়ি কেন ?

উপেন। জানেনই তো, ঘরমুখো বাড়ালী আব রণ হ'ল।

চাক। আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা রেখে যাবেন।

উপেন। কেন ?

চাক। যদি কে ন কাব'ল অ নাবে চিঠি লিখতে হয়

উপেন। চিঠি লিখবেন কি ?

চাক। দবকাব হ'ল লিখ।

উপেন। আর যদি দরকার না হয় ?

চাক। তবে লিখবেন না।

উপেন। দরকার হবে কি ?

চাক। বলতে পারি না।

উপেন। (কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে থেকে) তবে আজ আমি আসি ?

চারু। কৈ, আমাকে পড়ালেন না ?

উপেন। কেন, এতক্ষণ তবে কি করলুম ?

চারু। এই বুঝি আপনার পড়ানো ? আপনি মাইনে পাবেন না ।

উপেন। আপনাকে তো ফাও পড়াই । এই পড়ানোই যথেষ্ট ।

চারু। আচ্ছা ভালো কথা—আপনি পূজোর সময় বাড়ী যাচ্ছেন, আপনার জ্বর জ্বরে কি কি জিনিষ নিলেন ?

উপেন। (দীঘশ্বাস ফেলিয়া হুঃখিত স্বরে) কি আর নেব ?.....
খেলনা ?

চারু। খেলনা কেন ? বই টাই ?

উপেন। পড়তে জানলে তো ? (প্রশ্নান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:~::~—

প্রথম দৃশ্য

সিয়ালদহ স্টেশনেব প্লাটফর্ম।

(গাড়ীর বিলম্ব আছে। প্লাটফর্মের বেঞ্চের এবং আপন আপন মোটমাটের উপরে যাত্রীরা বসিয় আছে। বেঞ্চের একধারে উপেন, বীরেন ও অনাগ্র বন্ধুগণ উপবিষ্ট।)

উপেন। আজ গাড়ীতে খুব ভিড হবে বোধ হয়। রাত্রে ঘুমের দফায় ইতি দেখিচি।

বীরেন। কেন ? জানিস তো, আমার কোন অবস্থাতেই নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না ? এমন কি, আবশ্যক হ'লে আমি দাঁড়িয়েও ঘুমোতে পারি।

উপেন। গেল-জন্মে নিশ্চয় তুমি ঘোটক-সমাজে বাস করত। তাই এখনো আগেকার অভ্যাস ভুলতে পারোনি আব কি।

বীরেন। আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করতে চাই না। কারণ দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারাটা সুবিধাজনক অভ্যাস, অশুভ্রা তর কাছ থেকে মনোজ্ঞাতির তা শিক্ষা করা উচিত।

উপেনের বন্ধুগণ। (হাস্য)

(গৈবিক বস্ত্র পরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কষ্টে মোট

কাঁধে লইয়া প্রবেশ করিলেন)

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। (মোট নামাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে) মশাই, আমার

শব্দ বড় কাঁচল, বেকের একপাশে দয়া ক'রে যদি একটু বসবার জায়গা দেন।

জনৈক বাত্ৰা। না মশাই, সে কিছুতেই হবে না। এখানে একটুও জায়গা নেই। এঁই দেখুন না। আমরা সকলে কি রকম ঠেসাঠেসি ক'রে বসেছি।

উপেন। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এই যে, আপনি আমার জায়গায় বসুন না।

ব্রাহ্মণ। (বাসিয়া, কোমর ভেঁটে নস্টের কোটা বাঁধি করিয়া নস্ত লইয়া) আপনাদের কষ্ট দিলুম, মাগ করবেন।.....গাভী আসতে এখনো দেরি আছে দেখছি। এক শিশুর বাড়ীতে যাচ্ছি, ঠিক সময়ে পৌছতে পারলে হয়।

আমি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। (গায়ে সদা পাঞ্জাবী কোট, কাঁধে কোচানো চাদর, বুকে সোণার চেন-ঘড়া, মাথায় সাদা চুলে টেরি কাটা, মুখে পাখী দাড়ী গৌক। চোখে চশমা লাগাইয়া, পেরাধারী বৃদ্ধকে ভালো করিয়া দেখিয়া) তবে কি আপনার গুরুগিরি ব্যবসা? আপনি ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত?

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু পাণ্ডিত্য কিছুই নেই। ক-ঘর পৈতৃক শিষ্য আছে, পেটের দায়ে তাদের মন্ত্র দি। তবে গুরু হ'তে গেলে যে-সব শ্রম থাকা দরকার, সে সব আমার কিছুই নেই।

বৃদ্ধ। বেশ তো? আপনার অক্ষমতা আপনি নিজেই স্বীকার করছেন? আপনারাই হিন্দু সমাজটাকে একেবারে অবপাতে দিলেন। গুরুগিরিটা আপনারা একটা ব্যবসা ক'রে তুলেছেন। গায়—হায়—কি সর্বনাশ! আচ্ছা, আপনারা কশ্মকাণ্ডের উপদেশ দেন, তার তাৎপর্য কিছু বোঝেন কি?

ব্রাহ্মণ। (মাথা চুকাইতে চুকাইতে) তাৎপর্য—তাৎপর্য আর

কি ? শাস্ত্রে যে রূপ আদেশ আছে, আমরা সেই অনুসারে ক'খ অনুষ্ঠান করতে উপদেশ দি। শাস্ত্র যদি মিথ্যা না হয়, তবে অবশ্যই তার ফল আছে।

বুদ্ধ। কিন্তু সে শাস্ত্র আপনারা বোঝেন কি ? শাস্ত্রের মর্ম না জেনে কর্ম-অনুষ্ঠান করলে কোন ফল হয় না, জানেন তো ? শাস্ত্রে যে-সব নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বিধান আছে, সে সমস্তই যোগ। এক যোগ ভিন্ন হিন্দুধর্ম দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু ক-জন সে যোগের অর্থ বুঝতে পারে ?

ব্রাহ্মণ। মশাই, আপান কাকে যোগ বলেন, একটি পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিন।

বুদ্ধ। (চোখের চশমা খুলিয়া ক্রমাল দিয়া মুঁড়িয়া, আবার চশমা পরিয়া এবং নিজের লাড়ীতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে) যোগ কি, তা হু-এক কথায় পরিষ্কার ক'রে বুঝানো বড়ই কঠিন। তবে সংক্ষেপে কিছু ব'লি, শ্রবণ বরুন। যোগ কিনা—প্রাণকে মাথায় রাখা। এটা হচ্ছে মটচক্র-দেয় ব্যাপার—প্রাণায়াম দ্বারা সিদ্ধ হয়। বেদ, পুরাণ, গীতা, ভাগবত—সমস্ত ধর্মশাস্ত্র এই একই তত্ত্ব শিক্ষা দিচ্ছে। 'অধিকাংশ শাস্ত্রই এটা রূপকভাবে শিক্ষা দেয়। হিন্দুর যা কিছু কর্মকাণ্ড, সমস্তই এই একই তত্ত্বের।

ব্রাহ্মণ। আমরা তো জানি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে ঈশ্বরের আর আরাধনা আর ঈষ্টমন্ত্র জপ করলেই সিদ্ধিলাভ হ'তে পারে। 'ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ—তিন যোগেরই এই সাধনা।

বুদ্ধ। সে সব ভুল—সব ভুল। একটা মনগড়া মুদ্রিকে ইহে-এ-তা ব'লে পূজা করলে মুক্তিলাভ হবে, এ কখনো শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। আর স্মৃতিতে যে ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগের কথা আছে, তার প্রকৃত মর্ম ক-জনে বোঝে ? সে-সব হচ্ছে রূপক। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন,—এ-সব হচ্ছে রূপক।

উপেন। আচ্ছা মশাই, তবে রামায়ণ কি ?

বুদ্ধ। রামায়ণও রূপক। ঋষিরা লোকশিক্ষার জন্তে যোগের গূঢ় তত্ত্বসকল এই সব পুরাণের মধ্যে রূপকের আকারে প্রকাশ করে গেছেন। যে বোঝে, সেইট বোঝে। এই ধরুন, রামায়ণের মধ্যে যতগুলি পাত্র আছে, তাদের ভিতরে দশরথ হচ্ছেন মূলব্যক্তি। তিনিই রাজা। কোথাকার রাজা? না অযোধ্যার রাজা। অযোধ্যা কি? না, এই মানব দেহ। মানব দেহের রাজা কে? না জীবাত্মা। আত্মা রথী, শরীর রথ। শরীর আত্মার দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে দশদিকে ধাবমান হয়। তাই সেই জীবাত্মা আর এক নাম 'দশরথ'। দশরথের তিনটি প্রধান মহিষী—আত্মারও তেমনি তিনটি মহিষী আছে; যথা সন্ত, রজঃ আর তমোগুণ। আত্মা এই ত্রিগুণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন ব'লে তা'থেকে অত্যাগ্র বৃত্তির উৎপত্তি হয়েছে। সেই সব বৃত্তির মধ্যে প্রধান হচ্ছে তিনটি।—বুদ্ধি, অভিমান আর মনঃ। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? না বুদ্ধি—তিনিই রামচন্দ্র, অভিমান লক্ষ্মণ, আর সংকল্পবিকল্পাত্মক মনঃ হচ্ছে ভরত আর শত্রুঘ্ন। এই দুটি ভাই সর্বদাই একসঙ্গে থাকে, যেন দুটি অধিনাকুমার। দশরথ অর্থাৎ জীবাত্মা কখন কোন একটি গুণের বশীভূত হয়ে পড়েন। কৈকেয়ী হচ্ছেন এজোগুণ, তার অধীন হয়ে দশরথ তার প্রধান পুত্র রামচন্দ্র অর্থাৎ বুদ্ধিকে বনবাসে দিলেন। এব তাৎপর্য এট যে, এজোগুণের বশীভূত হ'লে লোকের বুদ্ধি আর থাক না।

এইনো দাত্তা : সেই গুণের সঙ্গে যদি আবার রূপ থাকে, তবে তো কথাই নেই।

অপর যাত্রা। বিশেষতঃ বুদ্ধিবরসে।

বুদ্ধ। (বিরক্ত হইয়া) শুনুন না—ঠাট্টা পরে করবেন।

উপেন। হ্যাঁ মশাই, রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সবাই যখন এক এক মনো-বুদ্ধির রূপক হলেন, তখন হনুমানের লাজুকটি কিসের রূপক?

বীরেন । কেন, স্বপ্না নাভীর ?

(সকলের হাস্য)

বুদ্ধ । (অত্যন্ত চটিয়া) আপনাবা যে ঠাট্টা করবেন, তা তো আগেই জানি । এইজন্তেই বাইবেল বলে—*dont cast pearls before the swine* ।”

যাত্রীদের কেউ কেউ । কি, আমরা swine ?—

ব্রাহ্মণ । আপনারা চূপ করুন—চূপ করুন । ওর সঙ্গে তর্ক করবেন না । উনি দেখাচি সাংঘাতিক লোক—রামায়ণকে রূপক বলেন । কিন্তু মশাই, আপনার এই মহামূল্য উপদেশ শুনে সব লোকই যদি ষটচক্রভেদ করে এসে তবে আমাদের মতন মূর্খ গুরুদের অন্ন একেবারে মারা যাবে । (সকলের হাস্য) আপনার কাছে বসতেও আমাব আতঙ্ক হচ্ছে, আমি চালাুম । (স্থান)

(একজন খাবারওয়ালা যাঃতঃছিল, বৃদ্ধ ভদ্রলোক

তাকে ডাকিয়া গুটিকয়েক রসগোল্লা কিনিয়া উদরস্থ করিলেন ।)

বুদ্ধ । (পানের ভিঁয়া হহতে পান খাইয়া চক্ষু কাঁপতে করিতে) ঐ যে ভদ্রলোকটি চ'লে গেলেন, উনি আমার কথাই কোন জবাব দিতে পারেন না, কেবল ঠাট্টা-তামাসা করলেন । এহ সব ব্যবসাদার গুরু বিজ্ঞাবুদ্ধি নেই, শাস্ত্রজ্ঞান নেই, এরা জানে কেবল শিষ্যদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করতে ।

উপেন । আমাদের সমাজে অনেক ব্যবসাদার গুরু আছেন বটে, কিন্তু একে তো সে রকম লোক বলে মনে হ'ল না ।

বুদ্ধ । কিন্তু বলেন দেখি, এহ সব গুরুর কাছে মন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল কি কেউ কখনো দেখেছেন ? আমি যে যোগসাধনার উপদেশ দি, তার ফল প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া যায় ।

বীরেন । আপনিও গুরুগরি করেন নাকি ?

রুদ্ধ। গুরুগিরি নয়, তবে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাতে কোনই কষ্ট নেই, কেবল সাতটি টাকা পেতেই আমি যোগসাধনার এমন সব নিগূঢ় তত্ত্ব আপনাকে শিখিয়ে দেব যে, মাসখানেকের ভিতরেই আপনার জন্মগতের মধ্যে স্থানির্মল দিব্য জ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত হবে। বেশী নয়, সাত টাকা—মাত্র সা. টাকা—আমি গুরুগিরি করি না।.....এই সিগারেট-ওলা! আমার জায়গা বইল, একটু দেখবেন, আমি সিগারেট কিনে এখন ফিরে আসছি। (প্রস্থান)

স্বপ্নময় উনি গুরুগিরিও করেন, ফেরিঙ্গলার হাতেব রসগোল্লাও খান

বারেন। বর বোবা! কে বলে উনি গুরুগিরি করেন। তাঁর মাত্র সাতখণ্ড মুদ্রা নিয়ে গোকের জন্মগতের মধ্যে স্থানির্মল দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়ে তোলে ন। বেশী নয়, সাত টাকা—মাত্র সাত টাকা। আর তুমি থাকে রসগোল্লা খাওয়া বদিস, ওরে তা রসগোল্লা খাওয়া তো নয়, ষটচক্রভেদ।

জনৈক বাদা। তিনশ্রম্বেণ গনকুখানে অনেকগুলি অবতারণের উৎসাহ হয়েছিল। হানও বোবাঃ জাদুবি একজন হবেন।

(গেটেব ভিতর দিয়া একটি শ্রম্বেণা বৃত্তা প্রবেশ করিল। তাহার পুরুষ অভিভাবক সোধ করি পিচাওয়া পড়িয়াছিলো, তিনিও তাঁর গনকুইয়া দাঁড়াইয়া পাড়ি ১, অসময়া। মত সপার খোঁজে এদিকে ওদিকে চাতিয়া চোঁতে লাগিলেন। হ্যাং একজন কবিবদা টিকিট কলেক্টার আসিয়া তাহার দিকে লুক দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিল।)

টিক। (অগ্রসর হইয়া) এহ। টিকিট দেও—টিকিট দেও। (ধুবতারার অঙ্গ স্পর্শ করিল)

উপেন। খবদার। (ছুটিয়া গিয়া ফিরিঙ্গির পৃষ্ঠে এক প্রচণ্ড মৃষ্টাঘাত করিল)

টি-ক। 'ইউ ডার্টি বাবু।' (ঘুঁস পাকাঠা-; কিং উপেনের আর এক ঘুঁস থাইয়া। পুলিশ—পুলিস।

একজন রেলওয়ে কন্টেইনলের প্রবেশ)

টি-ক। এই আদমি তামকো মারা হয়। ইকো গানামে .৭ জলো।

(কন্টেইনল উপেনের হাত ধরিতে উদ্যত হইল)

উপেন। চলো, আমি নিজেই যাচ্ছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাজলপুৰ। উপেনের শয়নকক্ষ।

(নিছানাব উপরে শুইয় উপেন পুস্তক পাঠে মগ্ন)

বনলতা নিঃশব্দ আসিয়া দরের বাঁক

নিবাহিয়া দিল)

উপেন। (উঠিয়া বসিয়া) আলা নেবালে কেন।

বনলতা। (অশ্রুট ধরে) বাইবে থেকে যদি বেট দে প।

উপেন। দেখবেই বা ? আমরা তো কোন অত্মায় কাছ কাছি না।

বন। আমাব যে সজ্জা করে।

উপেন। তাই বুঝি এত দেরি করে এলে ?

বন। হ্যাঁ, শুধু সবাই যে যার ঘবে না পেল কি আসতে পারি ?

পান খাবে ?

উপেন। দাও—অনেকদিন তোমার হাতের সাজা পান খাইনি।

বন। (আঁচল হইতে একটা পানের খিলি খুলিয়া উপেনের হাতে দিল)

উপেন। (পান চিবাইতে চিবাইতে) আচ্ছা, তোমার গলা খালি কেন ? তোমার হার কোথায় গেল ?

বন। আমি পরি না।

উপেন। কেন পর না ?

বন। আমার ইচ্ছে।

উপেন। এমন অদ্ভুত ইচ্ছে কেন শুনি ?

বন। বড়দিদি তো পরেন না।

উপেন। ঠাব হার নেই।

বন। মেজদিদি তো পরেন না।

উপেন। তিনি যে বিধবা—তাও তুমি জানো না।

বন। তুমি তো পর না।

উপেন। আমি যে গুরুষমাধুয।

বন। (তোমরা কেউ পর না, আমি একলা কেন পরব ? আমার হার পবতে লজ্জা বরে। আমরা এক বাড়িতে তিনটি বো। আর দুজনে কেন পরনা পরেন না, আমিও একলা পর ত পারব না।

উপেন। (সাদরে বনগতারা হ'ত ধবিত্তা টানিয়া নিজেব কাছে আনিয়া) 'ইটুকু বয়সে তোমার এত বুদ্ধি হ'ল কি ক'রে ?

বন। তুমি একটা মায়েবকে মেরেছিনে কেন ? তোমাং নাকি পালিসে ধর নিয়ে গিয়েছিল ? ওমা, সে কথা শুনে আমার কত কান্না পেয়েছিল।

উপেন। কেন মেরেছিনুম, তাও তো শুনেচ ? সে একটি জ্বালোকের গায়ে হাত দিয়েছিল।

বন । সে জ্বালোক তো তোমার কেউ নয় ?

উপেন । না হ'লই বা ।

বন । তবে তার এত্রে তুমি সায়েবকে মারলে কেন ?

উপেন । নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করা যে কত মহৎ কাজ, তা তুমি এখন বুঝবে না । কিছু লেখাপড়া শেখ, তবে বুঝবে । (দাঁড়শ্বাস ফেলিল)

বন । তুমি অমন ক'বে নিঃশ্বাস ফেললে কেন ?

উপেন । না--ও কিছু না ।

বন । ঈশ--বল না ।

উপেন । কি বলব ?

বন । তুমি অমন ভোরে নিঃশ্বাস ফেললে কেন, তাই বল ।

উপেন । ব'লুম তো, ও কিছু নয় ।

বন । তোমার মনে কি কষ্ট হয়েছে, তা তুমি আনাকে বলবে না ?
কেন বলবে না ?

উপেন । কি বলব ? আমার বলার কিছুই নেই ।

বন । তবে আমিও আব কিছু বলব না, এই আমি ফিরে এসলুম ।

উপেন । আচ্ছা, বলচি শোনো ।

বন । তবে বল ?

উপেন । কি বলব ?

বন । উ, আবার ? তবে বাও চলো, আব আমি কথা কইব না ।
আমি ঘুমোই ।

(শয়ন)

উপেন । তোমার বই কতদূর পড়েচ ?

বন । (নিরন্তর)

উপেন। তবে কথা কইবে না? বেশ, আমিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না।

বন। আর আমিও তোমার সঙ্গে কথা কইব না।

উপেন। ঐ যে কথা কইলে?

বন। (হাসিয়া উঠিল)

উপেন। তোমার বই সাঙ্গ হয়েছে?

বন। না, আমি পড়ি না।

উপেন। কেন?

বন। পড়ে 'ক' হবে? তোমার পড়াতেই আমার কাজ চলবে।

উপেন। লেখাপড়া শিখলে জ্ঞান হয়, বুদ্ধি হয়।

বন। আমার শোন দরকার নেই—তোমার জ্ঞান-বুদ্ধিতেই আমার চলবে।

উপেন। (বিরক্ত স্বরে) লেখাপড়া না শিখলে তুমি আমার মনের সব ভাব বুঝতে পারবে না।

বন। তোমার মনের সব ভাব কু বুঝে আমার দরকার কি?

উপেন। তবে চিরাদিন দুখ হবে তোমার। এখন বুঝ না, পরে একত্রে অন্ততাপ করতে হবে।

বন। অন্ততাপ কি?

উপেন। ঐ দেখ, অন্ততাপ কি, তাকে তুমি বুঝলে না।

বন। তুমি বুঝিয়ে দিলেই বুঝব।

উপেন। আমি বুঝি শোনাব সঙ্গে সঙ্গে অভিধান হয়ে থাকবে?

বন। অভিধান কি?

উপেন। (হতাশ ভাবে) না, এরকম করে আর আমি পারবো না তোমার সঙ্গে কথা কওয়া সম্ভব।

বন । তবে কথা কয়ো না ।

(ছুজনে পাশ ফিরিয়া শুইল)

বন । (খানিক পরে বিছানায় উঠিয়া বসিল)

উপেন । কি, আবার উঠলো যে ?

বন । আমি বাগ্নাঘরে বাব ।

উপেন । কেন ?

বন । বাড়ীতে অতিথু এসেছেন । বডলি বাগ্নাঘরে গিয়েছেন, এখন খাবার হাডী চড়াতে হবে । আমি যাই ।

উপেন । কেন, তিনিই তো বাঁধবেন ? তুমি গিয়ে কি করবে ?

বন । তিনি নারাদিন খেটেছেন । এখন বুঝি তিনি আবার কষ্ট করে রাগবেন, আর আমি শুধে থাকব ? আমি যাই । (প্রস্থান)

উপেন । এহটুক বুঝি বোর্ডিংয়ের শিক্ষা ? তবু ভালো । (চোখ মুদিল)

‘ রঙ্গমঞ্চ অঙ্ককার শুইয়া গেল । খানিক পবে ধীরে ধীরে কক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল—জানলা দিয়া প্রথমে ভোরের আলো, তারপর বোধ দেখা দিল । উপেন শব্দ্যাব উপরে বসিয়া একথানা পত্র পড়িতে, ছল)

(পরঃশরীর প্রবেশ)

পরঃ । মাকুরপো, খুম ভাঙল নাকি ? এবারে কিন্তু কলকাতায় গিয়ে তুমি বড় রোগা হয়ে পড়েচ । অসুখ-বসুখ হয়নি তো ?

উপেন । না, কোন অসুখ হয়নি । তবে মেসের পাওয়া, তাব উপর অতিরিক্ত পরিশ্রম ।

পরঃ । সেই আষাঢ় মাসে বাড়া লোকে গিয়েচ, এর মধ্যে একখানা চিঠিও লিখতে নেই ?

উপেন । চিঠি লিখলে আপনারা উত্তর দেন কই ?

শরৎ । হ্যাঁ, তা ঠিক, আমরা মুখ-মাহুষ ! কিন্তু তাই বলে কি তুমি আমাদের ঘৃণা করবে ?

উপেন । না, ঘৃণা করব কেন ? তবে কথাটা কি জানেন বৌ-ঠাকুর ? বোবার কাছে কথা কয়ে শুখ কি ?

শরৎ । বোবা নাকি ? আচ্ছা, বোবা বুঝি তোমাদের কাছে মাহুষই নয় ? বোবা যেন কথাই কইতে জানে না, কিন্তু তারও তো বুদ্ধি-বিশেষ আছে, শুখ দুঃখ আছে, মায়া-মমতা আছে—

উপেন । মেজ বৌ-ঠাকুর ! আমি এতদিন আপনাকে চিন্তে পারি নি । আপনি যে দ্বিতীয় সেক্সপিয়ার দেখছি ।

শরৎ । আচ্ছা, আমি যেন শাকের পীর হলুম—কিন্তু কলকাতায় তোমরা দুখ মাছ পাও কেমন ?

উপেন । পাই বৈ কি ! তবে সেখানে যা খাটি দুগ্ধ নামে বিখ্যাত, তা দেখতে একটা সাদা ওবল পদার্থের মত, আব মুখে দিলে তাকে মনে হবে ভাতের ফেন । মাছের কথা ভিজ্জাসা করছেন ? এক বাটি ঝোল আর তরকারির ভিতরে তিনি যে কোথায় লুকিয়ে আছেন, গামছা প'রে সেই বাটির ভিতরে নেনে সাঁতার দেবার চেষ্টা করলে তবে যদি তাঁকে আবিষ্কার করা যায় ।

শরৎ । তাহ'লে বেশ স্থখে থাকো তো দেখছি ! এই জন্তেই বুঝি তোমার শরীরের এই হাল ? সেখানে তরি-তরকারি কেমন ?

উপেন । তরকারিটা যথেষ্ট পাওয়া যায় ব'লেই সে দেশের মাহুষগুলো এখনো ম'রে ভুত হয়ে যায় নি । কিন্তু কলকাতার পটোল কেমন সুনবেন ?

শরৎ । পটোল তো পটোলই হবে ঠাকুরপো ।

উপেন । না—কলকাতায় যা পটোল নামে পরিচিত, তাকে ঝিঙে

বলেও অত্যাক্তি হয় না। যেমন মেকলে বলেচেন—In valencia earth is water.

শরৎ। তোমার ও-সব ইংরিজি বুলি সহরে মেয়েদের শুনিও, আমরা পাড়াগোঁয়ে মূর্খ মানুষ, আমাদের কাছে আবার ও-সব বিত্তে ফলানো কেন ?

উপেন। সেইজন্তেই তো আপনাদের সঙ্গে কথা ক'য়ে স্থখ নেই।
(দীর্ঘশ্বাস)

শরৎ। ওমা, কি হবে ! দু-দিন সহরে থেকেই এত-বড় সায়েব হয়ে এসেচ ঠাকুরপো ? আমাদের সঙ্গে আব কথা ক'য়েও স্থখ পাওনা ?

উপেন। তা ছাড়া আর কি বলি মেত্র বৌ-ঠাকরুণ ! আপনারা আমার মনের ভাব বুঝতে পারেন না।.....কিন্তু আত্র সকালে এই যে মহিলাটির চিঠি পেয়েচি, ইনি আপনাদের মতন নন। সায়েবব সঙ্গে আমার মাঝামাঝি হয়েচে শুনে সেদিন আপনারা কেবল কেঁদেই আকাশ ফাটাননি, আমাদেরও কত তিরস্কার করেছিলেন, একবার ভেবে দেখুন দেখি ? আর সেই ব্যাপার নিয়েই এই মহিলাটি আমাকে কি লিখেচেন, শুনুন :—(পত্রপাঠ)

“সবিনয় নিবেদন,

অতীব আত্মাদের সহিত দাদার আদেশে আপনাকে আজ এই চিঠি লিখিতেছি। আমরা খবরের কাগজে দেখিলাম, যেদিন আপনি এখান হইতে রওনা হন, সেইদিনই শিয়ালদহ ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত নামক একটি ছাত্রের সহিত একজন ইয়ুরেসিয়ান টিকিট-কালেক্টরের ঘুসা-ঘুসি হইয়াছে। সে লোকটা নাকি একজন অসহায় মহিলার প্রতি অসহ্যবহার করিতে উত্তত হইয়াছিল, সেই ছাত্রটি প্রহার করিয়া উক্ত মহিলাটিকে উদ্ধার করেন। দাদা এই সংবাদটি পড়িয়াই বলিলেন—“এ আর কেউ নয়, আমাদের মাষ্টার উপেনবাবু।” এই বলিয়া তিনি আনন্দে পুলকিত হইয়া আমাকে আপনার নিকট চিঠি লিখিতে বলিলেন।

আমারও মন বলিতেছে যে, এ নিশ্চয়ত আপনি। আমাদের অন্তর্যামী যদি সত্য হয়—এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইহা যেন সত্য হয়—তবে আপনি বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, হহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আপনি সবার পতনের উত্তর দিয়া আমাদের পক্ষে আনন্দিত করিবেন। আর দাদা বলিয়াছেন, এইজন্ত মোকদ্দমা করিতে আপনার যত টাকা ব্যয় হইবে, তিনি নিজেই তাহা দিবেন। আশা করি, আপনারা কুশলে আছেন। হৃতি—

শ্রীচাক্রণতা মিত্র।

শরৎ। (তাঁহাকে দৃষ্টিতে উপেনের মুখে পানে কিছুক্ষণ তাকান)
খাওয়া, এবটু খাসিয়া) চাকরপো। এ কাব চিঠি ?

উপেন। কার চিঠি শুনাবেন ? আমি যে পরেশবাবুর ছেলেদের
গাড়া, হান তারই ভগিনী। এঁকে আমাকে পড়াতে হয়।

শরৎ। মেরেটি কত বড়।

উপেন। < ১ বছর যোগে এতেরো হবে।

শরৎ। (গালে হাত দিয়া) এতেরো বছরের বুড়ো মাগী তোমার
কাছে পড়ে, আর এ রকম চিঠি লেখ ? তার কি লজ্জাসংম নেই ?

উপেন। (গুচ্ছ ভাবে) এ কি রকম কথা, বৌ সবকণ ? তিনি
ভদ্রলোকের মেয়ে, তাঁকে এ রকম বলা ভারি অন্যায়। তারা যে ব্রাহ্ম,
তাদের সমাজে এতে মেয়েদের কোন দোষ নেই না।

শরৎ। বুঝি চিঠি চাকরপো, আর বলতে হবে না। খাচ্ছ, সে দেখতে
শুনতে কমন ?

উপেন। আপনার যে কথা। সে আমার কাছে পড়ে, আমি বুঝি
বসে বসে তার বপের ধ্যান করি ?

শরৎ। ওগো, খাট মান'চ। তার সঙ্গে তোমার গুরু শিষ্য সম্বন্ধ সে
কথা আমি ছলো গিয়েছিলুম।

উপেন। সম্বন্ধ আবার কি? আমার সঙ্গে তাদের কেবল পয়সা
কড়ির সম্বন্ধ। (চোক গিলিয়া) টাকা না পেলে আমিও তাদের বাড়ীতে
ধাবনা, তারাও আমার কাছে আসবে না।

শরৎ। (মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে) তুমি তাদের বাড়ীতে
ধাবে না—এ কথাটা কি ঠিক তোমার মনের কথা ঠাকুরপো?

উপেন। এ কথার জবাব দেওয়া দরকার মনে করি না। যাই,
আমাকে এখনি এই চিঠির জবাব দিতে হবে।

(প্রস্থান)

শরৎ। (কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চিন্তা করিয়া) ওলো নতুন বে—
না বনলতা?

বন। (নেপথ্য হইতে) যাই দিদি। (প্রবেশ)

শরৎ। এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে ছুড়ী? দেখাচিস্ না, তোরা
দে চোর ঢুকেচে?

বন। (সভয়ে এদিক-ওদিক তাকাইয়া) কি বললে দিদি? আমাব
দে চোর?

শরৎ। হ্যাঁ লো হ্যাঁ, তোরা মনেব ঘরে।

বন। আমাব মনের ঘরে? সে আবার কি?

শরৎ। দূর হাবা মেয়ে, এ কথাটাও বুঝা না? মন-চুরি লো,
না চুবি।

বন। কার মন কে চুরি করে দিদি?

শরৎ। তোরা ঘরে আবার ক'টা মন আছে লো? ঠাকুরপোর মন।

বন। তা আবার কে চুরি করবে?

শরৎ। কেন, আর কেউ? তুই বুঝি আমার ঠাকুরপোর মনটা
হঠাৎ ভেতরে পুবে চাবি বন্ধ ক'রে রেখেচিস্, যে আর কেউ তা
খুলতে ছুঁতে পারবে না?

বন। (এতক্ষণে সব বুঝিয়া কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া) ইস্—তোমার যে কথা। পুরুষের মন বুঝি আবার বাস্তব-সিন্দূকে বদ্ধ ক'রে রাখা যায় ?

শরৎ। বদ্ধ ক'রে রাখতে না পারিস্, অন্ততঃ পাহারা দেওয়া দরকার তো ?

বন। ইস্—আমার বড় গরজ পড়েচে কি না। যার মন, সেটা পাহারা দক না গিয়ে ?

শরৎ। সকলেই কি তা পারে রে ? বিশেষ, আমার এই ঠাকুরপোটি। ভাবি অসামান।

বন। হোকগে অসামান আমাব কি এসে যায় ।

শরৎ। অ বোকা মেয়ে, তোব কি কোনকালে বুদ্ধিভুদ্ধি কিছু হবে না ?

বন। (ফ্যাল্ ফ্যাং করিয়া শরৎশরীর মুখের পানে ত কাঁইখা থাকিয়া) তুমি কি বল্চ দিদি ?

শরৎ। তুহ ঠাকুরপোব ভাবভঙ্গি দেখে কিছু বুঝতে পারিস্ না ?

বন। (মুখ নামাড়া) কৈ, এমন তো কিছু দেখি না।

শরৎ। ঠাকুরপো কি তোকে আগের মতন আদর করে ?

বন। করেন বৈকি। আগেকার চেয়ে বেশী আদর করেন।

শরৎ। বোধ হয়, না। আগে ঠাকুরপো বাড়ীর ভেতর এলে তাব চোখ তোকে দেখবার জন্তে চারদিকে ঘূবে ঘূরে বেডাত, ভাত খেতে ব'সে তোর নলের শব্দ শোনাবাব জন্তে কাণ পেতে থাকত, রাতে শোবার ঘবে তোব কত আগে গিয়ে শুয়ে থাকত—এখন তো এ সব আর দেখি না ? এখন কত রাত পর্যন্ত ব'সে ব'সে বই পড়ে, ডাকাডাকি ক'রে শোয়াতে হয় কেন ? ডাকলে বলে কেন—কথা কইবার মানুষ নেই, শুতে গিয়ে কি হবে ?

বন। (লজ্জিত ভাবে) আমাকেও ঐ কথা বলেন। আমি লেখাপড়া জানি না, আমার সঙ্গে কথা কয়ে কোন সুখ নেই। তাই আমিও চুপ করে থাকি, তিনিও চুপ করে থাকেন।

শরৎ। আচ্ছা, আগে তা হ'লে তোরা সারারাত অত ফুসফুস করতিস কেন ?

বন। (নীরবে ভাবিতে লাগিল)

শরৎ। আচ্ছা, বল তো, ঠাকুরপো এখন নিজে এত ঘন ঘন ডাক-ঘরে যায় কেন ?

বন। বে'ধ হয় চিঠি আনতে।

শরৎ। কার চিঠি, জানিস্ ?

বন। বন্ধুদের।

শরৎ। দূর, তবে তুই ছাই জানিস্ !

বন। তবে কার চিঠি দিদি ?

শরৎ। আমি জানি কার চিঠি—আমি সে চিঠি দেখেছি।

বন। বল না, কার চিঠি ?

শরৎ। সে আমাকে লুকিয়ে দেখিয়েচে, তোকে বলব কেন ?

বন। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, বল কাব চিঠি ?

শরৎ। পায়ে পড়বি কেন ? বলচি। বলব ব'লেই হো কথা তুলেচি। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা শোন।

বন। কি কথা ?

শরৎ। আজই তুই ঠাকুরপোকে বলিস যে, তুমি কলকাতার মাষ্টারী ছেড়ে দাও।

বন। কেন, তাতে কি হবে ?

শরৎ। তবে শোন। ঠাকুরপো যে-বাড়ীর ছেলেদের পড়ায়, সেখানে একটি মেয়ে আছে। তার নাম চারুলতা, বয়স বছর ষোল-

সতরো হবে। ঠাকুরপো তাকেও সময় সময় পড়ায়। তার সঙ্গে ঠাকুরপোর খুব ভাব হয়েছে। সেই মেয়েটিই তাকে পত্র লেখে।

বন। (শুষ্ক হাস্য করিয়া) যে চিঠি লেখে লিখুক—তাতে আমার কি ?

শরৎ। (বিরক্ত স্বরে) কি বলিস্—তাতে তোর কি ? এমনি বোকা ব'লেই তো ঠাকুরপো তোকে দেখতে পারে না !

বন। (কাতরভাবে) কেন, উনি কি তাকে ভালোবাসেন ?

শরৎ। তা আমি কি জানি ? আমার চোকে যা ঠেকেচে তাই তোকে বললুম। এখন নিভেয় ঘর নিভে সামলাতে হয় সামলাবি।

বন। (খানিকক্ষণ নীরবে ভাবিয়া ও একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু উনি তাকে ভালোবাসবেন কেন ? উনি তো তাকে আর বিয়ে করেন নি ?

শরৎ। হা রে আমার কপাল ! বিয়ে না করলে বুঝি ভালোবাসা যায় না ? আর একবার ভালোবাসা হ'লে বিয়ে করতেই বা কতক্ষণ ?

বন। (দুঃখিত ভাবে, কম্পিত কণ্ঠে) আমি তার কি করব দিদি ? আমার কি গুণ আছে যে তাকে বশ ক'রে রাখব ? আমার কপালে যা আছে তাই হবে। (দাঁঘখাস ফেলিয়া আঁচলে চোখ মুছিল)

শরৎ। (নিভেও কাঁদো-কাঁদো হইয়া বনলতার চোখ অঞ্চল দিয়া মুছিয়া দিলেন)

(উপেনের মাতার প্রবেশ)

উঃ মা। ওলো মেজ বৌ—নতুন বৌ ! মহাভারত পড়া শুন্বি চল্। আজ শকুন্তলার গল্প।

বন। (বিছানায় গিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল)

শরৎ। ওব মাথা ধরেচে, ও একটু পরে যাবে।

(উপেনের মাতার ও শরৎশশীর প্রস্থান)

(উপেনের প্রবেশ)

উপেন। (বনলতাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর তার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। বনলতা আবার ঘোমটা টানিয়া পাশ ফিরিয়া গুইল। আবার তার ঘোমটা খুলিয়া দিয়া)
একি, তুমি কাঁদচ কেন ?

বন। (নীরব)

উপেন। ওঃ, বুঝেচি। আমি কান-পত্ কলকাতায় চলে যাব ন'লেই বুঝি তোমার মনে দুঃখ হয়েছে ? লক্ষ্মীটি, কেঁদনা। এখানে আমি শীঘ্রই ফিরে আসব।.....আচ্ছা, বল দেখি, এবার তোমার জন্তে কি কি জিনিস আনব ?

বন। কিছু না।

উপেন। কিছু না ? কেন ?

বন। আমার কোন সাধ নেই।

উপেন। এই বয়সে সাধ নেই ?

বন। ইয়া—একটি সাধ আছে। (উঠিয়া বসিয়া) তুমি আমার কথা শুনবে ?

উপেন। বল।

বন। তুমি আগে বল, শুনবে কি না ?

উপেন। শোনবার যোগ্য হ'লে শুনব বৈকি ?

বন। আমি কি তোমাকে অধ্যায় কাজ করতে বলব ? তুমি বল, আমার সে কথাটা শুনবে ? বল।

উপেন। আচ্ছা শুনব।

বন। তিন সতি ?

উপেন। তিন সতি। এবার বুঝি কৈকেয়ীর মত বর চাইবার আয়োজন করচ ?

বন। আমার কথা এই, তুমি কলকাতায় যেখানে পড়াতে যাও, সেখানে আর যেওনা।

উপেন। (চম্কাইয়া, বাধো-বাধো স্বরে) কেন ? সে কথা কেন ? সেখানে কি ?

বন। তুমি আমার কথা শুনবে কিনা বদা ?

উপেন। কেন, সেখানে পড়াতে দোষ কি ? সেখানে তো আর বাঘের ভয় নেই !

বন। তোমার আব পড়িষে কাজ নেই।

উপেন। তাহ'লে চলবে কিসে ?

বন। তোমাকে বড বেশী খাটুতে হয়। তুমি দিন দিন রোগা হইবে। আমার মাথা খাও, কথা শোনো।

উপেন। তাহ'লে আমার নিজের লেখাপড়ার খবচ কোথায় পাব।

বন। সেজগ্রে ভাবনা কি ? আমার গায়ে তো গয়না রয়েছে, আমি তো গয়না পরি না। তুমি এবাবে সেগুলি নিয়ে যাও, বেচে তোমার পড়ার খবচ চানিও।

উপেন। (গতমত খাইয়া) বনলতা, তুমি বল কি ?—কিন্তু না, তা আমি বিছতেই পাবব না। শোধায় তোমাকে নতুন গয়না কিনে দেব, না, তোমার যা আছে তাই বেচে পাব ? না, আমাকে দিয়ে তা কিছুতেই হবে না।

বন। তাতে কি ? আমি তাহ'লে খুব সুখী হব।

উপেন। না—প্রাণ থাকতে আমি তা পারব না। কিন্তু তোমার মুখে হঠাৎ আজ এ-সব কথা কেন ?

বন। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) আচ্ছা, তোমার কাছে ও চিঠি লেখে কে ?

উপেন। (চমকিত হইয়া, মুখ ফিরাইয়া) কেন, চিঠি এত কত
ধনেই লেখে? বীরেন লেখে, কুমুদ লেখে, আরো কত লোক
লেখে।

বন। চাকলতা লেখে না?

উপেন। (বিবর্ণ মুখে) সে কি কথা? তোমাকে এ কথা বললে
কি?

বন। যেইই বলুক না, তুমি তো মা বলনি? এখন বল দেখি,
চাকলতা তোমাকে চিঠি লেখে কিনা?

উপেন। ও, বুঝেচি। এ মেজবো ঠাকরোনের কাজ। তিনিই বুঝি
তোমাকে আজ এ সব শিখিয়ে দিয়েছেন?

বন। ভাই যদি হয়, দোষ কি? এ-সব কি মিছে কথা?

উপেন। এইজগেই তুমি আনাকে কাজ লাড়তে বলচ?

বন। হ্যা, এইজগেই। আমার ভালোয় হতে। আচ্ছা, সে মেয়েটি
আনাকে চিঠি লেখে কেন, বলবে না?

উপেন। চিঠি লেখায় দোষ কি?

বন। আচ্ছা, সে দেখতে কেমন? খুব সুন্দরো বুঝি?

উপেন। ও-কথা কেন?

বন। অচ্ছা, বলই না, সে দেখতে যেমনধারা?

উপেন। সুন্দর বটে কিন্তু তোমা কাছটা ডাঙতে পারে না।

বন। হুঁ—মিছে কথা।

উপেন। না, সত্যি কথা।

বন। হাব তুমি তাকে এত ভালোবাসো কেন?

উপেন। (দু পা পিছাইয়া) কে বললে আমি তাকে ভালোবাসি?

বন। তুমি তাকে ভালোবাসো—নিশ্চয়ই ভালোবাসো। তুমি
আমার কাছে বলবে না? আচ্ছা, নাই-বা বললে—হুঁ!

উপেন। না, কখনই না,—আমি তাকে ভালোবাসি না! তাদের সঙ্গে আমাব স্বধু টাকাকড়ির সম্পর্ক! টাকা দেয়, পড়াই;—না দেয়, পড়াব না।

বন। তবে তুমি কাজ ছাড়তে রাজি হচ্ছ না কেন? ঐতো, তুমি তাকে ভালোবাসো! ইস—আমাকে বলবে না? (অভিমান-ভরে মুখ ফিরাইয়া আবার শুইয়া পড়িল)

উপেন। (শয্যার উপরে খানিকক্ষণ শুক্লভাবে বসিয়া চিন্তার পর, বনলতার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) শোনো বহু! আমি সত্যি বলছি, তোমাকে ছাড়া আমি আর কারকে ভালোবাসি না। আমাব কথা তোমার বিশ্বাস করা উচিত, তুমি আর কারুর কথা শুনো না—আর কখনো এ-সব কুচিন্তাকে মনে স্থান দিও না। চারুগতা আমাকে যে চিঠি লিখেছে, আমি তা মেজবো-ঠাকুরোণকে তো দেখিয়েছি! আমার মনে কুভাব থাকলে সে চিঠি কি তাঁকে দেখাতে পারতুম? এইতেই বোঝো, আমার কথা সত্যি কিনা?—

বন। (উপেনের কোলে মাথা রাখিয়া, দু-হাতে স্বামীর কটিদেশে বেঁধে রাখিয়া প্রেমার্দ্র স্বরে) ওগো থানো, থামো! আর বলতে হবে না—আমি কি তোমাকে এবিধ বিশ্বাস করতে পারি?

তৃতীয় দৃশ্য

“হোয়াইট-ভিলা”র উদ্যান

কোথাও মণ্ডপের ও কোথাও খোলা আকাশের তলার চেয়ারের উপরে বসিয়া পুরুষ ও মহিলা অতিথিরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া হাসি-গল্পে প্রবৃত্ত। মাঝে মাঝে দূর হইতে হার্মোনিয়ামের ও গানের স্বর ভাসিয়া

আসিতেছে। গৃহকর্তা মিঃ এইচ সি ব্যানার্জি ও তাঁহার পত্নী মিসেস চন্দ্রমুখী ব্যানার্জী অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মাঝে মাঝে ‘বয়’রা আসিয়া চা বা অগ্ন্যাগ্ন পানীয় ও খাদ্য সরববাহ করিয়া যাইতেছে।

মিসেস চ্যাটার্জি। কেমন মা ! তুমিও তো জানো, ডাঃ চ্যাটার্জিকে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সিওট সাহেব কি বলেছিলেন ? তিনি বলেছিলেন যে, সার্জারিতে আমার স্বামীর মতন ডাক্তার ভারতে তো নেইই, এমন কি ইংল্যাণ্ডেও দু’ এক জনের বেশী পাওয়া যায় না।

চন্দ্রমুখী। হ্যাঁ, তা জানি বৈকি। ডাক্তার চ্যাটার্জি আমাদের কাছে কতবার সে গল্প বলেছেন। তিনি ক্ষণদ্রুত পুরুষ ছিলেন।

মিসেস চ্যাটার্জি। (একগাল হাসিয়া) কিন্তু তাঁর প্রথম শিক্ষা আমার বাবার কাছে। আমার বাবার কথা শুনেচ তো ? ডাক্তার হরিনাবায়ণ ব্যানার্জির নাম কে না জানে—তিনি বডলাটের খাস ডাক্তার ছিলেন। মিঃ চ্যাটার্জিকে তিনিই ডাক্তারি পড়াতে বিলাতে পাঠান।

মিসেস কাঞ্জিলাল। আমার বাবার মতন আপনার বাবাও নিশ্চয় বায়-বাহাদুর হয়েছিলেন ?

মিসেস চ্যাটার্জি। কি ? বায় বাহাদুর ? না—আমার বাবা বায়-বাহাদুর হন নি। তবে তিনি লাট সাহেবকে অল্পরোধ করে এমন কত জনকে বায় বাহাদুর করে দিয়েছিলেন।

(অগ্ন্যাগ্ন মহিলাদের নীরব হাস্য। মিসেস কাঞ্জিলাল হতাশ ভাবে উঠিয়া অগ্ন দলেব ভিতর গিয়া বসিলেন। চন্দ্রমুখী চুপি চুপি তাঁহাকে সাস্থনা দিতে লাগিলেন)

(পরেশবাবু, প্রভাবতী ও চারুলতার প্রবেশ)

অধ্যাপক ঘোষ। (আগাইয়া আসিয়া) পরেশবাবু যে, নমস্কার !

এখানে আপনার দেখা পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। “ক্যালকাটা রিভিউ”তে আপনি *The Influence of Western Culture on Eastern Mind* নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, আমার তা বড়ই ভালো লেগেছে।

মিঃ এইচ, সি, ব্যানার্জি। সেটা কি আপনার লেখা? আপনি যে এমন সুলেখক, তা তো আমি জানতুম না! I must really congratulate you Mr. Mitter, on your masterly style and thoughtful writing.

প্রশংসাবাদু। (লজ্জিত ভাবে) আপনারা যে আমার লেখা আদর করে পড়েছেন, আমার পক্ষে এটা গৌরবের বিষয়।

মিঃ বাক্ষিট। (চুকট ধবাইতে ধবাইতে) সে প্রবন্ধে উনি কি লিখেছেন?

ঘোষ। উনি বলেন Western Cultureটা খুব ভালো জিনিষ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের দেশের পুরানো cultureটা বজায় বেখেই সেটা আমাদের assimilate করে নিতে হবে।

রাক্ষসট। তাও কি সম্ভব? New wine in an old bottle? তাতে যে পুরানো বোতলটা না ভেঙেই পানব না!

ঘোষ। তাওবে কেন? আমরা western culture এর spiritটা হুঁ ধু গ্রহণ করব, কিন্তু আমাদের সমাজের old foundationটা যেমন আছে তেমন বজায় রাখব।

রাক্ষসট। কিন্তু সে old foundation ২৬শে অক্টোবর ১৯৪৭-তে আর তা টেকতে পারবে না।

প্রশংসাবাদু। আমি তা স্বাক্ষর করি না। সে foundationটা খুব পাকা। এত কাল ধরে তাৎ উপর দিবে কত পরিবর্তনের স্রোত বয়ে

গছে, তবুও তা অটল হয়েই আছে। সে তার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোধে বেথে যুগযুগান্তরের সমস্ত নতুন নতুন ভাব assimilate করতে পেরেছে।

চন্দ্রমুখা। (আগাইয়া আসিয়া চাকলতার চিবুক ধরিয়া) এই যে চাকলচন্দ্রনিভাননা। তুমি এখানে এসে কি শুনচ? এ তর্কের কি শেষ আছে? এস, সকলেব সঙ্গে তোমাকে পরিচিত করিয়ে দি। (চাকলতাকে নিয়ে গিয়া নিনি স্ত্রীদিকে গেলেন, গবেষণাবু প্রভৃতিও কথা কহিতে কহিতে নৈপথে) প্রস্থান করিলেন। মিস লজ্জাবতী, মিস লিলিয়ান প্রভৃতি একগাদেব সঙ্গে গল্প করিতে বসিতে একগের প্রবেশ ও চেয়ারে উপবেশন)

অরুণ। হ্যা, কি বলছিলুম, ডাচম্যান অফ নাটিংটনের বাড়ার কথা খুব। হ্যা, সেখানে আর্গ' অফ হটসেডের মেয়ের সঙ্গে আমি নেচেছিলুম বটে। খ্যাঁ কি তাহ? তাকে একটি বাংলা গৎ শুনিয়া একেবারে 'বাংলা ক'বে দিবেছিলুম।

চন্দ্রমুখা। ওহ নাকি!

অরুণ। লর্ড হাউসটারেব বড ছেলেব সঙ্গেও আমার বিশেষ পরিচয় হইছিল। তার সঙ্গে হাউসটারেব ভেতর দিয়ে আমি যখন মাটারে চড়ে বেড়াতে যাইতুম, তখন কত সুনাম। এখন আমার পানে মুগ্ধ-নাগ গোঁয়ে থাকে। (দাঁঘস্থাস) ওঃ, বিলাত হচ্ছে সোনার দেশ।

লজ্জাবতী। কিস্তি সুনাম নবনভলি খানার পানেই কেন যে মুগ্ধ-নাগে তাকিয়ে থাকত, তাই তো কোন কারণ আবিষ্কার করতে পারুন না।

অরুণ। কি জানেন মিস রায়, তারা বলত আমার মুখেব ছাদটা নাকি প্রাচীন গ্রাকদের মত। তাই তারা আমাকে অ্যাপলো বলে ডাকত।

লজ্জাবতী। (পাশেব এক যুবতীর কাণে কাণে) লোকটা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করচে, একে একটু জব্দ করা দরকার। (অকণ্ঠের প্রতি) মিঃ ব্যানার্জি, বিলাতে আপনি যে খুব একজন বড় জাঁদরেল ছিলেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি যে ডাচেস্ অফ নাটিংটনের কথা বললেন, সে মানুষটি আসল না নকল ?

অরুণ। (কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া) ধকন না কেন নকল। তবে কি জানেন মিস রায় (লজ্জাবতীর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া), বিলাতের নকল এখানকার অনেক আসলের চেয়ে ভালো দাঁড়ায় কিনা ! (অন্ত্যস্ত মহিলাদের স্তম্ভস্বরে হাস্য)

(চাককে লইয়া চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্রমুখী। বেশ লোক তুমি ঠাকুরপো ! কোণায় অতিথিদের আদর অভ্যর্থনা কববে, না, এইখানে ব'সে ব'সে কেবল গল্প করা হচ্ছে ! ওই দশ দিকিন, বিনা আদর-অভ্যর্থনায় ইনি এতক্ষণ এককোণে চুপ করে ব'সে-ছিলেন। একে তুমি চেন না, ইনি আমাদের পরেশবাবুর ভগ্নী মিস্ চাকরতা, বেখুন কলেজে থার্ড ইংরেজি পড়েছেন। চাক, ইনিই আমার সেই দেবী অকণ।

অরুণ। (হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাককে অভ্যর্থনা করিয়া) By joyে বৌদিদি ! এখানে কত বড় একটা magnetic attraction রয়েছে, তা কি তুমি স্বচক্ষে দেখে পাচ্ছ না ? আমার সাধ্য কি এখান থেকে নড়ি ? I am simply chained to the spot. (চাকর প্রতি) তা আপনি অনাদৃত বনফুলের মতন আড়ালে বসেছিলেন কেন ? এই-সব মসৃণ ফুলের মাঝখানে আসতে ভয় হচ্ছিল বুঝি ? না, আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি। (লজ্জাবতীর দিকে আবাব ব্যঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ ; লজ্জাবতীর মুখ মলিন হইয়া গেল)

(মিসেস আনা দাতের প্রবেশ ও কত্থা মিস লিলিয়ানের হাত ধরিয়া
টানিয়া একপ্রান্তে পমন)

আনা দাত্ । (অনাস্থিকে তিরস্কারের স্ববে) লিলি, লিলি, তোমার
যেস যত বাড়চে, তুমি ততই বোকা হয়ে যাচ্ছ ! অকণের সঙ্গে ভালো
ক'রে আলাপ কর । সে যদি তোমাকে পছন্দ কবে, তাহ'লে আমাকে
আর তোমার বিয়ের জন্তে ভেবে মরতে হয় না—বাঙ, এগিয়ে
য ও ।

অকণ । (লজ্জাবতীর অপ্রস্তুত মুখ দেখিয়া দয়ার্দ্র স্বরে) মিস রাঘ,
যাপনি তো এমন চুপ ক'রে থাক্বে চলেবে না । আপনার একটি গান
ওনেতে চাহ, ওনেচি আপনি খুব ভালো গাইতে পারেন ।

লজ্জাবতী । (মিহি স্বরে) আমি আর কি গাইতে পারি ! আমার
গাড়া গলা ।

অকণ । বটে ? আচ্ছা, তবে আপনি কেটু বাজান ।

লজ্জাবতী । আমি ভালো বাজাতে পার না । আপনার তো
বলাৎ ব শিস্বা, আপনি বাজান না ?

লিলিয়ান । ডাচেস্ অফ নাটিংটনের বাড়ীতে যে গংটা বাজিয়েছিলেন,
সটা আমাদেরও একবারও শুনিয়ে দিন না ?

লজ্জাবতী । ছিঃ নাগা ! উনি কি আনাদের কথায় বাজাতে রাজি
বেন ? ডাচেস্ অফ নাটিংটন কি লেডি হট্বেডেব হুকুম না হ'লে উনি
কিছুতেই বাজাবেন না যে !

অকণ । (লজ্জাবতীর প্রতি একটি তব্র কটাক্ষপাত করিয়া
'যানোর সামুনে গিয়া বসিয়া) মিস লিলিয়ান, আপনি আর আপনার
দধিনীবা যদি নাচতে বাজি হন, তাহ'লে আমি সেই গংটি এখনি
বাজাতে 'যাবি, যা শুনে আল' অফ হট্বেডের কত্থা আমাকে বাহবা
দিয়েছিলেন ।

আনা দাত্। (দূর হইতে ইসারা করিয়া লিলিয়ানকে নাচিতে বলিলেন)

লিলিয়ান। ইলা, রমোলা, মণিকা! তোমরাও এগিষে এস, আমার সঙ্গে নাচবে।

(অকণ একটি গং বাজাইল এবং সেই সঙ্গে লিলিয়ান প্রভৃতির

নৃত্য)

অকণ। মিস রায়, লেডি হটবেডের হুকুম আসবার আগেই আমি তো আপনাদের বাজ্‌না শুনিষে দিলুম। এইবারে আপনার গান!

লজ্জাবতী। (ব্যঙ্গের স্বরে) দোছাই মিঃ অ্যাপলো, ও অনুরোধ করবেন না। আমি ভেনাস নই। আপনার সাগনে আমার গান গাওয়া উচিত নয়।

অকণ। আপনাকে যে মিস্ ভেনাস ব'লে সন্দেহ করবার উপায় নেই, একথা সত্য বটে। বেশ, গান গাইতে আপনার যখন এত ভয়, তখন আর আমি আপনাকে অনুরোধ কব না। কিন্তু মিস্ চাকলতা, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের একটি গান শোনাবেন।

চাকলতা। (লজ্জান ন মুখে হার্মোনিয়ামেব সামনে গিয়া বসিল)

গান

গেয়ে যাই, গান গেয়ে যাই, গান গেয়ে যাই আপন মনে,
জানি না, আমার সে গান কেউ শোনে কি নাইবা শোনে।

আমি ভাই, কোকিল-পাখী,
কেমনে, নীবধ থাকি।

মাধবী, যখন আসে আতর-ভরা বকুল বনে।

*

আমি ভাই, মুখব অঁজি
দেখি যেই বৃজ্জগলি,
ধার হুয় লাজুক ববুব ফুটিয়ে বৃদ্ধি কপে কপে ।

*

আমি ভাই, মল্ল হাওয়া,
ব্রত যে, গানই গাওয়া,
তানে মোব ধবাব ধুলোব স্ববগ মেখে কনে কানে

অকণ । চমৎকার, চমৎকাব !

(ডিনারের ঘটাবসনি । অতিথিরা :আহ'রেঃ স্থানের দিকে অগ্রসব হইলেন । লজ্জাবতীর দিকে কৌতুকদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া চাকরতার হাত পরিত্যাগ করণের সগর্বে প্রস্থান । লজ্জাবতী ও ললিয়ান প্রভৃতি অকণ ও চাকরতার দিকে হিংসাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন)

ললিয়ান । ামস্ রায়, যাবা গেল তাদের কথা আর ভাববার দবকার নহে । এভাবে আপনাব একটি গান শুনিয়ে দেন ।

লজ্জাবতী । এখন আমার আব কোন আপত্তি নেই । শুধু তাগবাও চুপ করে বসে থাকলে চম্বে না, আমাং গানের সঙ্গে তোমাদেরও যোগ দিয়া নাচেন হবে ।

নৃত্য গীত

ছায়াপথ ধরি' নাচে আলো-পরী, বনপথ ভরি বড়োব মেলা ।

মানোপথে মোর এস মনোচোব । মনে-মনে আজ মনের খেলা

*

দোলে মেঘ-তরী তাবা-দীপ-জ্বালা, দোলে নদীজলে নব চাঁদমালা,
দোলে হুখে ধীরে মোর আঁধি-নৌবে তোমার কমল-নয়ন-ভেলা ।

*

ঘুমিয়ে তপন জাগিয়ে স্বপন, বাজিয়ে আকাশে পাণিয়া-বেণু,
অধর আমার চাহিছে তোমার মধুব অধর-গোলাপ-রেণু !

*

বুক ভ'রে জাগে কত ভালোবাসা । মুখ ভ'রে জাগে শত আশা-ভাষা,
গলে বাধে মোর দুটি বাহু-ডোর,—আসেনি এখনো বিদায়-বেলা ।

চতুর্থ দৃশ্য

উপেনের মেস-বাড়ীর ছাদ

উপেন ও বীরেন

বীরেন । (একমনে কয়েকখানা পত্র পাঠ করিয়া, উপেনের দিকে তীক্ষ্ণনেত্রে চাহিয়া) চাকলতার কাছ থেকে তুই এতগুলো চিঠি পেয়েছিস্ ?

উপেন । হ্যাঁ । চিঠিগুলির ভাষা চমৎকার ব'লেই তোমাকে না দেখিয়ে থাকতে পারলুম না ।

বীরেন । আমি না আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলুম, don't fall in love with her ?—এখন, কেমন ? আগুনের কাছে ঘি কতক্ষণ না গ'লে থাকতে পারে ?

উপেন । (হাসিয়া) আবার ছ্যা'লামি শুরু করলে ? কে বললে, আমি তার প্রেমে পড়েছি ? এ-রকম সাদ'সিদে চিঠি প'ড়েও তোমার মনে অমন কু-ধারণা হ'ল কেন ?

বীরেন । রেখে দে তোর সাধুগিরি ! তুই যত সতীসাক্ষী, তা এই

চিঠিগুলো পড়বার আগে তোর আকার-ইঙ্গিতেই বুঝতে পেরেচি। কিন্তু এ ঠাট্টা-তামাসার কথা নয়। আমার উপদেশ যদি শুনিস, তবে বেশী বাড়াবাড়ির আগেই সাবধান হ। এ চাকরি ছেড়ে দে। নইলে নিজেকে মরবিই, আর একটি নিদোষ কুমারীকেও মারবি, তার উপরে তোর স্বীয়ও সর্বনাশ করবি।

উপেন। আমার জ্ঞাও ঠিক এই কথাই বলেচে।

বীরেন। তাহ'লে তিনিও সব জানেন? বেশ!

উপেন। আমি কিন্তু সব কথা অস্বীকার কবোঁচি।

বাবেন। কি,—এর ওপরে আবার প্রতারণা? Adding insult to injury? জ্ঞাকে সরলা বালিকা পেয়ে ভোলানাতে পারো, কিন্তু আমাকে ভোলানো বড় শক্ত কথা।

উপেন। না ভাই না, তোমাকে ভোলানো আমার ইচ্ছে নয়। তাই তো চিঠিগুলো তোমাকে নিজেই দেখালুম। ই্যা, চারুলতার গুণে আমি যে আকৃষ্ট হয়েচি, এ কথা মিথ্যা নয়।

বীরেন। তবে, যদি মানুষ হও, এইবেলা নিজেকে সামলাও। আগুন নিয়ে খেলা ভালো নয়। তুমি ভারি অগ্নায় কাজ করেচ।

উপেন। কেন, অগ্নায়টা কিসের? বাগানে গোলাপ ফোটে, তার গন্ধে কে না মোহিত হয়? আকাশে তাবা ফোটে, তাব রূপে কার না চোখ জুড়িয়ে যায়?

বীরেন। থাক—আর কবিত্তে কাজ নেই। বাগানে আজ যে-গোলাপ ফুটেচে, তুমি কি তাকে শুধু দূর থেকে দেখেই চিরদিন খুঁসি থাকবে? হাত বাড়িয়ে সে ফুল তুলতে যাবে না তো?

উপেন। নিশ্চয়ই নয়। আকাশের তারা দেখেই আমরা খুঁসি হই, হাত বাড়িয়ে কবে আবার তাকে ধরবার চেষ্টা করি?

বীরেন। প্রেমে পড়লে মানুষ শিশু হয়। কে না জানে শিশুরা তার ধরবার জন্তেও হাত বাডায়? তুমি কি তার প্রেমে পড়নি?

উপেন। আমার মনে যে কিছু প্রেমের সঞ্চার হয়েছে, তা স্বীকার করছি। কিন্তু আমার intellectual love!

বীরেন। বটে! সে আবার কি ব্যাপার? ভালোবাসাকে তো এতদিন একটা emotion বলেই জানতুম। তোমার এই অভিনব প্রেম-বিজ্ঞানের সূত্রগুলি একবার ব্যাখ্যা কর দেখি শুনি?

উপেন। প্রেম হচ্ছে তিনরকম,—material, intellectual আর spiritual। কিছা এদের তামসিক, রাজসিক আর সাত্বিক নামও দিতে পাবো। রূপ, অর্থ বা পদমর্যাদা দেখে যে প্রেম, সে হচ্ছে তামসিক,—খুব নিম্ন-স্তরের জিনিষ। কিন্তু যারা intellectual pleasureএর জন্তে ব্যাকুল, তারা এই material প্রেমের বাহরে intellectual loveকে না খুঁজে পারে না।

বীরেন। সাধু, সাধু! তাই বুঝি তোমার জীবন রূপ আর তোমাকে বন্দী করে রাখতে পারে না? তাই বুঝি তুমি পরের বাগানে গোলাপ ফুল খুঁজে বেড়াও?

উপেন। আঁহা, ব্যস্ত হও কেন, আগে আমার কথা শোনই না। তামসিক প্রেম যেমন প্রেমের পাত্রকে একেবারে আত্মসাৎ করতে চায় রাজসিক প্রেম তা চায় না, দূর থেকে প্রেমাস্পদকে দেখেই সে সন্তুষ্ট হয়। এই রাজসিক প্রেম নির্দোষ নির্মল, তা কুৎসিত কাগনায় কলুষিত নয়।

বীরেন। আর তোমার আধ্যাত্মিক প্রেমটা কি শুনি?

উপেন। তামসিক আর রাজসিক প্রেমের ভিতরে একটা অসম্পূর্ণতা আছে। তারা যাকে চায়, তাকে দেখতে না পেলে বড় কাতর হয়। এমন কি, রাজসিক প্রেমও ভালবাসার প্রতিদান চায়। কিন্তু যে প্রেম অবিনশ্বর

আত্মার একত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যা আত্মার মতই গভীর অতলস্পর্শ, যার ভিতরে হারাই-হারাই ভাব নেই, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা নেই, সঙ্গলিপ্সা নেই, তাকেই আমি বলি spiritual love বা আধ্যাত্মিক প্রেম। এই প্রেমের উচ্চতম আদর্শ হচ্ছেন সীতা-সাবিত্রী। এটি খাঁটি ভারতবর্ষের জিনিষ। হিন্দুজাতির নিজস্ব গৌরবের সামগ্রী। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠালেন, তবু পাতাল-প্রবেশের সময়ে সীতা বলছেন— ‘আমি জন্মে জন্মে যেন তোমাকেই পতিরূপে লাভ করি।’ সত্যবানকে পতি ব’লে মেনে সাবিত্রী যখন জানলেন যে, তিনি স্বপ্নাশু; তখন অগ্রকে পতিরূপে বরণ করবার জন্তে অম্লকদ্বীপে গিয়ে বললেন, ‘একবার ঠিক পতি ব’লে মেনেচি, তিনিই আমার পতি। তিনি দীর্ঘাশু; কি স্বপ্নাশু হোন, সঙ্গুণ কি নিগুণ হোন, আমি অগ্র স্বামী গ্রহণ করতে পারব না।’ এই আধ্যাত্মিক প্রেমকে ইন্দ্রিয়মুখ বিচলিত করতে পারে না, বরং ইন্দ্রিয়মুখই তার দ্বারা সংযত হয়।

বীরেন। ব্যস্, ব্যস্! প্রেমের বিজ্ঞান ছেড়ে এখন তোমার নিজের বিজ্ঞানই বল দেখি! তোমার জীব প্রতি তোমার ভালোবাসাটা বুঝি কবলই তামসিক প্রেম?

উপেন। ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে আপাততঃ যেন সেই রকমই মনে হয়—

বীরেন। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আখ্—তুই নিতান্ত হতভাগ্য। ইচ্ছে করে তোকে এই ছাদেব ওপর থেকে নীচে ফেলে দি।

উপেন। (হানিয়া) তাই’লেও আমার মত বদলাবে না।

বীরেন। আচ্ছা, তোমার সেই সত্ত-ফোটা গোলাপফুলটি, যার গন্ধে তুমি এতটা মোহিত হয়েচ, তোমার চোখের সামনেই সেটিফে তুলে আর কেউ যদি পকেটে পুবে ফেলে? তোমার সেই উজ্জ্বল তারকাটি যদি মেঘে ঢাকা পড়ে? তখন তোমার দশা কি হবে তবে দেখেছি কি?

উপেন। আমার এখন সে-সব ভাব-বাব সময় নেই। তখন যা হবার তাই হবে। আর, ততদিনে আমার রাজনৈক ভালোবাসাও আধ্যাত্মিক ভালোবাসায় পরিণত হ'তে পারে।

বারেন। অর্থাৎ তখন তুমি পরস্পরী সঙ্গে মনে মনে আধ্যাত্মিক প্রেমে মগ্ন হ'য়ে থাকবে ?.....উপেন, তুই যথার্থই ক্ষেপেচিস, তোরা মাথা গরম হয়েছে, তোরা চিকিৎসার দরকার ! চল, নীচে চল, তোরা মাথায় আগে কলসী-বসেও জল ঢালবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬ জনের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

গারেশনাবুর বৈঠকখানা

সন্ধ্যাকাল। বৈঠকখানা প্রায় অন্ধকার। আবছায়ার ভিতরে ডাঃ ডি, চকারভটি একলা বসিয়া আছেন।

(উপেনের প্রবেশ)

উপেন। (অন্ধকারের ভিতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ডাঃ চকারভটির অস্পষ্ট মূর্তি চর্চাৎ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল)

ডাক্তার। হা—হা—হা ! উপেনবাবু যে ! ইসে—মালুম দেখে ভয় পেলেন নাকি ?

উপেন। (লজ্জিত ভাবে) না, না,—ভয় কিসের ? কিন্তু আপনি এই অন্ধকারে এখানে চুপ করে বসে আছেন কেন ? (করমর্দনের জগ্ৰ হাত বাড়াইয়া দিল)

ডাক্তার। (করমর্দন করিয়া) আপনি ভালো আছেন তো ? কবে এলেন ? ইসে—দেশের খবর কি ?

উপেন। (আলোর চাবি টিগিয়া, একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া) আমি আজ সকালে এসেছি। আমার সব মঙ্গল। আপনি কেমন আছেন ? ছুটির সময়ে কি এখানেই ছিলেন ?

ডাক্তার। আমার তো—ইসে—মা দুর্গার পূজা নেই যে বাড়ী বাব—
হি-হি-হি ! আমি এখানেই ছিলুম, কিন্তু আমার বড জর হয়েছিল—
ইসে—ইন্ফ্লুয়েঞ্জা জর, তাই শরীরটা বেজায় রোগা হয়ে গিয়েছে (হুমখিত
ভাবে নিজের শরীরের দিকে তাকাইলেন)।

উপেন। (হাসিয়া) আপনার যে শরীর—ইন্ফ্লুয়েঞ্জাই বলুন আর
যাইই বলুন, সহজে ওর ঠিক করাতে পারবে না। অগাধ সমুদ্রের জল,
তাৎথেকে দু-এক ফলসী তুলে নিলেই বা কি, আর না নিলেই বা কি ?

ডাক্তার। (একটা চুরুট ধরাইয়া) উপেনবাবু, আপনি ছোকরা-
মানুষ ! ইসে—এখন খব ফর্তির সময়, এ-সব ব্যাপার বুঝবেন না।
রক্তের তেজটা একটু কমে আসুক, তাবপর বুঝবেন কত ধানে কত চাল।

(পবেশবাবু ও চাকরতার প্রবেশ)

পবেশ। এই যে উপেনবাবু, নমস্কার ! আপনি যে আজ সকালে
এসেছেন, সে খবর আমরা আগেই পেয়েছি।

উপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ সকালেই এসেছি।

পবেশ। আপনার সেই বাবু কাহিনী কাগজে পড়ে আমরা যে কত
আনন্দিত হয়েছি, তা আর বলতে পারি না। আপনি বাঙালীর গৌরব।
যেদিন প্রত্যেক বাঙালীর মনে আপনার মত কর্তব্যবোধ আর সংসাহস
জন্মাবে, সেদিন আমাদের দেশের ভবিষ্যতের জগ্রে কারকে কোন চিন্তা
করতে হবে না।

উপেন। (লজ্জিত ভাবে) আজ্ঞে, আমি আর এমন কি করেছি যে, এত প্রশংসা পেতে পারি। আমার অবস্থায় পড়লে অনেক লোকই এমন কাজ করত।

পবেশ। না, না উপেনবাবু, কখনই না। আমরা—বাঙালীরা কিল খেয়ে কিল চুরি করতেই অভ্যস্ত। রেল, ষ্ট্রিমারে, পথে, ঘাটে, লাথি কিল বুটের হোঁকর তো কতজনেই খাচ্ছে, কিন্তু ক-জন লোক সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জগ্রে আঙুলটা পয্যন্ত তুলতে সাহস কবে? আপনি তো নিজের জগ্রে নয়, আব এক অসহায় নাবীর সম্মান রক্ষার জগ্রে নিজেকে এতখানি বিপদগ্রস্ত করেছিলেন। আপনার মহত্ব অরণীয় হবাব যোগ্য।

(চায়ের সরঞ্জাম আসিল। চাকলতা সকলের পেয়ালায় চা

ঢালিয়া দিতে লাগিলেন)

চাক। উপেন বাবু, এক কাপ্ চা খাবেন নাকি ?

উপেন। (লজ্জিত ভাবে) আচ্ছা, একটু দিন।

ডাক্তার। ইসে—উপেনবাবুর সেই মোকদ্দমার কি হ'ল ?

উপেন। মোকদ্দমাব কি আর হবে। রেলের কর্তৃপক্ষ খোঁজ নিয়ে আসল ঘটনা জেনে আর মামলা চালান নি। সেই টিকিট বণেক্টাবকে ডিসমিস করেছেন। কিন্তু মামলা চলল না বলে দুটি লোককে বড হতাশ হ'তে হযেচে।

পবেশ। কে তারা ?

উপেন। প্রথমটি সেই দারোগা, যিনি আমাকে তার মুঠোর ভিতরে পেয়ে 'তদ্বির' করবার উপদেশ দিয়েছিলেন।

চাক। তদ্বির কি ?

ডাক্তার। তদ্বির কি বুঝেন না ? ইসে—পুলিসকে ঘুষ দেওয়াকে তদ্বির করা বলে—হা-হা-হা !

পরেশ। তুমি পূর্ব-বন্ধের লোক কিনা, এ-সব কথা আমাদের চেয়ে তোমার বেশী জানা আছে।

(সকলের হাস্ত)

চারু। আচ্ছা উপেনবাবু, আপনি তদ্বিরের অর্থ বুঝছিলেন? আপনি তার কথায় কি জবাব দিলেন?

উপেন। আমি বললুম, আমি ঘুসি মারতেই জানি, ঘুস দিতে শিখি-নি।

পরেশ। বা, বা, মুখের মতন জবাব বটে। আচ্ছা, আর একজনকার কথা বলছিলেন না?

উপেন। গোয়ালন্দের ডেপুটিবাবু। তিনি নাকি রেলের লোকদের ঠা-ত-ধরা, তাদের খুসি করবার এই মহা-সুযোগটি হারিয়ে বড়ই মন-মরা হয়ে পড়েছেন।

চারু। তিনি কি এতই অপদার্থ?

উপেন। আমাদের উকিলবাবুর মুখে শুনলুম, যদি রেলের সামান্য একটা কুলিও হাট-কোট প'রে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়, তাহ'লে তিনি যে তাকে কি-ক'রে আদর করবেন ভেবে পান না। তাব সঙ্গে সেকুহাও করেন—এমন কি বাড়ীতে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেন।

ডাক্তার। উঃ, উপেনবাবু, আপনি খুব ঝেঁচে গেছেন! আর-একটু হ'লেই তো—ইসে—আপনাকে জেলে যেতে হ'চ্ছিল? সব সময়ে বীরত্ব দেখানোটা সুবিধাজনক নয়।

চারু। সুবিধা দেখে কাজ করতে গেলে কোন মহৎ কাজই করা হয় না। জগৎ-এর কোন মহৎ কাজের সঙ্গে বিপদের বিভাষিকা নেই, বলতে পারেন?

উপেন। (কস্পিতস্বরে) ডাক্তারবাবু, মাতৃজাতির সম্মানবক্ষার জন্তে আমি জেলে যাওয়া খুব গৌরবের বিষয় ব'লে মনে করি। আমি যখন সেই

ফিরিঙ্গিটাকে ঘুসি মেরেছিলুম, তখন কর্তব্যপালনই করেছিলুম, ফলাফল চিন্তা কবাবাব অবসর তখন আমাব ছিল না।

পরেশ। ঠিক কথা। অত হিসেব-নিকেশ ক'রে বোন মহৎ কাজ হয় না। উপেনবাবু, আপনি যথার্থ বোরেব কাজ কবেছেন। (চাকুলতাব কাণে কাণ কি বসিলেন। চাক তাডাতাডি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অবিলম্বে একটি ছোট লাল বায় আনিয়া পরেশবাবু হাতে দিল) উপেনবাবু, আপনার বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে আমাব ক্ষুদ্র প্রীতিচিরুস্বরূপ এহ সামান্য জিনিষটি আপনাকে উপহার দিতে চাই। আপনি এটি গ্রহণ করলে আমবা অত্যন্ত সুখী হব। (চাব তাকে ইঙ্গিত করিলেন। চাক-লতা বায় হইতে একটি সুন্দর ওয়াচ বাহিব করিয়া উপেনের হাতে দিল)

উপেন। আপনাদের স্নেহ আব অগ্ন্যগ্রহ আমি কখনো ভুলতে পারব না। আপনাদের প্রীতির নিদর্শন এহ খড়ীটিকে আমি চিরজীবন রত্নের মতন বস্তু ক'রে রাখব।

পরেশ। এ ideaটা কিন্তু আনাব মাণ্য প্রথমে আর্গোনি—এডহু full credit চাককেই দিতে হয়। অশা বসি খড়ীটির দ্বাযা আপনাবও কিছু উপকার হবে।

উপেন। আজ্ঞে, কিছু না—বিশেষ উৎসাহ বার হবে। আমাব একটি ঘড়া ছিল, সেটি আজ ছ মাস আগে পঞ্চম লাভ করেছে। পঞ্চম লাভের অর্থ বুঝদেন কি? ঘড়াটির স্প্রিং ভেঙে যাওয়াতে, আমি সেট'কে খুলে খণ্ড খণ্ড ক'রে রেখেছিলুম। আমার পাচটি ছোট ভাই ভগিনী ভিতবকাব সেই যন্ত্রগুলি পাচ ভাগ ক'রে নিবে, চল। এরি না পঞ্চম লাভ।

(সকলের হাস্য)

পরেশ। (গাত্রোত্থান কবিয়া) উপেনবাবু, আপনার ছাত্রার সঙ্গে এখন আলাপ করুন আমাব বাইরে একটি দরকাব আছে।

(পরেশবাবুর পিছনে ডাক্তারের প্রস্থান)

চারু । অনেক দিন পরে আজ আপনাকে দেখে বড় আনন্দ হ'ল ।

উপেন । সেটা উভয়তঃ । এবারে দেশে গিয়ে আপনার অভাব বিশেষ রূপে অনুভব করেছিলুম ।

চারু । যথার্থ ?

উপেন । যথার্থ বৈকি । তবে শেষকালে আপনার চিঠিগুলিতে আপনাকে দেখতে-না-পাওয়ার দুঃখ তবু অনেকটা দূর হয়েছিল । সত্যি বলতে কি, চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে আপনার চরিত্রের মাধুর্য্যটুকু যতখানি ধরা যায়, আপনার সঙ্গে মিশলেও ততটা ধরা যায় না ।

চারু । (হাসিয়া) সে আবার কি ? আমি তো নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ । আমার ভিতরে কোনই বিশেষত্ব নেহ ।

উপেন । (আবেগভরে) গোলাপের গন্ধ আছে কিনা, গোলাপ নিজে তা জানে না । শাইরের লোক তা জানতে পারে ।

চারু । আপনি যে একজন কবি হয়ে উঠলেন ! এটা বুঝি এবারকার বাড়া যাওয়ার ফল ?

উপেন । হ্যা, বাড়ী যাওয়ার ফল বৈকি । তবে অভাবের দ্বারা, মিলনের দ্বারা নয় ।

চারু । আপনার কথা বুঝতে পারলুম না ।

উপেন । বুঝেও কাজ নেহ । আমি তবে এখন আসি ।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

(চারুলতা উঠানের বাগার পথের দিকে চাহিয়া অল্পক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল । তারপর একটি দীঘশ্বাস ফেলিয়া ধাবে পথে উঠিয়া গেল)

তৃতীয় অঙ্ক

—:—

প্রথম দৃশ্য

পরেশবাবু শয়ন-কক্ষ

প্রভাবতী ইঞ্জি চেয়ে রে শুইয়া আছেন ও মাঝে মাঝে উঃ উঃ করিতেছেন।

(ডাক্তারবাবুর শশব্যস্ত ভাবে প্রবেশ)

প্রভাবতী। ডাক্তারবাবু,— উঃ—আমি আব ঝাঁচি না—আজ তলপেটে
—বড ব্যথা—য়েচ—উঃ—উঃ—একবার ব্যথাতে ফিট হয়েছিল।

ডাক্তার। (শয্যাপার্শ্বস্থ চেয়ারে বসিয়া) আজ হঠাৎ কেন এ-রকমটা
হ'ল ? এ ক দিন তো—ইসে—খুব ভালোই ছিলেন ।..... আচ্ছা, ভব
নেই, কোন চিন্তা নেন আনি ওষুণ দিচ্ছি। ' একখানা ব্যবস্থাপত্র
লিখিয়া নীকে ডাকিয়া হস্তার হাতে দিলেন। ঝী চলিয়া গেল।
প্রভাবতী (ন ডা পরীক্ষা করিয়া) কই, নাডা তো বেশী দুঃখল দেখি না ।
—ইসে—এরকম ব্যথা তো আপনার আগেও হ'ত। বোন ভয় নেই।
এখন ভালো—ইসে—nourishment দরকার। তিন বেলা সুপ্
খাবেন, আর একটু নড়াচড়া করবেন। আমি পরেশবাবু'ক বলব, তিনি
যেন আপনাকে নিয়ে প্রত্যহ গাড়ীতে বেড়াতে যান।

প্রভাবতী। (মুখ ভার করিয়া) তাঁকে বললে কি হবে ? আমার
জগ্রে তাঁর ভাবনা বড বেশী কিনা ? এই তো পূজোর ছুটিতে আমার

মধুপুরে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু তিনি নিয়ে গেলেন কি ? (অভিমানে চোখে জল আসিল)

ডাক্তার। কেন এমন হয় ? পরেশবাবু তো—ইসে—টাকা খরচ করতে কুপণতা করেন না, বরং অনেক সময়ে বাড়াবাড়িই করে ফেলেন।

প্রভাবতী। কিন্তু সে আমার বেলায় নয়।

ডাক্তার। বড়ই দুঃখের বিষয়। এসে—আমার বিবেচনায়, এ সব বিষয়ে আপনারও সাবধান হওয়া উচিত। আপনি তাঁকে সতর্ক করে দেন না কেন ?

প্রভাবতী। তিনি কি আমার কোন কথা শোনেন ? ঐ যে সেদিন এক্স-বালিকা-বিদ্যালয়ের সঙ্গে দুশো টাকা দিয়ে ফেললেন, মুখ ফুটে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলেন না।

ডাক্তার। কি ! দু-শো টাকা ? তার মতন লোকের পক্ষে—ইসে—একসঙ্গে দুশো টাকা দান করা বড়ই বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে যে। কমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিলেন)

প্রভাবতী। তারপরে আবার এই দেখুন, মাষ্টারকে ত্রিশ টাকা দিয়ে একটা ঘড়ী কিনে দেওয়া হ'ল। এরই বা কি দরকার ছিল ?

ডাক্তার। এটাও বড়ই বাড়াবাড়ি বলতে হবে। আমার—ইসে—কালকেই ব্যাপার দেখে বড়ই হাসি পাচ্ছিল কিন্তু। আগনারা সকলে মিলে সহ মাষ্টার-ছাত্রকে যেন—ইসে—ওয়াটালুর যুদ্ধ-বিজ্ঞান একটি ওয়েলিংটন করে তুলেছেন। তাকে আবার ঘড়ী প্রাইজ দেওয়া হ'ল—হি হি হি !

প্রভাবতী। (দুঃখিত স্বরে) ও কথা আব বলবেন না ডাক্তারবাবু ! আমার দুঃখের কথা কাকেই বা বলি, আব কেহ বা তা কাণে তোলে ? টাকাগুলি এই ভাবে অযথা খরচ করা হয়, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও হয় না। আর ঐ ছুঁড়ীটা, ওই-ই তো যত অনর্থের মূল। এখন

উনি ওরই হাতের কলকাটি হয়ে আছেন। তারই পরামর্শে এত সং-
দানের ঘট। (চোখে জল আসিল ; ক্রমালে চোখ মুছিলেন)

ডাক্তার। (সমবেদনাপূর্ণ স্বরে) ইসে—এইরকম সব বাজে খরচ
যাতে বন্ধ হয়, তাও তো আপনার দেখা উচিত? আপনার এখন
তুই ছেলে, এক মেয়ে,—ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাদের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।
এদের কথা কি আপনি ভাবেন না? আচ্ছা, শুনেছি—ইসে—এ বাড়ী-
খানা আপনি নাকি বিবাহের পূর্বে নিজের নামে লিখিষে নিষেছিলেন?

প্রভাবতী। হ্যাঁ, এ বাড়ীখানা আমার নামেই আছে।

ডাক্তার। কাজটা ভালোই করেছেন। আর নামে নামে আপনি
কিছু টাকাও পান না?

প্রভাবতী। নে ধভব্যেব মধ্যেই নয়। ঐ যে দশ হাজার টাকা
লাইফ ইন্সিওরেন্স করেছেন, তাইই আমার একমাত্র সদল।

ডাক্তার। মোটে দশ হাজার? দশ হাজার টাকা আ! কত!—
ইসে—মেয়েটির বিষে দিহেই তো তার পাঁচ হাজার উড়ে যাবে! তারপর
একটি ছেলেকে লেখাংড়া শেখাবাব জন্তে যদি বিলাতে পাঠাতে হয়, তখন
আর টাকা আসবে কোথা থেকে?—ইসে—আমার বিবেচনায়, আপনার
জন্তে আরো দশ হাজার টাকার সংস্থান হওয়া উচিত।

প্রভাবতী। তাও কি সম্ভব? আমার কথা শুন্লে তো? আমি
কেউ না।

ডাক্তার। ইসে—আর একটা লাইফ ইন্সিওরেন্স কবলেই তে
হয়। পরেশবাবুকে আপনি দশ হাজার টাকার আর একটি লাইফ
ইন্সিওরেন্স করতে বলুন। এসব বিষয়ে লজ্জা করতে নেই। ইসে—
পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ ভালো দেখায় না। চাকর ওপরে—ইসে—পংশ
বাবুর যে রকম টান দেখছি, আমার বোধ হয় অনেকগুলি টাকা—ইসে—

চাকর হাতে গিয়েই পড়বে। লাইফ ইনসিওর করলে—ইসে—সে পথ বন্ধ হ'তে পারে।

প্রভাবতী। (ডাক্তারের একখানা হাত ধরিয়া কৃতজ্ঞস্ববে) ডাক্তার-বাবু, আপনার মতন অগাব হিতৈষী বন্ধু আর কেউ নেই।

ডাক্তার। (প্রভাবতীর হাতখানি আস্তে আস্তে টিপিয়া দিতে দিতে) এ বাড়িতে আপনার অসহায় অবস্থা দেখেই আপনার দিকে আমার মন—ইসে—শাক্ষ্ট হয়েছে।

(অন্তরাল হইতে চাকরতার গানের আওয়াজ আসিল)

প্রভাবতী। (শুনিয়াই প্রথম টিগিয়া বাস গন, মুখ ক্রোধে আরক্ত করিয়া তাবপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন) শুনছেন তো ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার। ইসে—শুনছি নে, শুন ছ তো।

প্রভাবতী। রোগের জ্বালায় আমি এখানে ন'ড়ে বসতে পারছি না, আর ওখানে ব'নে ওব গান বাজনা আমোদ হচ্ছে! না, এ অজ্ঞায় আমার মজা হবে না। (প্রস্থান)

(ডাক্তারও তাড়াতাড়ি প্রভাবতার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে গিয়া ভুলিয়া নিজেদের টুপি ও ছড়া ফেলিয়া যাইতেছিলেন, বিবিয়া টুপি ও ছড়া বইয়া তাপদে প্রস্থান করিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পরেশবাবুর বৈঠকখানা

(অণ টেবিল-হার্মোনিয়াম বাজাইতেছে, তাহার দিকে মুখ করিয়া খিরা চাকরতা গান গাইতেছে)

গান

মাধবী মোব স্বপন-ভোব, সুবভি-চোব কখন আসে।

ফুলের ডালা কাজল-ঢালা অশ্রু-মালা নেত্রে ভাসে।

তল্লাভবা চন্দ্রাবলী,

ভ্রমরহারা কমলকলি,

ভীষণলাগীর হাসির বাঁশী গাঘ উদাসীর ব্যাকুল স্বাসে।

কোন্ বিবাহীর নেইকো দেখা,

চিন্তে যে তার চিত্র লেখা,

শুনচি স্মৃতির করুণ গীতি ছল্লে নিতি প্রাপ্তেব পাশে।

(গান শেষ হইবার আগেই উপেনের প্রবেশ। গান-বাজনায় নিমুক্ত চাকরতা ও অরুণ তাহাকে দেখিতে পাইল না)

অরুণ। গান শেষ হইলে পর) Bravo—Bravo ! By Jove, Miss Mitter, you sing like a nightingale ! I have never heard such a sweet voice even in England—of course Miss Rosalind excepted.

চাকর। (লজ্জায় নতমুখী হইয়া) আপনি আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করছেন—আমি এক বেশী প্রশংসার যোগ্য নই। মিস্ রোজালিও কে ?

অরুণ। জানেন না ? Miss Rosalind, the famous actress ! যাকে সকলে মিস্ বোজ্জ ব'লে ডাকে। অভ্যাস করলে গানে আপনি আরো উন্নতিলাভ কবতে পাববেন।

চাকর। আপনারও বাজানোর হাত খুব মিষ্টি। আমায় কিন্তু আপনাকে ভালো ক'রে পিয়ানো বাজানোটা শিখিয়ে দিতে হবে।

অরুণ। অবশ্য—অবশ্য। খুব আনন্দের সঙ্গেই শেখাব। আমিও

আগে ভালো বাজাতে জানতুম না। সেই সময়ে একদিন লর্ড হোপটাইনের বাড়ীতে পিয়ানো বাজাতে গিয়ে বড় হাশ্বাস্পদ হয়েছিলুম। লর্ড হোপটাইনের ছোট মেয়ে লেডি এমিলি তারপর আমার হাত ধরে আমার ভুল সংশোধন করে' দেন। তারপর থেকে অনেক পরিশ্রম করে তবে আমি বাজাতে শিখেছি। বড় বড় মজলিনে এখন আর আমাকে লজ্জা পেতে হয় না। তা আপনিও শিখতে পারবেন। খুব অল্পেই আপনার শেখা হবে। (হাতের হীরক অঙ্গুরীয়টি এমন ভাবে ঘুরাইয়া ধরিল, যাহাতে চাকুর চোখে তাহার রশ্মিটা ভালো করিয়া গিয়া পড়ে)

চাকর। (হঠাৎ উপেনকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এই যে উপেনবাবু, আপনি কতক্ষণ? মিঃ ব্যানাজ্জি, ইনি আমাদের টিউটর, উপেনবাবু।

অরুণ। (সহাস্ত্রে হাত বাড়াইয়া উপেনের সঙ্গে করমর্দন করিল)

উপেন। (বসিয়া) আজ আপনাকে খুব একটা আনন্দের জিনিষ দিতে এসেছি। দেখবেন? (একখানি মাসিকপত্র বাহির করিয়া একটি জায়গা খুলিয়া দেখাইল)

চাকর। ওঃ! আমার সেই কবিতাটি? এতদিনে আমার অদৃষ্ট বুঝি সুপ্রসন্ন হ'ল? সম্পাদক-মহাশয়কে ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আবার নিজে কষ্ট করে এটা নিয়ে এলেন কেন?

উপেন। (নীর্বে চাকুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল)

অরুণ। (ক্রমালে মুখ মুছিয়া) By Jove! Miss Mitter, you surprise me in every way! You are not only a sweet singer, but also a poet? তা আপনার এ কবিতাটি আমি একবার দেখতে পারি কি?

চাকর। (হাসিয়া) না, না,—কখনোই না। আপনি দেখলে হাসবেন। (মাসিকপত্রখানা লুকাইয়া ফেলিল)

অরুণ। (ডান হাতের তর্জনী দ্বারা নিজের চিবুক স্পর্শ করিয়া)
না, না, হাসব কেন? কবিতা ভালো না হ'লে ও পত্রিকা ছাপবে কেন?
(উপেনের প্রতি) আপনি কি বলেন? কবিতাটির বিষয় কি?

উপেন। কবিতাটির নাম “কোকিল”। কবিতাটি শেলির
Skylarkএর অনুকরণে লেখা বটে, কিন্তু এব ভিতরে যথেষ্ট মূতন
আছে।

অরুণ। “Skylark”, “Skylark,—what a beautiful
poem it is! সুন্দর—অতি সুন্দর!

“Hail to thee, bl'the spirit !
Bird thou never wert,
That from heaven or near it,
Pourest thy full heart
In profuse strains of
Unpremeditated art.”

উপেন। কিন্তু এ Skylark কবিতাটিতেই এর চেয়েও সুন্দর ভাব
আছে। যেনন—

Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought.

অরুণ। (মুর্খবিশ্বাসের সহিত) আপনি ঠিক বলেছেন। কি চমৎকার
ভাব! আমি সেলির কবিতা ভারি পছন্দ করি। আপনার সঙ্গে আলাপ
ক'রে ভারি সুখী হলাম।

(পরেশবাবুর প্রবেশ)

পরেশ। কি উপেনবাবু, কতক্ষণ? এই যে অরুণ, কখন এলো?
তুমি বোধ হয় উপেনবাবুকে জানানো না? ইনি একজন বেশ বিদ্বান লোক,

এবার ল দিচ্ছেন। আর এঁর চবিত্ত যে কত উন্নত, তা বলতে পারি না।
উপেনবাবু, বসুন না।

অরুণ। উপেনবাবুর সঙ্গে আমি এতক্ষণ শেলির কাব্য নিয়ে
স্বাগোচনা করছিলাম। এঁর সঙ্গে আলাপ করে আমি বড়ই প্রীত হয়েছি,
কিন্তু আমার মনে হয়, এঁর মতন লোকেব বিলাত যাওয়া উচিত। তা
হলেই এঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

চাক। (হাসিয়া) তাহলেই সর্বনাশ। উনি যে গৌড়া হিন্দু, উনি
যাবাব বিলেতে যাবেন ?

দৈ। না। ইচ্ছ থাকলেও আমাদের মতন গরিব লোকের বিলেতে
যাব অবসংস্থান কোথায় ? আর, বিজ্ঞানশিক্ষা কি দেশে থেকে হয় না ?
আমাদের এই কলকাতা সহরে ফত বড় বড় লাইব্রেরী আছে, বহু
শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। তারপর বিলেতে না গিয়েও তো আমাদের
দেশে কত বড় বড় বিদ্বান হয়েছেন—যেমন বিজ্ঞানাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্র-
লাল মিত্র—

অরুণ। There you are mistaken—এখানে আ নি একটা
ভুল করলেন। আমাদের দেশে বড় বিদ্বান হ'তে পারে না, এ কথা আমি
বলিনি। আমি বলি এই যে, বিজ্ঞানাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের
মতন পণ্ডিত লোক যদি বিলেতে যেতেন, তাহলে তাদের প্রতিভা আরো
বিস্তারিত হ'তে পারত—অন্ততঃ তাদের বর্ণ যে আবার বাড়ত, সে-বিষয়ে
কোনই সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান অংশীলনের সুযোগ সেখানে যে কত বেশী,
এখানে ব'লে আপনারা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। শিল্প আর
বিজ্ঞান সেখানে যেন স্বশরীরে বিদ্যমান। দেবী সরস্বতী সেখানে যেন
মূর্তিমতী। কিন্তু এখানে আমরা দেখি, কেবল তার অচেতন প্রতিমা—
কেবল কাঠ আব খড়।

পরেণ। তা ঠিক বলেছ। এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

অরুণ। এই দেখুন না কেন, এখানে কলেজে আপনারা সেক্সপিয়ার পড়েন, তা কত dull আর lifeless বলে বোধ হয়। কিন্তু সেখানকার প্রফেসরদের কাছে সেক্সপিয়ার পড়ুন, এক একটি ক্যারেক্টার যেন রক্ত-মাংসের মানুষের মতন জ্যান্ত হয়ে উঠবে। তার উপরে থিয়েটারে গিয়ে সেক্সপিয়ারের নাটকবলীর অভিনয় দেখলে তো কথাই নেই।

পরেশ। আচ্ছা, তুমি সাব ডেনরির অভিনয় দেখেচ তো?

অরুণ। বাঃ, তা আর দেখিনি? বিগেতে গিয়ে তিনটে বছর কি বৃথাই কাটিয়েছি? আমি সার ডেনরির অভিনয় দেখেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি, এমন ঠিক তাঁকে আমার নিজের অভিনয় পর্যন্ত দেখিয়েছি।

(চাকরতা প্রশংসা ও বিশ্বাস পূর্ণ নেত্র অঞ্চল ঘূরে। দিকে

অপলক চোখে তাকান্য রছিল। উপেনের ত্যাগ

ভাগ্য লাগিল না)

পরেশ। বটে! সে কেমন?

অরুণ। আমাদের বলেছে একটা Dramatic Club ছিল—এখনা আছে। একদিন আর্নল্ড ওয়াটারহাউসের বাড়ীতে অভিনয় করবার জন্তে আমাদের নিমন্ত্রণ হয়। সেখানে অনেক বড় বড় লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। তাদের ভিতরে সার ডেনরিও ছিলেন।

পরেশ। তোমরা কেন নাটকের অভিনয় করেছিলে?

অরুণ। হামলেট। আমাকেই হামলেট সাঙ্গে হয়েছিল।

পরেশ ও চাক। (সমস্বরে) বটে? তারপর—তারপর?

অরুণ। সেদিনকার অভিনয় এত ভালো হয়েছিল যে, আমরা আগে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। সার ডেনরির শেষ পর্যন্ত ছিলেন। অভিনয় শেষ হ'লে পর তিনি আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের পাশের চেয়ারে বসিয়ে অনেক কথা বললেন।

পরেশ। কি বললেন, বল না। তুমি তো বড় কম আদমি নও!

অরুণ। আমার সামান্য দু-একটা দোষ দেখিয়ে দিয়ে, তিনি আমাকে বললেন, “Mr. Bannerjee, I hail you as one of us! Indeed you are bound to make an excellent actor, if you would choose our profession.” তাঁর সেই কথাগুলি এখনো যেন আমার কাণে বাজছে।

পরেশ। খুব চমৎকার! এর চেয়ে প্রশংসার কথা কি হ’তে পারে?

চাকর। বাস্তবিকই চমৎকার। এটা খুবই গৌরবের কথা! কেবল আপনার নয়, সমস্ত ভারতবাসীর গৌরবের কথা। কি বলেন মাস্টারবাবু?

উপেন। (নাথু চুলকাঠিতে চুলকাঠিতে কাষ্টহাসি হাসিয়া) তা—তা—নিশ্চয়ই। তবে কিনা সার হেনরি আর্ভিং—

অরুণ। খুবই উদারচেতা লোক। আমি তাঁকে খুব ভালো ক’রে study করেছিলাম। কেবল তাঁর আকার-ইঙ্গিত, ভাবভঙ্গি observe করবার ক্ষেত্রে কত বার আমি থিয়েটারে গিয়েছি। তিনি হ্যামলেটেব পাট অভিনয় করতে করতে—

“There is a soul of goodness in things evil
Could we observingly distil it out.”

— এই কথাগুলি যে রকম ভাবভঙ্গির সঙ্গে বলেন, “soul” কথাটির উপর যে-রকম ভাবে emphasis দেন, তা আমি এখনো ••••• পারিনি।

উপেন। (একটু হাসিয়া) আপনার ভুল হয়নি তো? এই কথাগুলি বার্থাই হ্যামলেটের উক্তি কি?

অরুণ। (একটু বিরক্তির সহিত) হ্যামলেটের উক্তি বৈ কি।

পরেশ। উপেনবাবু, বোধ হয় আপনারই ভুল হয়েছে। অরুণ যে নিজে অভিনয় করেছে!

অরুণ। হ্যামলেটের আগাগোড়া আমার মুখস্থ। তা না হ’লে কি

আমি 'হামলেটের পাট' নিতে পারতুম? তাই বলছিলুম, শিল্প আর বিজ্ঞান ওখানে জীবন্ত অবস্থায় আছে। এখানকার অধিকাংশ ছাত্রের শিক্ষাই হচ্ছে superficial, আসল জিনিষটা তারা ধরতে পারে না। আর curiosity ব'লে যে একটা জিনিষ, সকল রকম জ্ঞানলাভের বা প্রথম সোপান, তাইই এদেশী ছাত্রদের ভিতরে দেখা যায় না। এই দেখুন না, এখানকার ক'জন ছাত্র মিউজিয়ম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, জুলজিক্যাল গার্ডেন দেখবার জন্তে আগ্রহ প্রকাশ করে?

চারু। ভালো কথা, দাদা। আমাকে না তুমি আর একদিন জুলজিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যাবে বলেছিলে।

পবেশ। আমার যে সময় নেই। আচ্ছা অরুণ, তুমি তো এ-সব খুব ভালো বোঝো, তুমিই না হয় চারু আর ছেলোদের নিয়ে একদিন জুলজিক্যাল গার্ডেন দেখিয়ে আনো না?

অরুণ। Most gladly অ'গি এদের নিয়ে যাব। তাই'লে একটা ছুটির দিন ঠিক করুন।

চারু। কালও তো ছুটি আছে।

অরুণ। বেশ, তাই'লে কালই যাওয়া যাবে।

চারু। উপেনবাবু, আপনিও গেলে বেশ হ'ত, কিন্তু আপনার পরীক্ষা তো নিবটে—

পরেণ। না, না, উপেনবাবু এখন বাজে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

উপেন। আজ্ঞে, তাই'লে আমি এখন আসি।

(নমস্কার করিয়া প্রস্থান)

পবেশ। চল অরুণ, তোমার গাডাতে আমরা একটু বেড়িয়ে আসি। তোমার কোন অস্থবিধা হবে না তো?

অরুণ। না, না, অস্থবিধা কি—এ তো আমার সৌভাগ্য।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

চাকলতার পড়িবার ঘর

চাকলতা একথানা ইঞ্জিচেয়ারে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল।

(উপেনের প্রবেশ ও চাকলতাকে দেখিয়া থতমত

ধাইয়া প্রস্থানের উপক্রম)

চাক। কে—উপেনবাবু যে ? আহ্ন না, যান কোথায় ?

উপেন। (অনিচ্ছার সঙ্গে চাকলতার পাশের আসনে বসিয়া) অমল আর বিমলের পড়া হয়ে গেছে, আমি বাসায় যাচ্ছিলুম, পরীক্ষা নিকটে কিনা—

চাক। তাই দু-মিনিট এখানে বসে কথা কহিতেও পারবেন না ? ভালো ছেলে যারা, তারা বুঝি পরীক্ষার সময় এত বেশী পড়ে ?

উপেন। কেন, সেদিন তো আপনারাই বললেন যে, এখন আমার বাক্ষে সময় নষ্ট করা উচিত নয় ! তাই আজকাল আমি পড়াশুনায় প্রথম শ্রেণীর 'গুড বয়' হয়েছি।

চাক। বেশ, শুনে সুখী হলুম। তাহ'লে পরীক্ষায় ভালো ক'রে পাস হ'লে আপনি—

উপেন। আমি বিলেত যাব।

চাক। বিলেত ? আপনার হিন্দু তাহ'লে কাদবে না ?

উপেন। না। আগে বিলেতে বেতে আমার আপত্তি ছিল, এখন নানা কারণে সে আপত্তি আর নেই।

চাক। কি কারণ, শুন।

উপেন। প্রধান কারণ হচ্ছে, জ্ঞানবিজ্ঞানবিভূষিতা বিলাতী সরস্বতীর সঙ্গে আমি একবার ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করতে চাই।

চাক। সাধু সংকল্প।

উপেন। সেদিন আপনারা যে জুলজিক্যাল গার্ডেনে গেলেন, বোধ হয় খুব আমোদ উপভোগ করেছিলেন ?

চাক। (সলজ্জ হাসি হেসে) তা আমোদ উপভোগ করেছিলুম বৈকি ! আপনিও গেলে আমোদ পেতেন ।

উপেন। আমাকে যেতে দিলেন কৈ ? আমার যে পরীক্ষা নিকটে ।

চাক। ওহো বুঝেচি। তাই দু'বি বারবার পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে ? আপনি তাহ'লে যেতে পান নি ব'লে দুঃখিত হয়েছেন ? তাই এই ক-দিন আপনি আমাদের বাড়ীতে এসেও আমাকে না পড়িয়ে চ'লে গেছেন ?

উপেন। না চ'লে গিয়ে আমার আর উপায় কি ? এখানে এণেত দেখি মিঃ অরুণের সঙ্গে আপনি গল্প ববছেন ! সে সময়ে আমি আপনাদের পার্শ্বভদ্র করি কেমন ব'রে ? আর জুলজিক্যাল গার্ডেনে আপনাদের সঙ্গে না গিয়ে আমি ভালোই করেছি। আমি গেলে হয়ত আপনাদের অস্থবিধা হ'ত ।

চাক। (সোজা হইয়া বসিয়া) কি আশ্চর্য ! আপনি এ কথা বলেন ?

উপেন। (অভিমান ও আবেগ পূর্ণ স্বরে) হঁ, আমিই এ কথা বলছি সংগ্রতি আপনার মধ্যে যেন কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছি, তাই এ কথা বললুম ।

চাক। পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন ? আপনার দৃষ্টিশক্তিও প্রশংসা বরতে পারলুম না । আপনার চশমা নেওয়া দয়াকর ।

উপেন। চশমা নিলে আপনার পরিবর্তন হয়তো আরো স্পষ্ট হবে আমার চোখে ধরা পড়বে । আজকাল আপনি আমাকে আর দেখেও দেখেন না । এর মধ্যে একদিন আপনাকে পড়বার জন্তে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা করলুম, কিন্তু অরুণ-কিরণে আপনার ছুই চক্ষু এমন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে, আমার অস্তিত্ব আপনার নজরেই পড়া না !

চাক। আমি তখন বোধ হয় গান-বাজনায় ব্যস্ত ছিলাম, অতটা ঠাহর

কবতে পারি নি। কিন্তু আপনাবও তো দোষ আছে? আপনি কেন আমার ক্ষেত্রে অপেক্ষা করেন না?

উপেন। আমি যে আশ্রয়াল গুড বয় হবেছি, A good boy always mends his lessons—জানেন তো?.....

চাফ। জানি। কিন্তু আপন'র স্বতটা অভিমান কববার কোন দরকার নেই। আর আগে থাকতেই আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ করে রাখছি। মি ব্যানার্জি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানেও সুপণ্ডিত, তিনি শীঘ্রই আমাকে নিয়ে একদিন বোর্টারিকাল গাড়েন যাবেন, সেদিন আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন। মিঃ ব্যানার্জির কাছ থেকে আপনিও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ে নব নব নতুন শেখবার সুযোগ পাবেন।

উপেন। মিঃ ব্যানার্জি যে উদ্ভিদ বিজ্ঞানেও সুপণ্ডিত, এটা সেনে আশঙ্ক্য হলুম। কিন্তু দেখুন, আমরা বোব হব, আপনার এত নতুন শিক্ষাপ্রকটিও অপরে বেশী আস্তা স্থান করা উচিত নয়। আপনার সাবধান হওয়া উচিত।

চাফ। উপেনবাবু! একজন নবপরাধ ভদ্রলোকের প্রতি আপনার এমনধায়া অত্যন্ত কটাক্ষপাতের বাবণ কি বুঝলাম না। আপনার মতন শিক্ষিত ভদ্রলোকেই কাছ থেকে আমি এমন অত্যন্ত ব্যবহার আশা করিনি—ছিঃ।

(অরুণের বেণ)

অরুণ। মিস মিটাব, আমি আজ একশ না নতুন মোটর কিনেছি। আমুন না, চৌবঙ্গীর দিকে একটু বেড়িয়ে আস

চাফ। যেমন।

অরুণ। হ্যা, আপনার আপত্তি নেই তো।

চাফ। না, আপত্তি আর কিসের? আচ্ছা উপেনবাবু, নমস্কার।

(অরুণের সঙ্গে প্রস্থান)

উপেন। (কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে করতলে চিবুক রাখিয়া বসিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এ আলোয়ার আলোর পিছনে আমি ছুটছি কেন ? দেশে আমার বনলতা রয়েছে, তার প্রতি আমি কি অবিচার কবছি না ? সে দিন-রাত আমার কথা ভাবছে, আমাব জগ্রে কাঁদছে, আমাকে খুসি করবার জগ্রে লেখাপড়া শিখছে। (পকেট থেকে একখানা পত্র বাহির করিয়া) বনলতা কি লিখেছে আর একবার প'ড়ে দেখি—

“তুমি বাড়ী আসিবে না শুনিয়া আমার মন যে কি হইয়াছে, তাহা খুলিয়া লিখিতে পারি না। আমি আজ ছয়মাস যাবৎ দিন গণিতেছি। তুমি আমার প্রতি এত নিদ্রা হইলে কেন জানি না। তোমাব পায়ে ধরি, একবার আসিয়া এ দাসীকে দেখা দাও। বাড়ীতে আসিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। আমি তোমাকে একটুও বিবর্ত্ত করিব না। আমি এমন কি অপরাধী যে, চোখেব দেখাটা হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিবে ? আমি বড় আশা করিয়া তোমার পথপানে চাহিয়া রহিয়াছি। আমাব মাথা খাও একবার বাড়ী আসিও। ইতি তোমাব বনলতা।”

‘তোমার বনলতা’। ইয়া, সত্যিই সে আমার বনলতাই বটে, আমাকে ছাড়া আর কিছু সে জানে না। তাকে অবহেলা করা আমার উচিত নয়। আমি কালকেই বনলতাব কাছে যাব। এ বাড়ীতে আর কোনদিন আসব না, চারুদত্তার কথা মনেব কোণেও আর ঠাট দেব না।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কাজলপুর। উপেনের শয়নকক্ষ।

(উপেন চেয়ারের উপরে বসিয়া আছে, কোলে একখানা খোল, ইথরজী বই। পাশে দাঁড়াইয়া শরৎশর্মা)।

শরৎ । ঠাকুরপো, তোমার কি হয়েছে বল দেখি ভাই ?

উপেন । কেন বৌ-ঠাকুরপো, আমার আবার কি হবে ? আমি তো দিবা আছি !

শরৎ । কেমন পরীক্ষা দিয়েছ ?

উপেন । পরীক্ষা দু'ব ভালোই দিয়েছি ।

শরৎ । তবে তোমাকে এমন মন-মরা দেখি কেন ? মুখে সেই গালভরা হাসি নেই, সদাই যেন কেমন ভার ভার ।

উপেন । বৌ-ঠাকুরপো, এ-সব আপনার গুণাগুণ । আপনি অনাগ্রাসেই একজন বড় কবি হ'তে পারেন । সেক্সপিয়র বলেছেন—

শরৎ । তোমার ওসব হিজিবিজি বুলি শুনে দাঁড় । মনে রেখো, এখন তুমি বাড়িতে এসেছ, আর আমার সঙ্গে কথা কইছ । তোমার সেই চারুলতা তো এখনে নেই যে, তোমার বিয়ের মন্য বুঝতে পারবে !

উপেন । আমার চারুলতা ! সে আবার কে ?

শরৎ । ওগো তোমার ছাত্র চারুলতা, থাকে তুমি পড়াও । কেমন, এখন ঠিক হয়েছে তো ?

উপেন । সে আর আমার ছাত্রা নয় । আমি তাকে পড়ানো ছেড়ে দিয়েছি ।

শরৎ । নিজের হাছায় নাকি ?

উপেন । তা নয়তো কি ? আমি নিজের পরীক্ষার পড়া পড়ব, না, আর সকলকে পড়িয়ে বেড়াব ?

শরৎ । তোমার কথা তুমিই জানো ! কিন্তু মনে থাকে যেন, আজ একটু পরেই তোমাকে অনেক কথার জবাব দিতে হবে । আমি তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তার জবাব কিন্তু তুমি এখনো দাও নি !

উপেন । আচ্ছা বৌ-ঠাকুরপো ! আমি কি ক্রমেই শিশু, হচ্ছি, না বড়

হচ্ছি ? আমার বুঝি এখনো বাড়ীতে এসে লাফাস'ফি দাপাদাপি ছুটোছুট করে বেড়াবাব বয়স আছে !

শরৎ। তা বটে। আর সেই জন্তেই বুঝি তুমি এবারে প্যাচার মতন গম্ভীর হয়ে এসেছ ? ও-সব এখানে চলবে না, তা কিন্তু আগে থাকতেই ব'লে রাখছি। (প্রস্থান)

(উপেন কোণের বইখানা তুলিগ পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে বনলতার প্রবেশ। উপেনের কাছে আসিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

৫৭। তুমি কি এখা পড়বে ?

উপেন। (বই হইতে মুখ না তুলিয়া) হ্যাঁ। তুমি শোওগে যাও। (বনলতা খাটের উপরে গিয়া মুখে ঘোমটা দিয়া শুইয়া রহিল। খানিক পরে শরৎশরীর পুনঃপ্রবেশ)

শরৎ। ঠাকুরপো, তোমার এ কি আচরণ দেখি ? অগ্নি বারে তে বাড়ীতে এসে সাঁঝের বাতি না দিতেই শুয়ে পড়তে ! আর আজ রাত দু-পহর হ'ল, এখনো তুমি শুতে যাও নি ?

উপেন। তা- নাকি ? রাত যে এত হয়েছে, আমি তা টের পাইনি বৌ-ঠাকুরণ।

শরৎ। পরাক্ষ শেষ হয়ে গেছে, এখনো দিনরাত পড়া পড়া বাই কেন ? এখন তো মন খুলে আমোদ করবার সময়।

উপেন। বৌ-ঠাকুরণ, আমি তো আমোদের জন্তেই এই বই পড়ছি। এই সব বই প'ড়েই আমি বেশী আমোদ পাই।

শরৎ। কেন, আমোদ বুঝি আর কিছুতে হয় না ? মাস্তবের কাছে যত আমোদ পাওয়া যায়, বই প'ড়ে কি তত আমোদ হয় ?

উপেন। মাস্তবের কাছে আমোদ পাওয়া যায় বটে—যদি সে মাস্তবে মতন মাস্তব হয়।

শরৎ । (চুপিচুপি) যেমন তোমাব চাকলতা, না ঠাকুরপো ?

উপেন । যান আপনি । আপনি খালি ঐ এক বুলিই শিখেছেন ।

শরৎ । আমি তো যাবই, কিন্তু যে থাকবার, সে যে বিছানায় প'ড়ে ঘোমটার ভেতরে হাঁপিয়ে মাথা যেতে বসেছে । যাও, ঘোমটা থেকে তাকে মুক্ত দাওগে । (প্রস্থান)

উপেন । (দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় গিয়া বসিয়া) বনলতা, তুমি কি ঘুমোলে ?

বন । (ঘোমটা খুলিয়া) উহু ।

উপেন । কেন, এখনো জেগে আছ কেন ?

বন । তুমি আলো নির্বিষে দাও, তোমার সনে আমি এখন গল্প করব ।

উপেন । ও আচ্ছা যেন নির্বিষে দিনন, কিন্তু এখন তো আমি গল্প করতে পারব না ।

বন । কেন ?

উপেন । আমার হারি ঘুম পাচ্ছে ।

বন । না, গল্পটি, এখনি ঘুমিও না । এত দিন পবে এটা, আমার সঙ্গে ছোটো কথা কও ।

উপেন । কি কথা বলব বলা দার্থি । হ্যা, একটা কথা তোমাকে আমি বলতে পারি বটে ।

বন । কি কথা বলনা ।

উপেন । আমি মনে করছি বিলোম । একবার ঘরে আসব ।

বন । (বডমড কবিতা উঠিয়া বসিয়া) ওমা, বিলেত যাবে কিগো । ও, বুঝছি, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করা হচ্ছে ।

উপেন । না বনলতা, ঠাট্টা নয় । বিলেতে আমাকে যেতেই হবে ।

বন । (আকুল স্বরে) ওগো, তাহ'লে আমি বাঁচব না ।

উপেন। তোমার এতটা ভয় পাবার কোনই কারণ নেই। আমি কেবল তিন বছরের জন্তে বিলেতে যাব বৈ তো নয়। তারপর আবার তোমার কাছে ফিরে আসব।

বন। না, তা কিছুতেই হবে না। হুঁ, বিলেত থেকে ফিরে এসে তুমি আর আমাকে ফিরে চাইবে কিনা! তুমি এখনি আমাকে দুটি চোখে দেখতে পারো না, বিলেত থেকে সায়েব হয়ে এলে আমাকে আর তোমার মনে ধরবে কেন? আর আমিও তখন বাড়ীর আর সবাইকে ছেড়ে তোমার কাছে যাব কেন?

উপেন। তাহ'লে বল, তুমি আর আমাকে ভালবাসো না?

বন। ভালোবাসি কিনা, মুখে বলতে পারি না। বুক চিরে দেখাতে পারলে দেখাতুম। এই ক-বছরে তোমার বড় মা ছোট মা সকলেই আমার মা হয়েছেন, তোমার বৌদিদিরা সবাই আমার দিদি। তোমাদের বাড়ীর কুকুর বিড়ালটা পর্যন্ত আমার স্নেহের বস্তু। তুমি সায়েব হ'য়ে এলে এঁদের ছেড়ে আমি তোমার কাছে গিয়ে থাকব কেমন করে? (করুণ কণ্ঠে) তাও যদি বুঝতুম যে, তুমি আমাকে পেয়ে সুখী হবে, তাহ'লে তোমার সুখের জন্তেও আমি এসব ছেড়ে থাকতে পারতুম—কিন্তু আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হ'লে কি? (অশ্রুত্যাগ)

উপেন। (গদগদ স্বরে) বনলতা, তোমার মন যে ভালোবাসায় ভরা, আমি তা জানি। তুমি আদর্শ হিন্দু পত্নী। কিন্তু হতভাগ্য আমি, নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারলুম না। তাই তোমাকে পেয়েও আমি সুখী হলাম না।

বন। কেন সুখী হবে না? তোমার সুখের জন্তে আমার কি করতে হবে বল? আমি মরলে তুমি যদি চারুলতাকে বিয়ে করতে পারো, তবে আমি এখনি মরতে রাজি আছি। আমি তোমার সুখের পথে কাঁটা হয়ে থাকব কেন?

উপেন। (সজ্জল নেত্রে) বনলতা, তুমি স্বর্গের দেবী। কিন্তু তুমি ভুল বুঝেছ। আমি চাকলতাকে ভালোবেশেছি সত্য, কিন্তু তাকে আমি বিবাহ করবার বল্লনাও কখনো করিনি। আমার ভালোবাসা অন্ধ রকমের। তার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা আমার কোনদিনই নেই। কিন্তু কিছুতেই আমার স্থখ হ'ল না। আমি নরাধম—তোমাব মতন সোণাব বমলকে পায়ে দ'লে তাই আকাশকুসুম চষনের আশায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছি। এখন আমার হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

বন। (উত্তেজিত কণ্ঠে) আমি আবার তোমাকে ক্ষমা করব ? আমি নিজেই তোমার চরণে শত দোষে দোষা আমার যদি কোন গুণ থাকত, আমি যদি তোমাকে স্থখী করতে পারতুম, তাহ'লে তুমি এমন হবে কেন ? আমাকে পেয়ে তুমি যে স্থখী হ'তে পারলে না, এ দুঃখ আমার বুকে চিতার মতন জ্বলছে। যাও, তুমি বিলেত যেতে চাইছ, যাও। বিলেতে গিয়ে চাকুর ভালোবাসা পেবে যদি স্থখী হ'তে পারো, হও। চাকুরে বিবে কবতে সাধ হয়ে থাকে, বিয়ে কর। আমি আব বাধা হ'লে থাকাবা না। কিন্তু বিলেত থেকে এসে আমার এ কাণামুখ আব তুমি দেখতে পাবে না। শাস্ত্র হ'তে আমি তোমার চরণে চিরবিদায় নিলাম। পরমেশ্বর করুন আর জন্মে যেন তোমাকেই স্বামী পাও, আর তোমাকে যেন স্থখী করতে পারি।

(একতপদে প্রস্থান)

উপেন। (দুই হাতে মুখ চাপিয়া উপাধানের উপরে মাথা রাখিল)



চতুর্থ অঙ্ক

—o*o—

প্রথম দৃশ্য

পরেশবারুর বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ

(উপেনের প্রবেশ)

উপেন । চাক, চাক, চাক ! আমি কি পাগল হয়ে গেলম ? পৃথিবাব
আর কিছুই আমার মনে আসছে না, খালি ভাবছি চাকলতার কথা !
চাক আমার উপরে রাগ করেছে, আমিও রাগ ক'রে তার বাড়ীতে আর
যাবনা ব'লে পণ করেছি । তবু লুকিয়ে তাকে একটবার চোখের দেখা
দেখবার জন্তে, তার গলাব স্বর আডাল থেকে শোনবার জন্তে এখানে ছুটে
আসি কেন ? এই বাড়ীর কাছে এলে মনে হয় কেন যে আমি আপন
জনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি ?.....(এদিক ওদিক পায়চারি করিতে
করিতে) পরশ এসেছি, কাল এসেছি, কিন্তু চাকর দেখা পাইনি, সাড়াও
পাইনি..... . আজও কি বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরতে হবে ? (পায়চারি
করিতে লাগিল)

(বাড়ীর দ্বিত্বের একটি আলোকিত কক্ষের জানালার

কাছে দুটি নরমূর্তি আসিয়া বসিল)

ঐ যে ! ঐ তো চাক না ? হ্যা, চাকই বটে !..... কিন্তু সন্দের ঐ
লোকটি ওষে দেখছি অরুণ---চাকর আদরের গিটার ব্যানার্জি !

(উপরের ঘর হইতে চাকল তার গান শোনা গেল)

ইমন কল্যাণ

হৃদয় হৃদয় তুমি, নন্দন-ফুল-হার !

তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার ।

নৌল অথব চুখন-বত, চবণে ধরণী মুক্ত নিয়ত,
অঞ্চল যেবি সঙ্গীত যত গুপ্তরে শতবার ।
বলকিছে কত ইন্দু-কিবণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ,
চবণ ভঞ্জে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ ।
ছিঁড়ি মথের শত বন্ধন, তোম' প'নে ধায় যত ক্রন্দন
লহ হৃদয়েব ফুল চন্দন বন্দন উপহাব ।

উপেন । চাকর গাইছে, অকণ শুনছে । গানটিও অকণেব শোনবার
মন বটে,—‘হৃদয় সখা’র গান । গান লেখার কায়না আছে বটে, উপাসনা-
সঙ্গীত—না, প্রেমসঙ্গীত সহজে বোঝা যাব না ।

(রাম-লছমন সিং পাহাবাওয়ানাব প্রবেশ)

রাম । (উপেনেব হাত চাপিয়া ধরিয়া) তুমি বোড রোজ এহাপব
‘ডা ছোবব ক্যা দেখতা হায ? তুম্হাবা কুছ বুঝা মংলব হায ?

উপেন । (খতমত খাওয়া) কি—তুম ক্যা বসুতা হায , আনার
হাত ছেড়ে দাও ।

রাম । হুম্ কভা নেহা ছোড়ে গা । তুম সো গা এহাপব কিম্ণোস্তে
রাজ খডা রহতা হায—ওর উষো মকানক ভিতরনে নজর ববতা হায ।
ম এলাপর ক্যা চোরি করে গা ?

উপেন । (ক্রুদ্ধবে ধমক দিয়া) কি । আন চাব । তুমি মুখ
না । ফাকে ক্যা বল । আমাব হা মেরেড দাও ।

রাম । আরে—ছোড দো ছোড দো বাৎ বো লনা স্যা, হুম কভা
‘হ ছোডেগা । তুম্হো হাম থানাং, ব বস । তুম্হাবা হাম মকানক
রিওবি ক্যা মংলব হায ?

(একে একে কয়েক জন পণ্ডিত ওামিয়া ঘটনা স্থানে ভিড

করিয়া দাঁড়াইল)

জটেক পণ্ডিত । কি হয়েছে পাহাবাওয়ানাজা ?

রান। আরে ভাইয়া! দেখো ইয় আদমি এহাপর খড়া হোকর আজ তিন রোজসে ইয় মকানুকে ভীতরমে নজর করতা হায়,—কঁহাপর কুছ্ কোন্ মালুওয়ালু হায় এহি সব দেখতা। ইস্ কুছ্ চৌরীওরীকা মংলর হায় ইয়া দুসরা মংলব হায়?

১ম পথিক। কেন, আপনি ভড়িলোকের ছেলে দেখছি, এমন চোরের মতন রোজ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করেন?

২য় পথিক। আপনার মংলোব তো ভালো বোধ হচ্ছে না!

উপেন। (কাতর ভাবে) আমার মংলোব নেই মশাই, কোন মংলোব নেই! আপনারা এই পাচানাওয়ার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমি কলেজে পড়ি, এবারেই শেষ পরীক্ষা দিয়েছি। রাস্তা দি'খ বাচ্ছিলুম, সামনের ঐ বাড়িতে গান হচ্ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনিছি।

রান। কতি নহি, কতি নহি,—সব বুটা বাং হায়। কাল গান নহী ছয়াথা—পশৌ রোজ গান নহী ছয়াথা। তুম্ কিস্‌ওয়ান্তে এহাপর কাল ওয়া পশৌ খড়া রহাথা? কাল বর্ষাভী ছয়া থা।

উপেন। কাল পবন্ত আমি এখানে দাঁড়িয়ে ঐ বাড়ীর একটি ভদ্র লোকের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। আমি চোর নই, আমার কোন কুমংলোবও নেই, ও বাড়ীর সকলেই আমাকে জানেন।

৩য় পথিক। তবে গান শোনবার জন্যে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন? আপনি তো অন্যগামেই ঐ বাড়ীর ভিতরে গিয়েই গান শুনতে পারতেন!

উপেন (নিরুত্তর হইয়া হেঁটমুখে মাথা চুলকাইতে লাগিল)

রান। (উপেনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে) আচ্ছা, চল ইয়ে মকানুমে, হম তজবিজ্ করোগা, উমো লোগ্ তুম্‌কো পহিচান্তা হায় কি নহী।

উপেন। (ভয়ে বিবর্ণ মুখে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পাহারা-
ওলাকে বাধা দিতে লাগিল)

১ম পথিক। কী, এখন যেতে চাচ্ছ না বড় যে ?

২য় পথিক। বেশ তো, যাওনা ! তুমি ওখানে গেলেই তো দব
জানা যাবে !

৩য় পথিক। পাহারাওয়াজী, ওকে ছেড়ো না, ওখানে নিয়ে
যাও।

উপেন। (নাচার ভাবে পাহারাওয়ালার সঙ্গে থানিকদূর অগ্রসর
হল)

রাম। (নিম্নস্বরে) বাবু, হামকো কুছ বকসিস অকুসিস দো, ইন্
হামকো ছোড় দেগা,—দো একুঠে! রূপয়া বাহির করো।

উপেন। (ঘুষের নামে প্রথমটা থান্না হইয়া উঠিয়া) না, আমি এক
রিসাও ঘুষ দেব না ! (তারপরেই কি ভাবিয়া দমিয়া গিয়া) আচ্ছা
দাও, পকেটে কি আছে দেখি। (পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির
করিয়া, ব্যাগের ভিতর হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া পাহারাওয়ালাকে
দখাইয়া) আমার কাছে যে আর কিছুই নেই !

রাম। উঁহ, হোগা নেহি—তুম চলো !

(পাহারাওয়াল উপেনকে ধরিয়া পরেশবাবুর বাড়ীর

দাম্পত্যে আনিয়া ডাকহাঁক করিতেই দ্বিতলের

ঘরের ভিতর হইতে অরুণ ও চাক

বাহির হইয়া বারান্দায়

আসিয়া দাঁড়াইল)

চাক। (পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া) কি, তুমি এখানে কি চাও ?

অরুণ। (উপেনকে দেখিয়া) Hallo Upendra Babu, what
the matter ? Come in please !

চান্ন। (বিস্মিত কণ্ঠে) তাই তো, উপেনবাবুই তো। আপনাকে কোথা থেকে? কি হয়েছে?

রাম। মাইঈ, ইষে আদমী হররোজ রাতে গ্রাম্যকে উপর খাচা ফোকর আপলোগোকে মকান্পব নজব বরতা হয়। ইস্কা কুছ খবর মংলোব হয় কী নহী? আপলোগ্ ইন্কা পহিচানুতা হয়?

অরুণ। তুম বাবুকে ছোড দো। উন্কা কুছ খবর মংলোব নহী হয়। মংলোক উন্কা জানুতা হয়।

রাম। বহৎ আচ্ছা। সেলাম সাহেব। (প্রস্থান)

অরুণ। উপেনবাবু।

চান্ন। উপেনবাবু, বাড়ীর ভেতরে আসুন।

(উপেন মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাজলপুর—দত্তবাড়ার একটি কক্ষ

শরৎশশী ও বনলতা

শরৎ। দূর হাবা মেয়ে! উপেনকে বঁবে রাখতে পারলি না? কি-বকম বোঁ লো? আমি বাপেব বাড়ী গিয়েছিলুম, তাই, নহলে কেমন ক'রে বিলেত যেত, দেখতুম।

বন। আমি কি করব দিদি? কাকর কথা শুনলেন না, আমায় কথা শুনবেন? আমি তাঁর কে?

শরৎ। কেন, সে তোকে কি বঁলে গেছে?

বন। বঁলে গেছেন, তিন বছরের ভেতরেই কিরে এসে আমাকে

আবার গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমি বলেছি, আমি তাঁর কাছে আর যাব না।

শরৎ। ইস, না গিয়ে তুই থাকতে পাববি কিনা!

বন। পারব বৈকি! যদি বাঁচি।

শরৎ। কেন, মরবি নাকি? মরবি কোন্‌ স্থখে?

বন। বাঁচব কোন্‌ স্থখে?

শরৎ। ছিঃ, মরবার কথা মুখে আনতে নেই বোন! বিলেত থেকে ফিরে এলে দেখিস্, তোর জন্তে পাগল হবে।

বন। কিন্তু এখন তো দেখলুম, পাগল আব একজনের জন্তে। মনে হল তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্তে আগুনে প্রবেশ করতে পারেন— সমুদ্র ঘাঁপ দিতে পারেন। তার ভালোবাসা পাবার জন্তেই তো বিলেত গেলেন। তা যান, তিনি যেখানে গিয়ে স্থখী হন, তাই ভালো। আমার তাতেই স্থখ। কিন্তু আমি বেঁচে থাকলে আমাকে তিনি তাঁর স্থখের পথেব কাঁটা ব'লে মনে করবেন। তাই তো আমি মরতে চাই দিদি!

শরৎ। আমার লক্ষ্মী বোনটি, এত অভিমান ভালো নয়। আত্মহত্যা মহাপাপ, অনন্ত কাল নরকবাস করায়।

বন। না দিদি, আমার কোন অভিমান নেই। অভিমান থাকলে এর অনেক আগেই আমি বিষ খেয়ে মরতুম। কিন্তু আমি বেঁচে থেকে যদি তাঁর স্থখের বিষ হই, তবে আমি মরব না কেন? আমার এখন মরণেই স্থখ দিদি! তোমরা আমাকে মরণের পথ দেখিয়ে দাও!

শরৎ। কিলো নতুন বো! তোর আজ হলো কি? তোর মুখে এর কথা? তুই এ-সব শিথলি কোথায়?

বন। শিখব আর কোথায় দিদি? মনের ভাব মুখ ফুটে বললুম, তার আর শেখানিথি কি?

শরৎ। কিন্তু তোর এ ভাব তো আর কখনো দেখিনি! আজকাল

তোমার যেন কি হয়েছে। দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছি, দেহে ব্যাধিও ঢুকেছে দেখছি! কিন্তু মরবার জন্তে এত ব্যস্ত কেন বোন? আগে উপেন ফিরে আসুক, তারপর যা করবার হৃদয় করিস।

বন। এখন আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব? তোমার কোলে এমন একটি সোনার চাঁদ আছে, তোমার মনে স্বামীবা ভালোবাসার স্মৃতি আছে, কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকব দিদি।

শ্র২। কেন, তুই তো থাকে ভালোবাসিস। আমাদের বেঁচে থাকবার পক্ষে সেইটুকুই যে যথেষ্ট!

বন। না দিদি, আমি মুখ জ্বালাক, কেবল সেইটুকুই সম্বল ক'ন আমি বেঁচে রইতে থাকব পারব না। আমি বেশ এগিয়ে চলেছি— তোমরা আমাকে বাঁচা দিও না।

শ্র২। তুই বড় চাণা মেয়ে। তোমার মনে এটা ছিল জানলে এতদিন কি আমি বাপের বাড়িতে থাকতুম? আমার মাথা খাস বোন, এখনো সম্ভব আছে। এখনো ভালো চিকিৎসা হ'লে সেরে উঠতে পারবি। এত অমন ক'রস নে। জীবনের প্রতি সবলের একটা মমতা আছে, তোমার তাও নেই?

বন। (দাঁড়ানো ফেল) না দিদি, আমার তাও নেই, জীবনের মতো অনেক দিন শূন্য ছেড়েছি।

শ্র২। (নিজের সাশ্রয় মুছে) আবার সেই বগা? এই এক বুলি তুই কতবার শোনাবি? তার চেয়ে এক কথা বলি শোন। তোমাকে খবর পাঠাই, তারা এসে নিয়ে গেলে তোমার মন অনেকটা ভাল হবে।

বন। মাকে খবর পাঠাতে পারো, কিন্তু দিদি, আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না। আমি বেশ বুঝছি, আমি আর বাঁচব না। মরি নে— তাই বই হবে, তাঁরই পাটে শুয়ে মরব। ও দিদি, সে যে আমার কুলশয্যা

খাও, আমার কত আশা, ভালোবাসা বে সেই খাটের সঙ্গে জড়ানো !
সেই খাটে শুয়ে তিনি ঘুমোতেন, আর আমি তার মুখপানে তাকিয়ে কত
দিন চুপ ক'রে বসে থাকতুম। তাকিয়ে দেখতুম—দেখতুম—কেবলি
দেখতুম। সেই খাটে শুয়ে ঘুমের ছদ ক'রে আশার প্রতীক্ষায় শুয়ে
থাকতুম। সে পবিত্র খাট ছেড়ে আমি কি আর কোথাও যেতে পারি ?

(কাঁদিতে কাঁদিতে বনলতার প্রস্থান। পরঃশীও

চোখের ডল মুছিতে মুছিতে পশ্চাৎ অন্তঃসরণ করিলেন)

দ্বিতীয়া দৃশ্য

গবেশ বাবুর বৈসংখ্যান।

একখানা সোণার উপরে শুইয়া প্রভাবতী নাথাব্যাণী । ব্রহ্মাণ্য

আঃ উঃ কলিতছেন ।

(চাকর প্রবেশ ।

ক। বৌদিদির নাথা বুঝি ধরে । . . . ১৬ ১৭ হাজে কি ?
১৭ গার এনে দেব ?

প্রভাবতী । (ক্রুদ্ধ স্বরে) না, তোমার আব ডাক্তারী ক'রে কাজ
না ।এত সকাল সকাল কে তোমাকে বেলুন থেকে বিপর্যতে বলেছে ?
কলিজা আর ভালো লাগে না, নয় ? ওমা, এ-বকম করলে কি আর
জানেনো হয় ! অকণ্ঠে সঙ্গে আমোদ করবাব জগ্রে কলিজা পালানো ।
য'ন অবাক করলে চাক ।

চাক । (বিরক্ত স্বরে) সে কি কথা ! আমি কেন কলিজা থেকে

পালাতে যাব ! এ রকম কথা আমি ভালোবাসি না। তোমার অস্থখ হ'তে পারে, আর কারুর কি অস্থখ হ'তে পারে না ?

প্রভাবতী। তোমার আবার কি অস্থখ হ'ল ? খাবার সময়ে তো অস্থখের কথা মনে থাকে না ! যাও, তোমার সঙ্গে আর বকতে পারি না।
—আমার নাথা বিম্বি বিম্বি করছে, চোখ পুড়ে গেল—উঃ !

চাকর। তাই তো আমি ল্যাভেঙারের কথা বললুম। ডাক্তারবাবুকে ডাকব কি ?

প্রভাবতী। যাও, তোমার নিজের কাছে তুমি যাও। আমার উপরে আজ যে ভারি দরদ দেখছি ! (একখানা কমাল বাহির করিয়া কপাল ও চাখ মুছিতে মুছিতে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।)

(চাকর প্রস্থান)

(প্রবেশবাবুর প্রবেশ)

প্রবেশ। ওকি, তোমার আবার কি হয়েছে, এতনো শুয়ে কেন—ওঃ !
(টুপা খুলিয়া টেবিলের উপরে রাখিলেন)

প্রভাবতী। (চোখ মেলিয়া অতি মৃদু স্বরে) যাও, আমাকে বসে বসে বোরো না—মাথায় ঝঞ্জা য় গেলুম—উঃ ! এত একজন বিবর্তিত করে গেলেন, আবার আর একজন এলেন।

প্রবেশ। (সহাস্যে) তোমাকে আবার বে বিবর্তিত করতে হ'ল, আমি তো ভাবতুম, তোমাকে বিবর্তিত করা বুঝি আমারই কেবল একচেটে।
(চেয়ার টানিয়া শয্যা পার্শ্বে উপবেশন)

প্রভাবতী। থাক, আর রসিকতা করতে হবে না—ওব হয়েছে। উনি খেন কিছুই জানেন না। কোনো থেকে পালিয়ে আসবে, আমি যদি একটা কথা বলি, অমনি আমাকে দশ কথা শুনিয়ে দেবে। কেবল তোমারই ক্ষেত্রে আমি এ সব অত্যাচারও সহ্য করে থাকি।

প্রেম। ও হে, চাকর কথা বলছ ? সে আবার কলেজ থেকে
পাঠানো কবে ? আর পালাবেই বা কেন ?

প্ৰভাবতী। এ 'কেন'র উত্তর আমি আর কি দেব ? যার জগৎ
পালব, তা বুঝি তুমি জানো না ?

প্রেম। বটে—তুমি অকণের কথা বলছ ? তার জগৎ চাকর বলেছ
হাব পালাবে কেন, অকণের সঙ্গে 'না রোজ' সন্ধ্যাবেলায় তার দেখা
হবে ?

প্ৰভাবতী। দেখা হোত্ব, কিন্তু না-সব মনে কৈ ? যাও, ও মি
দর বেশী বৃত্তে পারব না, তুমি নিজে না দেখলে কে আর কোম্বাক
কিছু আদর্শ দিবে দেখাবে বল ?

প্রেম। আমার চোখে আঙুরাচর্য দেখাব সব্বা হয়ে ছ
হবে ?

প্ৰভাবতী। বড় বাড়িবারা সন্ধ্যা গা, বড় বড় বাড়ি হচ্চে।
সব্বা মনের ভাব কি মনে পড়ি না, কিন্তু আমার তো মনে হয় সব্বা
হুনো এই প্যান্ড। উঃ, নাথ্যাটা বড় কিম্ব কিম্ব কবচ্চ।

প্রেম। তুমি সব্বা বাড়িবাড়ি দেখা ? কিন্তু আমার কথা এ, মনে
কিটো সংপাত্ত, তাব সঙ্গে চাকর ভালোবাসা হো শর যদি পছন্দ
হবে তব্বা তেই বা কি ? চাকর এ-সব্বা কাব উপদ্রব ?

প্ৰভাবতী। আমি বলি না। চাকর তো সন্ধ্যা মনে হোব টান
ব খাচ্চ, তার সঙ্গে ত ইট খেটে।

প্ৰভাবতী। না, না, আমি শুনি ছাড়া আর ? অকণ হোব
ব বটে মবাব বা বসপ উঠলে দোচ্চ।

প্রেম। জ্যা, সন্ধ্যা কথা বল দেখি। চাকর প্রাতঃ
সন্ধ্যাবাসা দেব বসপ মনে 'জেলসি' হয় নি হো ?

প্ৰভাবতী। আমার পোড়া বপান শর কি। যাও, আমাকে ছাড়াও

না—। তামাদের যা খুসি কর, আর আমি কোন কথা কইব না। উঃ
মাগো, আমি সে গেলাম।

(পাশ ফিরিয়া শয়ন ও পরেশবাবুর প্রস্থান)

' অল্পক্ষণ পরে বেথান চাষের টে আনিয়া প্রভাবতার পাশে

একটা ত্রিপায়ার উপরে স্থাপন করিল)

বেথার । গাইজী, চা।

প্রভ বত্তী। (উঠিয়া বসিয়া) বাঃ কোথায় ?

বেথার। গাহার গিণা।

প্রভাবতী। আচ্ছা, তুমি যাও। (বেথারার প্রস্থান) বাড়ীস্থ
সমস্ত অৰুণ আর চারুকে নিয়েই মত্ত,—আমি যেন এখানকার কেউ নই
('পরান্নাষ চা ঢালিতে ঢালিতে, আমাকে গ্রাহক কর না' । চায়ে
চিনি মিশাইয়া একখানা 'বিস্কুট' তুলিয়া এলেন)

(বেগে টহলরামের প্রবেশ)

টহলরাম। সর্বনাশ হুয়া, সর্বনাশ হুয়া।

(প্রভাবতী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার হ'ও হইও অকপট
বিস্কুট খিড়িয়া গেল)

টহলরাম। 'সবি, সর্বনাশ হুয়া' । 'ববুকা টম্ টম্ গাড়ী একদে
চোরাম গাড়ীকা সাথ বাঁকা-বাগকে শের্ডির দি'রাছে। খোড়া ভয়
হয়েছে। বাবু বেহঁস হোয়ে গির দি'রাছেন। আমি ওন্কো মিটিকাল
কলেজ হাসপাতালে রাপ্তে লেটে এয়েছি। (হঠাৎ চাক প্রবেশ
করিয়াছে)

চাক। ওগো, সে কি কথা গো। চা, চা—শীজ চা—দাদ
কোথায় আছেন, আমাকে দেখেন নিয়ে চা। 'ও দাদ, দাদা' তুমি
এখন কোথায় ?

প্রভাবতী। (ক্রমাগত মুখ মুড়িয়া দপ্পণের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন
এ তাড়াতাড়ি কেশ বিছাদ করিয়া লইয়া) আমি হাসপাতালে বাব—
গাড়া বোলাও । আর ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো, তিনিও আমার সঙ্গে
ব'সন ।

(সকলের প্রস্থান । বস্তুময় শানিকম্পন অন্ধকার হইয়া রহিল
এ পর ধীরে ধীরে আলোকিত হইল । চোখে ক্রমশ চাপা ও ডাক্তারবাবু
এক ভর দিয়া প্রভাবতীর প্রবেশ)

প্রভাবতী। (সোফার উপর গিয়া শুইয়া পড়িয়া , ঠা শুদ্ধ)

ডাক্তার। (সোফার পার্শ্বের আসনে বসিয়া) ভয় কি—হাস আমি
একটু আপনাদের ভয় কি ।

(চাকলতার প্রবেশ)

চাক। (ভূমিতলে আছড়াইয়া পড়িয়া) দাদা, দাদা । তুমি আমাকে
এ কোথায চ'লে গেলে ? তুমি যে আমাকে ব'ত ভালোবাসতে ।
এ আমার আমার যে আর কেউ নেই দাদা । আমার দশা কি হবে দাদা !
এ মি কোথা । বাব ব'লে দাও দাদা—একবার তোমার ডঃখিন ভগ্নাকে
এ দাদা । দাদা, দাদা গো । (মুখ)

চতুর্থ দৃশ্য

প্রভাবতীর বস

একখানা ইঞ্জিচেয়াবে প্রভাবতী, গাশের আসনে ডাক্তার একবার ।

ডাক্তার। বাঃ, ইসে—উচ্চ কথা বলতে খুব দোষ কি । আপন
এ, এ রেন, আমি চাককে বলব এখন ।

প্রভাবতী। তবে আর বেশী দেরি কববেন না। আজই বল ফেলুন। আর কত দিন এই ভাবে যাবে।

ডাক্তার। আচ্ছা, আপনি চাককে এই ঘরে পাঠিয়ে দিগে তত্ত্বা বয়ে গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন।

। প্রভাবতীর পস্থান। অনতিবিলম্বে চাকর প্রবেশ)

চাক। আপনি আমাকে ডেকেচেন ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, ঐখানে বোনো। (চাক একখানা চেয়ারে বসিল)
দশ চাক, ইসে—একটা কথা আছে। তোমার বৌদিদি নাচ তোমাকে বলতে লজ্জাবে ধ কবেন. এই আমাকেই তাঁর কথা বলতে হবে। ইসে—
একটু তুমি যেন কিছু মনে করো না।

চাক। আপনি কি বলতে চান বুন।

ডাক্তার। (দ্বানালার দিগে মুখ ফিরাইয়া দর্শনঃ হস্তেব তত্পনা
দাবা মাংস খুটিতে খুটিতে) কথা হচ্ছে এই। তোমার দাদা—
ইসে বিবাহের সময়ে এই বাঙাটা তোমার বৌদিদির নামে 'গায়ে
লিয়েছিলেন—

চাক। তা তো জানি।

ডাক্তার। তিনি আর কোন নগদ স্পর্ধি রেখে নন।—হাস
কবল ল হফ ইনগিওরেন্সেব কয়েক হাজার টাকা। তাও আবার পণ্যমর্শে
কাজার ষ দক বেশী করেছিলেন—মাগে খুব সামান্যই ছিল।—ইসে—সে
টাকাও তোমার বৌদিদিব।

চাক। হ্যাঁ, সে টাকা তো তাঁরই।

ডাক্তার। তাহ'লেই বুঝচ তো, ইসে—তোমার মন। তিনি কহঃ
কথেন যান নি ?

চাক। হ্যাঁ, তাও আমি জানি। দাদার স্নেহই আমার একমাত্র

দখল ছিল। আমার ভূতগ্যক্রমে তাঁকে হারিয়ে আজ আমি সব হারিয়েছি। (ক্রন্দন)

ডাক্তার। কেঁদনা চাক, কেঁদনা—ইসে—কথা হচ্ছে এই, এখন উপায় ক' ? অগ্নের গলগ্রহ হয়ে থাকা তো আর ভালো দেখায না, তা উচিতও নয় ! তোমার বৌদির হাতেও টাকাকড়ি কিছুই নেই। সেই লাইক ইন্সিওরেন্সেব টাকা তো আর শীঘ্র পাওয়া যাবে না, আর পাওয়া গেলেও তা এখন খরচ করা হবে না। সে টাকা হচ্ছে ভবিষ্যতেব দখল। এত ছেলেদের—ইসে—দুভার খরচ আছে, ইসে—মেয়ের বিবাহ আছে, আরো কতকম খরচ আছে। তাই তোমার বৌদিদি এত বাড়ীখানা ভাড়া দিতে চান। ছেলেদেব নিয়ে তিনি আর একখানা ছোট বাড়ীতে উঠে যাবেন। ইসে—তুমি এখন কি করতে চান ?

চাক। (দাঘখাস ফেনে) যাতে তার সুবিধে হয়, তিনি তাইই করেন। তাব গলগ্রহ হয়ে আমি থাকতে চাই না। কিন্তু আমার যে উপায় করেন তাইই হবে।

ডাক্তার। বেশ কথা। তুমি ক্লিমেন্ট, ইসে—সব বুঝতে পারো। কিন্তু তো উপায় করবেন, তবে তার আগ তো—ইসে—তোমারও একটা চেষ্টা ক'উচি ? ইসে—জানো তো—God helps those who help themselves।

চাক। ও তো জানি। কিন্তু আগে তো একথা আমি বুঝতে পারিনি যে, আমাকে হঠাৎ এইভাবে নিজের কথা নিজেরই করে নিতে হবে। এখন জানলাম, এখন খেবে চেষ্টা করব।

ডাক্তার। কিন্তু চেষ্টাটা শীঘ্রই ক'বা দরকার। এখনি—ইসে—খরচের তালিকানি হচ্ছে। নন্দ তাব তো আর কিছু রেখে যান নি ! এ বাড়ি ভাড়া দেওয়ার অগ্নে এসে—গোফও ঠিক করা হয়েছে। তাব আরের মোহবারে আসবে !

চাক। পরের সোনবারে, এত তাড়াতাড়ি ?

ভাক্তার। ইসে—ইয়া। তুমি—ইসে—বিবাহ করতে চাইলে, কত শিষ্ট যুবক তোমাকে—ইসে—আদর করে এখন গ্রহণ করবে।

চাক। (রুট স্বরে) বিবাহই কবি আর যাইট করি, তা আমি নিঃশেষ করব। সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই না।

ভাক্তার। (গাত্রোত্থান করিয়া) রাগ কর কেন ? ইসে—আমি কি আর অগ্রায় কথা বল ছ' ইসে—বন্ধুভাবে তোমাকে সহপদে দিচ্ছি। যা করতে যা—ইসে—শীঘ্র কর। মোটে এই সাতদিন সময় (প্রস্থান)

চাক। (কিছুক্ষণ নিশ্বাস নেয়া শুরু হইয়া বসিয়া বসিয়া—তার মনে অসুখের স্মৃতি উঠিল। সক্রমণে) আমি যে ভয় কবেছিলুম তাইট হ'ল, দাদা—দাদা ! তুমি এখন কোথায় ? আমি যে এক পায়ের ভিত্তিরী হইলাম ! আমি এখন কোথায় যাব, কার অশ্রয় নেব ? হে ঈশ্বর ! পথ দেখাও, আমাকে পথ দেখাও

(অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। Hello! You look very pale,—আপনার অসুখ নাকি ?

চাক। তা তো দেখতেই পাচ্চেন। বড় ভাগ্যি আপনার, গত একদিন পরে আজ আপনার দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু আমাব স্বপ্ন কাট ভেঙেচে।

অরুণ। যা সে সব আশা ভুলেছি। আমি একটা মোকদ্দমার মকদ্দমে গিয়ে আটক পড়েছিলাম। সবে কাল ফিরে এসেছি, এসেই এক দুঃসংবাদ কথা শুনলাম। Oh, such a sad death—so sudden আপনার দাদা একদিন বা বাস্তবিক লোক ছিলেন—a saint-like

man—one in a million। তার মৃত্যুতে গফঃস্বলের ব্রাহ্মরও
শোক প্রকাশ করছেন।

চাক। কেবল ব্রাহ্ম কেন, সব সম্প্রদায়ের লোকই তার মৃত্যু
কাঁদছেন।

(চোখে ক্রমাগত দিবা ক্রন্দন)

অরুণ। (মৃদুস্বরে) Oh, a beauty in tears is simply
fascinating। (স্বাভাবিক স্বরে) তা তো বটেই, ও রকম সাধু
পণ্যবান লোকের জন্তে কে না কাঁদবে ? কিন্তু আবাব বোধ হয়, আপনি
এ বেলী কৈদে কৈদে নিজের শরীর নষ্ট করছেন। ছিঃ, এত কান্না উচিত
নয়। মরতে তো সকলকে ধন্যই—it is a debt we owe to
nature।

চাক। সে কথা ঠিক। কিন্তু আমার কথা শুনলে আপনি বুঝতে
পাবেন, আমার কান্নার এই মৌ স্তবক—এ জ্ঞ নে এত আর শেষ নেই।

অরুণ। সে কি কথা।

চাক। হ্যা। আজ আমি পথের কাঙালিনী। ঐ যে পাখাটা উড়েছে,
সেই মাথা গোঁজবার একটা বাগা আছে, কিন্তু জৈশর আমার জন্তে নে
পায়ও পাবেন নি।

অরুণ। What do you mean? আপনি কি বলছেন ?

চাক। দাদর এই ঠাণ্ডে মৃত্যুও। আমি আনি একেবারে নিবাস্থর
য়ে পড়েছি। আর সাতদিন পরে আমাকে এ বাড়ী ছাড়তে হবে—
আমার বৌদিদির এর আদেশ।

অরুণ। কি ? এন্দুর ? তিনি নিজেই এমন আদেশ দিয়েছেন ?

চাক। নিজেই বৌক ? অবশ্য মস্ত্রীও অভাব হয় নি।

অরুণ। Oh, what a heartless woman! তাঁর প্রাণে কি
একটুও স্নেহমমতা নেই ?

চাক। আছে, তবে তা অন্ধের জন্তে ।

অরুণ। But if she is so heartless, the world is not so ! শুভ্রন, অনেক দিন থেকেই আপনাকে একটা কথা বলব বলব মনে করছি, কিন্তু বলি বলি ক'রে বলা আর হয় নি । এতদিন আমাকে আপনি কি চোখে দেখেছেন, জানিনা ; কিন্তু আপনাকে আমি প্রথম যেদিন দেখেছি, সেই দিন থেকেই ভালোবেসেছি । অবশ্য, আমি আপনার প্রেমলাভের যোগ্য নই, কিন্তু আপনি যদি আমাকে দয়া ক'রে গ্রহণ করেন, তাহ'লে আমি আপনাকে নিজের গৃহে নিয়ে গিয়ে ধন্য হব । আপনি—আপনি কি বলেন ?

চাক। (খানিকক্ষণ নীরবে মাটির পানে তাকাইয়া রহিল । তারপর নিজেও চোখ দুটি তুলিয়া ধীরে ধীরে অরুণের চোখের দিকে তাকাইল । তার চোখে প্রেমের ভাব । তার ওষ্ঠে বিদ্যাতের মত একটু হাসি ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল) আমি—আমিও—আপনাকে—(মাথা নামাইয়া আবার মাটির দিকে তাকাইল) ।

অরুণ। বুঝি চাক, আর বলতে হবে না । (চাকরতার কণ্ঠ বেটেন বসিয়া তার মুখেও দিকে নিজের মুখ লইয়া গেল)



পঞ্চম অঙ্ক

—:~::~~:—

প্রথম দৃশ্য

ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ির একটি ঘর

ডাঃ চক্রবর্তী ও প্রভাবতী একটি টেবিলের দুইপাশে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছেন। উভয়েরই মুখ অপ্রসন্ন।

প্রভাবতী। দেখ প্রভা, তোমার এ সব বাড়াবাড়ি আনাগানো লাগে না। এ রকম করলে—হসে—আমি আর সংসার চালাতে পারব না।

প্রভাবতী। তুমি সংসার চালাতে পারবে না। সংসার তোমার চালাতে পারবে না।

ডাক্তার। হসে—নিশ্চয়তাই।

প্রভাবতী। হঁ, তাইই বাটে। বলাতে তোমার লজ্জা হয় না। প্রভা, আমি তোমাকে বিবাহ করব—

ডাক্তার। হসে—তুমি আমাকে বিবাহ করেছ, না আমি তোমাকে বিবাহ করেছি। আমি না পারলে তোমার মতন বিবাহকে যে শক্তি দাবনটা—হসে—আইবুড়া হয়ে যাচ্ছে হে।

প্রভাবতী। বাবু, ও-কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি এক করতে পার না। কিন্তু আমার সঙ্গে বিবাহ না হলে আজও তুমি কে যে—মরে সেই-তিমিরেই থাকতে হতো।

ডাক্তার। তিমির?—হসে—তিমির মানে কি?

প্রভাবতী। অভিধান খুলে দেখো। ছিলে হাতুড়ে ডাক্তার—রোগীরা তোমাকে ঘরের দূত বলেই জানত। কিন্তু রোগীদের মতন আমিও

তোমাকে বয়স্কট করি-নি বলে এ যাত্রা তোমার কপাল ক্ষিরে গেছে—
ডক্টর জি চএবর্গী সেজে, আগার জমানো টাকা ভাঙিয়ে খেয়ে-দেয়ে মনের
স্বখে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ। আগে থাকতে ভিজ্জে বেড়ালটিব মত, এখন
আমাকে বাগে গেয়ে বাঘের মূর্তি ধারণ করেচ। ছিঃ।

ডাক্তার। তোমার টাকা? তোমার টাকা কি-রকম? তোমার
মতন একটা cadaaverous looking বুদ্ধ বিববাকে গ্রহণ করে যে টাকা
আমি আমার বিববাব—ইসে—বৌভুক পেয়েছি, সে টাকার আর তোম
অধিকাব কি?

প্রভাবতী। তোমার কখনো শুনলে তার প্রতিবাদ করে? আমাব
দুঃখ —

ডাক্তার। তুমি প্রতিবাদ কর কেন? আমি যা বলি তাই মেনে
নাও

প্রভাবতী। তুমি শুধু স্বকণ্ঠে নও, তুমি একটি অসহ্য জীব! এ
সে কথা শুনে বাথ, আমাব টাকা আমি যে ভাবে ইচ্ছা করব
কবব, তাতে তোমার কোন বাবাই আমি মানব না। তুমি খান
ছোট-দেব পড়াশনোর টাকা কমাতে চান, কিন্তু আমি নাতে মোটেই
নহ। আমি যে আমার অসময়ের সম্বল ছেলেহীক মূর্খ করে রেখে
তোমার মতন এক তাদের মুখেই তব দিয়ে পুঙ্খ, আর তারপর
যখন দংশন করবে, তখন পথে বসে মরবে, এতখানি ভা। মনের কোণে
স্থান দিও না। আমি তোমাকে চিনেছি, আর আমাকে ভোলা
পারবে না।

ডাক্তার। তুমি যে-সব কথা বলাছ, এ শুনে আমার—ইসে—বা
হচ্ছে কিছ।

প্রভাবতী। রাগ যদি হয়, আমাব দেওয়া ভাত বেশী করে খেও
আর এক কথা। আমি হিন্দুদের ঘোমটা-পরী বালিকা-বধু নই। আমাব

বার সঙ্গে খুঁসি মিশব, কথা কইব, বেড়াতে যাব, এ-বিষয়েও কোন নিষেধ চলবে না।

ডাক্তার। ইসে...চলবে না কি, আলবৎ চলবে! আমি তোমার স্বামী, আমি তোমার পরেশবাবুর মতন বোকা বুদ্ধদেব নই, তোমার সামনে—ইসে—ধ্যানস্থ হ'য়ে ব'সে থাকব না। আমার বাড়ীটা গুপ্তপ্রেরের বৃন্দাবন নয়, এটা সর্বদাই মনে রেখ।

প্রভাবতী। শিক্ তোমাকে, তোমার মুখে পরেশবাবুর নাম?

ডাক্তার। ইসে—তবে কার নাম করব? তোমার সঙ্গে এখন বে-সব প্রেমিক পুরুষের আলাপ হয়েছে, তাদের নাম তো আমি জানিনা।

প্রভাবতী। তোমার কথা শুনলেও পাপ হয়।

ডাক্তার। কিন্তু আমার সঙ্গে আগে যখন লুকিয়ে—ইসে—প্রেম করত, তখন বুঝি কোনই পাপ হতো না? তোমাকে বিশ্বাস কি? তুমি পরেশবাবুকে যেমন ঠকিয়েছ, আমাকেও তেমনি ঠকাতে পারো।

প্রভাবতী। উঃ! (উঠিয়া প্রস্থান)

ডাক্তার। (প্রভাবতীর গমন-পথের দিকে তাকাইয়া দ্রষ্টব্য হস্ত। তারপর একটা চুরোট ধরাইয়া টানিয়া মুখ বিকৃত করিয়া) ইয়া রে জগা—

(জগার প্রবেশ)

জগা। আজে ইয়া কর্তাবাবু!

ডাক্তার। ব্যাটা, আবার আমাকে বাবু বলছিস?

জগা। (জিভ কাটিয়া) ভুল হয়েছে কতা-সায়েব, এই নাক-কাণ মলিচি। (নাক-কাণ মলিল)

ডাক্তার। ফের তুই এ চুরুট কিনে এনেচিস্ কেন, এ চুরুট কি ভদ্রলোকে খায়?

ভগ্না। আজ্ঞে, গিন্নিমা যে বললেন, এত দামের চুকট আর কিনতে হবে না।

ডাক্তার। গিন্নিমা বললেন, হৈসে—গিন্নিমা? আর আমি বুঝি এ বাড়ীর কেউ নই?

ভগ্না। আপনি তো এ বাড়ীর সব, কতাসায়েব। হুজুরের হুকুম পেলে আমি এখনি বাস্তু ভেঙে টাকা বের করে চুকট কিনে আনতে পারি।

ডাক্তার। থাক, অতটা আর করতে হবে না। এব ব্যবস্থা আম পয়ে করব। আগাত্ত: যা বনি শোন। আমি এখন বাইবে যাচ্ছি ফিরতে দেরি হবে। যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি বাড়ীর ভেতরে কাউকে মাথা গলাতে দিবি না—বুঝনি তো?

(গার্মোখান)

ভগ্না। আজ্ঞে হ্যাঁ কতাসায়েব, এখনি আমি সদরে গিয়ে এসব বাড়ীর ভেতরে একটা মদ্রা নীচ পর্যন্ত চুকতে দেব না—

ডাক্তার। হ্যাঁ, তাই। আব ছাখ, বাড়াব ভেতর থেকেও যে যেন বাইরে না যায়।

(প্রস্থান)

(বাহুরে বাহুর পোষাকে প্রভাবতার প্রবেশ)

ভগ্না। (প্রভাবতার স্মৃথোগিয়া দীড়াইয়া) কোথায় যাচ্ছেন গিন্নিমা, প্রভাবতা। সে কথায় তোর দরকার কি?

ভগ্না। আজ্ঞে, কতাসায়েবের হুকুম—

প্রভাবতা। হুকুম? কি হুকুম?

ভগ্না। তিনি না আসা পর্যন্ত এ বাড়ী থেকে কেউ বেরতে পারবে না।

প্রভাবতা। কেউ বেরতে পারবে না? আমিও না?

দ্রুগা । আন্তে—

প্রভাবতী । বটে, এতদূর ? আচ্ছা—

(বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান)

দ্রুগা । গিন্নীমা এতদিন ঘুম দেখছিলেন, এইবার থেকে ফাঁদ দেখবেন আর কি ।
(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিঃ অরুণ ব্যানার্জির বাটীর একটি কক্ষ

ঘনপানি বিলাতী ধরণে সাজানো । মাঝখানে একটি গোলা টেবিলের
দু মনে একখানা সোফাস অরুণ বসিয়া আছে । টেবিলের উপরে মদেব
ডকাটাব ও গেলাস প্রভৃতি রহিয়াছে ।

(মিস্ লজ্জাবতীর প্রবেশ)

অরুণ । Well, bird- of a feather flock togetherr—and
here we are.

লজ্জাবতী । তুমি মদ খাচ্ছ ?

অরুণ । না, আমি ব'সে ব'সে স্বপ্ন দেখছি ।

লজ্জাবতী । (অরুণের পাশে গিয়া বসিয়া) তাহ'লে ডিয়্যার, তুমি
স্বপ্ন দেখতে দেখতেও মদ্যপান ক'রে থাকো ?

অরুণ । হুঁ, I'm abstemious enough in real life. but
in dreams—oh, by George !

লজ্জাবতী । তা বুঝেছি বন্ধু !

অরুণ। আজকাল তে'মার নাম লোকের মুখে মুখে শুনি।
The Calcutta press is full of your case—you are famous.

লজ্জাবতী। Infamous, you mean.

অরুণ। That is a matter for your conscience to decide

লজ্জাবতী। বাবিস। আমি conscienceএর কোন দায় নেই। আমি হচ্ছি সুন্দর বাসন্তী প্রভাতের এ-একটুকু হালকা প্রজাপতি—যুগে যুগে মধুচয়ন করা আশার চীবনের সাধনা!

অরুণ। কিন্তু আমার পক্ষে তুমি তেঁর মতো মদ্যমত্ত কোন বল দেখি। আমার কাছে তো মধুর অভাব হবে না।

লজ্জাবতী। তুমি না ডাকতেও এসে হাজির হই, এর চেয়ে আরও কত দয়া তুমি প্রত্যাশা কর?

অরুণ। দেখ লজ্জাবতী, সত্যি বলছি—there are times when I'm alone, when the whole world is you, and nothing else has any meaning.

লজ্জাবতী। অরুণ—please। বিলাতে গিয়ে নারীর চিত্ত ধর কবাবার আটটা দে তুমি খুব ভালো ব'রে চরিত্র ক'রে এসেচ, আমি তা জানি। কিন্তু আমার কাছে তোমার আর সে পার্শ্বীয় মূর্তন ক'রে দেবার দরবার নেই। আমি তো ধরা দিয়েই আছি, আমাকে আর ধববার চেষ্টা কেন?

অরুণ। না-ধরতেই যে ধরা দিতে আসে, জীবনে তাকেই বোম্ব দ্বয় সহজে ধরা যায় না। (মুগ্ধপান)

লজ্জাবতী। তানয় অরুণ, তানয়। প্রেম ক'রে ক'রে প্রেম করবার অভ্যাসটা তোমার বন্ধমূল হয়ে গেছে। প্রেমের অভিধান থেকে যতগুলো

বুলি তুমি মুখস্থ করেছ, সময় অসমর্থ নেই, স্থান কাল-পাত্র নেই, তুনি
ও মৰ্শনার মতই আউডে যেতে চাও। Oh, it's scandalous.

অবশ্য। Exactly. সুন্দরী, রতনে রতন চেনে। একমাত্র তুমিই
আমাকে চিনতে পেরেছ, আর সেইজন্তেই তো আমি তোমাকে এত বেশী
ভালোবাসি। • • • কি হ ভালোবাসার কথা এখন থাক, তুমি একটা গান
গাও (মন্তপান)

লজ্জাবতী। মিসেস ব্যানার্জি এ আবহাওয়া আমার গান সহ হবে
না বন কি ?

অক্ষয় মিসেস ব্যানার্জি বাড়িতে নেও। তুনি গাও।

(লজ্জাবতী পিয়ানোর সামনে গিয়া) গান গান করি ।

অক্ষয় গান শুনিতে শুনিতে ঘন ঘন নতুন

ফিতে গাড়ি ব

ন

পাশে চাব কোনবা শাসবে ডাং পে য আ গা গা

প্রম-ক্যালে পলাগ মন চগন কবি মন হাওয়া

*

*

বারে বার কবিতা

এখন নতুন গা গা

এ বার বার মন পাশে ক্যালে

*

*

আমি যে গো সুখে, না আ কা

ড্রিগি নি য আসিব অমোদ

*

আমি কেবল বান বা

বালোবাস চাকরো আ

বালোবাসেখার মনে পাব বাস

অরুণ । (মদের গেলাস হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নাচি-
নাচিতে, স্ববে)

“Dance my Mary, kiss me sweet ।”

লজ্জাবতী । অরুণ, তোমার নেশা হয়েছে ।

অরুণ । হয়েছে, আলবৎ হয়েছে—আমি এখন দখিন দায়রা
দেখণ্ডে ছুটিছি !

লজ্জাবতী । আচ্ছা, তাহলে এখন তুমি দোতলায়ান অবস্থায়
থাকো, আমি বিদায় হইম ।

(প্রস্থান)

অরুণ । লজ্জাবতী, লজ্জা, লজ্জা ! শুনে না—যাক গে ।

(মত্তপান করিয়া স্বরে)

“Dance my Mary, kiss me sweet ।”

(চাকরতার প্রবেশ)

অরুণ । Who are you ? Oh, my love—my sweetest
dearest, loveliest love—my Mary Smith ! Are you
Miss Smith ? Kiss me—kiss me Miss । (চাকর নাম হু-
কাছে মুখ আনিয়া)

চাক । (মুখ সবাইয়া লইয়া ঘৃণাভরে) আমি তোমার মত মদ্যপান
আমি চাক ।

অরুণ । চাক ? ধেং—

(চলিতে চলিতে প্রস্থান)

চাক । এট হচ্ছে বিবাহিত জীবনের সুখ ? আমি বেন ফ্রান্স
ক্যাল নিয়ে রাস্তায় বেকলম না ? হে ঈশ্বর, আমার কপালে এটি লিখেছিল ?
(সোকার উপরে ওপুড ওটরা পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল)

(প্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্রমুখী । (একবার টেবিলের উপরে মদের সংজ্ঞামের দিকে এবং
কবাব রোক্তমান চাকলতার দিকে চাওয়া অলক্ষণ নীরবে ঠাড়াইয়া
কিয়া, চাকব কাছে গিয়া কোমল হুধে) চাক ।

চাক । (তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া চোখের জল মুছিয়া) তুমি কখন
এ দিদি ?

প্রমুখা । এখনি । তুমি বাদাছিলে ।

চাক । (মাথা নামাহযা নীরবে নাচ ।)

প্রমুখা । কেন কাঁদছিলে ?

চাক । দাদা, মেরি স্মিথর নাম আপনাব জানেন ?

প্রমুখা । (সচমকে) ও নাম কুসি কব কাছে শুনে ?

চাক । আগাব স্থানীর কাছ থেকে ।

প্রমুখা । শকণ ? শকণ তে মা সব মনে নগেছে ।

চাক । না । তবে স্মিথ মদ থবে মনি আগাকে মেরি স্মিথ বগে
মন কবোছলেন ।

প্রমুখা । (আশ্চর্য হইয়া) ও, তাহ ব

চাক । না দিদি, আমি আরো বেশী শুনেছি । মেরি স্মিথ এক
সময় এক বারনেড—একদম দো গান মদ বিকী কাত । আমার স্থানী
মদ মেরি বিবাহ কলেন । মেরি বসই মেরি স্মিথ আগার স্থানীর
মন বিবাহের চুক্তিভঙ্গে এক মামলা বগে পঞ্চাশ পাউণ্ড ডিদি পায় ।
মেরি দাস্তার মাতলানি কবাব দকণ ও আমার স্থানীর শাস্তি হযেছে ।

প্রমুখা । (সর্বস্বয়ে) এ সব কথা তুমি কি কবে জানলে ?

চাক । উলেনবাব বগে আগার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন । তিনি
মন মলগতে । আগার স্থানীর ব্যবহাব দেখে আমার মনেই হয় তাহ
বলাতা জীবনের কথা জানবাব জগ্রে উপেনবাবকে আম চিঠি

শব্দে হয়। এ ছাড়া আব তো কোন উপাস দেখি না।.....(উঠিয়া
সিঁড়িয়া) আচ্ছা বোন, আদ্র তাই'ল আসি, বাড়িতে আর অনেক
কিছু।

(પ્રશ્ન)

(জুহু ভাতের চণ্ডে যুগ বাগিন। চাকু পান্যেব মূর্ত্তি মতন বসিয়া
রাত। রঙ্গমঞ্চের খালাক ধরে ধীরে নিবিনা গেল। অল্পক্ষণ
গন্ধবাবের পর ধানে দীবে আবার আনোক জ্বলি। চাণ্ডাখানা সেই
খানার আচ্ছ।)

(७ १५६८ ९ ० ।) (स ६२० १३ । अक्षर ३ ।)

অকল। তুমি । পোয়ন এমন কলে বাস আছ। (চাকর হাত
গার।

১। যক্ষ্মা । ২। হোম বারিমা শীত ছাড়ান সন্দেশে উষ্ণতা নাড়াইয়া, তাঁর
দেহে জ্বরের চেন নাই। আসামের ছোট এসেল ৭ দেহ তাতে একদিন
৩। মরিচ দিয়া। ৪। ধর্মের ছাঁট, লোমের সেটনা পাব খাত আগার
৫। দিল্লী পাও

কম। (১০-২৫.০) টি ছাত্র টি ড্রাগা বাসিন্দাকল্পণ অবাধ
... জ্বর দাঁড় চ্যুত থাকি শ্বিতের কয়কে

১৫। সে হোৱাৰে গামাব কোনাৰ ক'ৱাশে।

অকণ। যাচ্ছি। মান্নাম একদিন না-না-না আন' বঁদে গা হায়ছিল
 তা ১০ মাসে প্রথমে বেলায় এমন শান্তি-শান্তি কহুমাছ অস্তিত্ব নয়।
 কিন্তু এতবাব্দেও তৈরি হয়নি।

গার। গানি, জানি—খুব ভালো ছেলে ওসি। তাই স্কুলেই তোমার
অনন্দ আর হেজাৰনটা তোমার সাথী। কাবে বোবাচ্ছ ভাই? আ

কত ছলনা করতে চাও ? তুমি আমার জীবন ব্যর্থ ক'রে দিয়েছ—আমি চন্দন-তরু ভেবে বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করেছি ।

অরুণ । (উত্তেজিত কণ্ঠে) দেখ চাক, বেশী বাডাবাড়ি করো না । আমিও তোমার চরিত্রের কথা কিছু কিছু জানি ।

চাক । আমার চরিত্রের কথা !

অরুণ । হ্যাঁ । উপেন-মাষ্টারের সঙ্গে তোমার যে প্রেমের খেলা হয়েছিল, আমার তা অজানা নেই ।

চাক । (বেদনাবিদ্দীর্ণ মুখে দুই কাণে হাত চাপা দিল)

অরুণ । সে কার জন্তে তোমাদের বাড়ীর আনাচে-কানাচে রাহে ঘুবে বেড়াত, কেন সে পাহারাওয়ালার হাতে ধরা পড়েছিল ?

চাক । (সক্রোধে) মিথ্যাকথা । তুমি যার নাম করলে, তুমি তার পায়ের বুলোরও যোগ্য নও ।

অরুণ । (তিক্ত হাস্য ক'রে) তোমার বেলায় মিথ্যা, আর আমার বেলায় সত্য ! মনে রেখো, তুমি বোয়ে যাচ্ছিলে, আমিই তোমাকে উদ্ধার করেছি । পরেশবাবুর স্ত্রী তোমাকে ভিখারিণীর মত পথে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর আমি অন্তগ্রহ ক'রে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি ।

চাক । ফিরিয়ে নাও—তোমাব এ অন্তগ্রহ ফিরিয়ে নাও, অ মি তোমার এ অন্তগ্রহ চাই না ! এর চেয়ে আমার পথের ভিখারিণী হওয়াও ভালো ছিল । তোমার প্রতি আর আমার কোন ভালোবাসা নেই—ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, বিশ্বাস কিছুই নেই । তোমার সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ আজ থেকে শেষ হ'ল ! আজ থেকে তোমার যুষ্টি আমার কাছে সর্পতুল্য—তোমার গৃহের বায়ু আমাব কাছে পুতিগন্ধতুল্য, তোমার দেওয়া বস্ত্র-অলঙ্কার আমার কাছে অগ্নিতুল্য ! আজ থেকে আর আমি এ নরকে বাস করব না—বিনি সকল জীবের আশ্রয়দাতা, সেই ভগবানই আমাকে আশ্রয়দান করবেন । (বেগে প্রস্থান)

অরুণ । (নতমুখে, নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিত্তরদিকে গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

বীরেনের ঢাকার বাসা

বীরেনের স্ত্রী বসিয়া কুটনা কুটিতেছিল, চারুলতা বীরেনের কণ্ঠা লিনীকে কাপেট বোনা শিখাইতেছিল ।

চারু । তারপব দিদি ! তোমাব স্বামীর এই বিলাতপ্রবাসী বন্ধুটির নাম কি ?

বীরেনের স্ত্রী । উপেনবাবু ।

চারু । (সচমকে) উপেনবাবু ?

বীরেনের স্ত্রী । হ্যাঁ, উপেন্দ্রনাথ দত্ত । .. কিন্তু বোন, তোমার মুখ অমনধারা হয়ে গেল কেন ?

চারু । (তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া, না ও কিছু না দিদি !
তারপর ?

বীরেনের স্ত্রী । তাবৎর আবার কি, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিন ফেল হয়েছেন । ফেল হয়ে আনাব স্বামীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘যেদিন থেকে শুনলুম শ্রীমতী চারুলতার সঙ্গে অরুণ বাড়ুয়োর বিয়ে হয়ে গেছে, সেইদিন থেকেই পড়াশুনো একেবারে বন্ধ ক’রে দিলুম ।’ এই চারুলতা কে জানো বোন ? একটা ব্রাহ্মজ্ঞানীদের—ওমা, ও কি, তোমার মুখ আবার অমন হ’ল কেন ? তোমার কি কোন অসুখ করেছে ?

চাক। হাঁ, আজ আমার শরীরটা তেমন ভালো নেই—

বীরেনের স্ত্রী। তাহ'লে কার্পেটের কাজ এখন থাক। নলিনী, চল তোকে খাবার দিয়ে আসি। তুমি একটু বোসো বোন, আমি এখনি আসচি।

(নলিনীকে লইয়া প্রস্থান)

চাক। (সাক্ষ নেত্রে) হা ঈশ্বর। কেন আমার মতন হতভাগীকে সৃষ্টি করেছিলে? আমি নিজেও স্থখা হলুম না, আবাব আমার জন্তে আর একটি মহৎ জীবন এইরকম করে নষ্ট হ'ল। উপেনবাবু—না, না, আর উপেনবাবু নও—তুমি এখন উপেন—আমার উপেন—আমার হৃদয়ের দেবতা উপেন, তুমি তোমার অমূল্য জীবন, তোমার ভবিষ্যতের আশা-ভবনা এই হতভাগীর জন্তে বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'লে না, আর আমি কাঁচের গোভে মাগিককে ভুলে ব'সে আছি।

(বীরেনের স্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

বীরেনের স্ত্রী। এখনো শরীরটা স'রে নি?

চাক। (চেষ্টা ক'রে হেসে) না, আমি ভালো হয়েছি। (অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া) আচ্ছা দাদ, তোমার স্বামীর সেই বন্ধুটির—হ্যাঁ, উপেনবাবুর চিঠির কোন জবাব বুঝি এখনো দেওয়া হয় নি?

বীরেনের স্ত্রী। হয়েছে বোন। আমরা স্বামী উপেনবাবুকে খুব উৎসাহিত ক'রে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তার উত্তরে উপেনবাবুর চিঠি আজই পেয়েছি—এই যে, চিঠিখানা আমার আঁচলে? আ

চাক। চিঠিখানা গোপনীয়?

বীরেনের স্ত্রী। না, না, গোপনীয় কেন হবে—বেশ পড়বার মতন চিঠি। আর একবার পড়ব ব'লে আঁচলে বেঁধে বেঁধে দিয়েছি। তুমিই না হয় আর একবার আমাকে প'ড়ে শোনাও। (প্রস্থান)

চাফ। (কম্পমান হস্তে উপেনের পত্র লইয়া পাঠ)

“ভাই বীরেন,

তুমি লিখিয়াছ ‘এখন একবার মোহনিদ্রা হইতে গাত্ৰোত্থান কর এবং ক্ষু মুছিয়া তাকাও । তোমার জন্মভূমির ক্ষুদ্র পল্লীতে, তোমার সেই চিরপরিচিত ক্ষুদ্র কুটারের এক কোণে একটি স্থির স্নেহের প্রদীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে, তাহার কথা মনে পড়ে কি ? পাশ্চাত্য সমাজের প্রথম বৈজ্ঞানিক তেজে অন্ধ হইয়া সেই ক্ষীণ স্নিগ্ধ প্রদীপটির কথা ভুলিও না । তাহাকেই তোমার সংসার-যাত্রার প্রবর্তনা জান করিয়া অকূল সাগরে দিগ্ নির্ণয় কব ।”

বীরেন, তোমার এই বাণী আমার হৃদয়ের গভীর নৈরাশ্রতিমিরে দীপশিখার মতই কাজ করিয়াছে । তুমি আমার সম্মুখে নবজীবনের মূর্তির দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছ । আমি মাটিতে পড়ি তে পড়িতে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি ! তোমার স্নেহের ঋণ এ-জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না ।

এখন আমি এই পাশ্চাত্য জগতেব অতুজ্জ্বল বিভ্রাচ্ছটার মধ্যে থাকিয়াও আমার সেই ক্ষুদ্র কুটারের স্তিমিত স্নিগ্ধ পবিত্র দীপশিখাটির জগৎ লালায়িত হইয়াছি ।

তোমার উপদেশে আমি খাবার উৎসাহে বুক বাধিয়া পরীক্ষার পড়া আরম্ভ করিয়াছি । আর চারিমাস পরে কেবলি জের বি এ পরীক্ষা দিব, হয়ত একটা র্যাংলারও হইতে পারি ।

সম্ভবতঃ আর ছয়মাস পরেই দেশে ফিরিব । তুমি ইতিমধ্যে দৌঁধও আমার সেই সাধের প্রদীপটি ঘেন নিবিয়া না যায় ! বৌদ্ধিদিকে আমার ধ্রুগাম জানাইয়া বলিও, দেশে ফিরিয়া ধুতি পরিয়া আমি পিড়িতে বাবু হইয়া বসিয়া খাইব, আর তিনি স্বয়ং রাঁধিয়া আমাকে পরিবেশন করিবেন । ইতি”

বীরেনের স্ত্রী। এখন পথে এস। কেমন বোন, বেশ চিঠি নয় ?

চাক। হ্যাঁ। কিন্তু দিদি, এ চিঠির জবাব বোধহয় এখনো লেখা হয় নি ?

বীরেনের স্ত্রী। না। কেন বল দেখি ?

চাক। তাহলে একটা কথা লিখে দিও। যে চাকরতার বিবাহ হয়েছে শুনে উপেনবাবু মনের অভিমানে পরীক্ষায় ফেল করেছেন, সে হতভাগী এখন বিধবা। তার স্বামী অরুণ ব্যানার্জি অতিরিক্ত মত্তপান করে পরলোকে গেছে।

বীরেনের স্ত্রী। ওমা, সে কি কথা ? আর এ কথা তুমিই বা জানলে কেমন করে ?

চাক। চাকরতা আমাদেরই সমাজের মেয়ে কিনা ! কিন্তু সে কথা থাক গে, আমার আর একটা কথা আছে। উপেনবাবু বিলাত থেকে আসবার আগে তাঁর স্ত্রীকেও এখানে এনে রাখো না। তাহলে তোমরা সহজেই স্ত্রীর সঙ্গে উপেনবাবু মিলন ঘটিয়ে দিতে পারবে।

বীরেনের স্ত্রী। সে কথা নন্দ নয়। কিন্তু সেই শুভ-মিলন উপলক্ষে তোমাকে একটি গান রচনা করে দিতে হবে।

চাক। (হাসিয়া) তা আমি নিশ্চয়ই দেব।

বীরেনের স্ত্রী। আর সে গান তোমাকেই গাইতে হবে।

চাক। না দিদি, আমি গাইতে পারব না। অনেকদিন গান গাই নি, আমার গলা বেহুরো হয়ে গেছে। আমার গান তাঁব ভালো লাগবে না।

বীরেনের স্ত্রী। তুমি ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী, আমার সঙ্গে ভাব হয়েছে, তাই এখানে বেড়াতে আসো, গল্পস্বল্প করে আবার চলে যাও। এ ছাড়া তোমার আর কোন পরিচয় তো আমরা জানি না ! কিন্তু আজ তোমার কথা জানবার ইচ্ছা হচ্ছে !

চার। আচ্ছা, আমার কথা আর একদিন বলব। আজ বেলা হয়ে গেছে, আমি আসি দিদি ! (প্রস্থান)

(বীরেনের প্রবেশ)

বীরেনের স্ত্রী। ওগো, এক কাজ করলে কেমন হয় ? উপেনের বোকে আমি এখানে এনে রাখব, পরে উপেন এলে আমরা তাদের মিলন ঘটিয়ে দেব ?

বীরেন। (হাসিয়া) বেশ হৌ, এ অতি সুপরাশর্ষ। যেমন আমরা একবার তাদের ফুলশয্যায় মিল করিয়ে দিয়েছিলুম, সেইরকম তো ?

বীরেনের স্ত্রী। হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেইরকম। এখানেও আমি আবার নূতন ফুলশয্যার আয়োজন করব।

বীরেন। গ্র্যাণ্ড আইডিয়া ! তবে তুমি উপেনের জন্তে এখন থেকেই ঝোল-চচ্চড়ির যোগাড় আরম্ভ কর ! আর আপাততঃ আমার নিজের উদরের জন্তে কিঞ্চিৎ জলযোগের যোগাড় কর। তরুক্ষেণে আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কাজলপুর—উপেনের শয়নকক্ষ

বনলতা খাটের উপরে শুইয়া আছে। খাটের পাশে বনলতার মাতা ও শরৎশশী।

বন। (বিকারঘোরে) ইস—তুমি যাও, আমি কথা ক'ব না ! তুমি কালই কলকাতায় যাবে কেন ? বুঝেছি, চাকলতা !—ইয়াগা, আজকাল

তোমার মুখে হাসি দেখি না কেন ? একটু হাসো দেখি ? ছুয়ো, হাসতে পারলে না—কিন্তু আমি হাসতে পারি ! (উচ্চস্বরে হাস্য) চারুলাতা বড় চোর, চোর নয় কি দিদি ? ঐ সায়েব, ঐ সায়েব,—আমাকে ছুঁলে, আমাকে ধরলে ! তুমি তাহলে চললে ? দাঁড়াও, আর একবার দেখি ।—আমি সায়েব বিয়ে করব না, চারুলাতা সায়েব বিয়ে করুক ! (খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল । তারপর সচেতন ভাবে) মা, একটু জল !

(বনলতার মাতা বিহ্বল করিয়া একটু জল

বোঁগীর মুখে ঢালিয়া দিলেন)

বন । মা, সন্ধ্যা হইবে, তুমি সন্ধ্যা কর গে । আমি ভালো আছি, দিদি আমার কাছে বসুক ।

বনলতার মাণী । এখানে মা, আমার কি এখন সন্ধ্যাপূজা আছে । মা দুর্গা । আমার কপালে এই ছিল । (প্রস্থান)

বন । দিদি, আমি তো চলনুম । এখন কেঁদোনা, একটা কথা বলি শোনো ।

শব্দ । না, তুই যাবি কেন বোন ? এখনো আশা আছে, তোমার ভয় নেই ।

বন । ভয় কি দিদি ? আমি মরতে ভয় পাই না । কিন্তু দিদি, মনে একটা সাধ হইছে, তা বুঝি আর মিটল না ।

শব্দ । কি সাধ বোন ?

বন । মরবার আগে আর একবার যদি তাঁর দেখা পেতুম । এই খাতে স্নেহে সেই মুখ কত দিন কত বাত ধ্যান কবেছি । এখন যাবার সময়ে সেই মুখখানি যদি আর একবার দেখে যেতে পারতুম !

শব্দ । তার জগ্রে ভাবিস কেন ? সে তো অল্পদিন পরেই দে' ফিরবে, তখন প্রাণ ভরে তাকে দেখে নিস !

বন। না দিদি, আমার কপালে আর সে সুখ নেই। আমাকে আর ঠায়া ধ'রে রাখতে পারবে না।... দিদি, দেয়ালে ঐ যে ফটোগ্রাফখানা টাঙানো আছে, ওখানা পেড়ে আনো দেখি। এখান থেকে অন্ধকারে আমি ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছি না।

(শরৎশশী উপেনের বঁধানা ফটোগ্রাফখানা পাড়িয়া আনিয়া

বনলতার হাতে দিতে গেলেন। বনলতা তাহা হাত

বাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু পাবল না)

বন। দিদি, আমি আর হাত তুলতে পারছি না। উঃ, আমার হাত বড় অবশ হয়ে পড়েছে। তুমি আমাব চোখেব সামনে ছবিখানি তুলে বর দেখি। (শবৎশশী ঠায়া ও কাছ করিলেন) দিদি, দেখ, আমাব বুকে বেমন বড়ফড় ববছে। ছবিখানি আগার বুকর ওপরে একটু রাখো তা। (শরৎশশী ঠায়াত কাছ করিলেন। দিদি, ছবিখানি আগার চোখের সামনে তুলে ধরতো। আচ্ছা, না, না—একসঙ্গে বুকে রাখা আর চেঁথে দেখা যায় না কি? আমাব বুকর উপরে তুলে ধর, আমি দেখি। (শরৎশশী ছবিখানি বনলতার বুকর উপর খাড়া করিয়া বরিলেন) দিদি, আমার এ ক'ল? এই এত বাছে আমাব নজর চলে না কেন? উঃ। আমার চোখেব খুব বাছে আনো—আর একটু, আরো একটু... ..না দিদি, আমি আন দেখতে পাচ্ছি না। ঠায়া'র চাখ বুঝি গেল। সব অন্ধকার। তুমি কোথায় দিদি।

শরৎ। এই যে বোন, আমি এখানেই—তোমার পাশেই।

বন। দিদি, আমার চোখ গায়েছে তার মুখ আর এজন্মে দেখব না। তার চেয়ে ছবিখানি আমার বুকর ওপরেই শোয়ানো থাক। (শবৎশশী তাহাই করিলেন) কৈ, রাখলে না।

শরৎ। কেন, এই তো বেখেছি বোন।

বন। (অস্পষ্ট স্ববে) না, আমি আর ঠায়া বুঝতে পারছি না। উঃ

প্রাণ যে যায়, আমি যে আর কথাও কইতে পারছি না। দিদি, আমার এই শেষ কথা তাঁকে বোলো—তিনি যেন চাকলতাকেই বিয়ে করেন!

(মৃত্যু)

পঞ্চম দৃশ্য

ডাঃ চক্রবর্তী বাড়ীর কক্ষ

(জগাইয়ের প্রবেশ)

জগাই। ও কি! ও কারা আসে? দারোগা, পাহারাওয়ার সঙ্গে কর্তাসায়েব। কর্তার হাতে হাতকড়ি!

(ইন্স্পেক্টর ও ডেইজন পাহারাওয়ারা সঙ্গে হাতকড়া

পরিয়া ডাক্তার চক্রবর্তীর প্রবেশ)

ইন্স্পেক্টর। এই তোমার বাসা?

ডাক্তার। হ্যাঁ। দেখুন তো, আমি ভদ্রলোক? আমি হচ্ছি ডক্টর জি চক্রবর্তী—একজন সহরু জানা লোক। আমাকে তোমরা তুল ক'রে ধরেছ। ইসে—দাও, এখন হাতকড়ী খুলে দাও।

ইন্স্পেক্টর। (জগাইয়ের প্রতি) তুই কে?

জগাই। (হাতজোড় করিয়া) আজ্ঞে আমি জগাই ঢালা—এনার—কর্তাসায়েবের চাকর।

ডাক্তার। ইসে—চাকর নোস, খানসামা।

জগাই। আজ্ঞে, আমি তাই—এনার খানসামা।

ইন্স্পেক্টর। বাড়ীতে আর কে আছে, ডেকে আন!

জগাই। বাই হজুর—(ঋতুবেগে প্রস্থান)

ডাক্তার। দেখ্‌চ তো, আমি মিথ্যেকথা বলি নি ? এইবারে হাতকড়ী খুলে দাও,—আমি ইসে—আমার পিঠ চুলকোতে পারচি না।

ইন্স্পেক্টর। তুমি জালিয়াত, তোমার হাতকড়ী জেলখানার ভিতরে খুলে দেওয়া হবে।

ডাক্তার। ইসে—এ হচ্ছে অত্যাচার। আমি তোমার নামে মানহানির নালিস কবব।

(প্রভাবতীর প্রবেশ)

প্রভাবতী। (ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া) এ কি !

ডাক্তার। ইসে—দেখ প্রভা, এ কি জুলুম !

প্রভাবতী। (ইন্স্পেক্টরের প্রতি) ওর হাতে হাতকড়ী কেন ?

ইন্স্পেক্টর। এ লোকটা কে ?

প্রভাবতী। (লজ্জায় স্বগীয় মুখ নাগাইয়া) আমার স্বামী। উনি কি অপরাধ করেছেন।

ইন্স্পেক্টর। শ্রীমতী চারুলতা মিত্রের নামে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে তিন হাজার টাকা দমা ছিল। চারুলতাব নাম জাল ক'রে এই মহাপুরুষ ব্যাঙ্ক থেকে সেই তিন হাজার টাকা সরাতে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার। মিছে কথা—সব মিছে কথা প্রভা ! এরা আমাকে ভুল ক'রে ধরেচে !

ইন্স্পেক্টর। রাস্কেল, তোমাকে আমরা ভুল ক'রে ধরেছি ? তবে দেখবে একবার মজাটা ?

ডাক্তার। ইসে—গালাগাল দিও না, গালাগাল দিও না। তোমরা আমাকে ধরতে পারো, কিন্তু—আমাকে গালাগাল দেবার অধিকার তোমাদের নেই !

প্রভাবতী। আপনারা ওকে এখান থেকে এখনি নিয়ে যান। এ দৃষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না। : (চোখে রুমাল চাপা দিয়া প্রস্থান)

ডাক্তার। ও প্রভা, কোথা যাও ? ইসে—লম্বাটি, যেওনা—ওনে
যাও—ও প্রভা।

ইন্স্পেক্টর। (পাহারাওয়ালাদের প্রতি) একে থানায় নিয়ে চল।

ডাক্তার। ইসে—ওরে বাবা। আমায় থানায় নিয়ে যেও না—
আমি সেখানে যাব না। ও প্রভা। দেখে যাও—এরা আমাকে থানায়
নিয়ে যাচ্ছে। ও প্রভা।—ইসে—

১ম পাহারাওয়াল। (ডাক্তারকে বাকী মারিয়া) চল বে চল।

ডাক্তার। ও প্রভা।

ইন্স্পেক্টর। ভালোমাত্রের মত আমাদের সঙ্গে এস, নইলে মার
থাবে।—ইস্কে লে আও।

(প্রস্থান)

ডাক্তার। —ইসে—

২য় পাহারাওয়াল। চিল্ল'ও নং। (ডাক্তারকে টানিয়া লইয়
পাহারাওয়ালারদের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাজলপুর। দত্তবাডা

উপেনের শয়নকক্ষ

(কাল সন্ধ্যা। প্রদীপহস্তে প্রথমে শরৎশীত প্রবেশ পিছনে উপেন।
উপেনের বশভূষা উচ্ছৃঙ্খল, ভাবভঙ্গি উদভ্রান্ত। নেপথ্যে উপেনের
মাতার কন্দন শুনা যাইতেছে: “ওরে বাবারে, ওরে উপেন রে, তু”

এতদিনে কি দেখতে ফিরে এলি রে! ও বোমা তুমি এখন কোথায় ?”)

শরৎশশী। ঠাকুরপো, পাগল হয়ে না—এস তোমার ঘরে এস, অনেক কথা আছে।

উপেন। আমার ঘব ? আমার আর কোন ঘর নেই মেজ-বো-
সাবরণ !

শরৎশশী। (খাটের দিখে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ঠাকুরপো ! ঐ
এনার ফুলশয্যার খাট ! ও খাট এখন সতীর পীঠস্থান। ঐ খাটে
শুয়ে তোমার ভ্রাত্রে কঁদতে কঁদতে সে তার জীবন ক্ষয় করেছে।

উপেন। ঠিক বলেছেন বৌঠাকরুন, ঠিক বলেছেন—এ খাট সতীর
পীঠস্থানই বটে—এ খাট পবিত্রতার আধাব—একে স্পর্শ করলেও জীবনের
সমস্ত পাপক্ষয় হয়। (খাটের উপরে শুইয়া পাগলের মতন গড়াগড়ি
দিতে লাগিল)

শরৎশশী। ব্যারাম বখন বেড়ে উঠেছিল তখন আমি বললাম, ‘বোন,
তোমাকে তোমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিই, সেখানে ভালো চিকিৎসা
হবে।’ তার উত্তরে সে কি বলেছিল জানো ? সে বললে ‘না দিদি,
পাণ থাকতে আমি এ খাট ছেড়ে যাব না। এই খাটে শুয়ে কতদিন কত
রাত সেই মুখের পানে তাকিয়ে থেকেছি। মরি তো আমি এইখানে
বসব।’ (চোখের জল মুছিলেন)

উপেন। (উঠিয়া বাসিয়া স্থির গম্ভীর গাবে) বল বৌঠাকরুন,
বো।

শরৎশশী। কত চিকিৎসা হ’ল, কিছুতেই কিছু হ’ল না। প্রথম
থেকেই মবব ব’লে তার যেন কেমন একটা জেদ হয়েছিল। মুখে সর্বদাই
সেই এককথা—আমি তার সুখের পথে বাঁটা ভষে থাকব না—আমি
মরব।

উপেন। (দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া) উঃ !

শরৎশশী। তারপর সেই মৃত্যুসময়ের কথা—সে দৃশ্য দেখলে পাথরও গ'লে যায়। তোমার একখানা ফটো ঐখানে টাঙানো ছিল—দিন-রাত সে খালি তার দিকে তাকিয়ে থাকত। মরবার ঠিক আগে তার চোখ অন্ধ হয়ে গেল, তখন ছবিখানা আমি তার বুকের উপরে নামিয়ে দিলুম। তোমার ছবি বুকে চেপে ধ'রে, তোমার মৃত্তি ভাবতে ভাবতে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

উপেন। উঃ, আর শুনতে চাই না—বথেষ্ট হয়েছে, আর না !

শরৎশশী। (চোখ মুছিয়া) এখনো শেষ হয় নি, আরো একটা শেষ কথা আছে। তার মুখের সেই শেষ-কথাটি তুমি শুনবে কি ঠাকুরপো ?—সে ব'লে গেছে, তিনি যেন চাকুলতাকে বিবাহ করেন, আমি তাতে স্ত্রী হব।

উপেন। ই্যা, এ-জাবনে আমি তাকে খুব স্ত্রী করেছি বোঠাকরুণ, খুব স্ত্রী করেছি, আর তাকে স্ত্রী করতে বলবেন না ! উঃ, আর তে পারি না ! (দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া রোদন)

নেপথ্যে উপেনের মা। ওবে উপেন রে !

উপেন। বোঠাকরুণ, চলুন, মায়ের কাছে যাই ! (খাট ৩ইং নামিল) আজ এই খাটেই আমার বিছানা পেতে রাখবেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাকেই আমি স্বপ্ন দেখব। (প্রস্থান। শরৎশশীও তার পশ্চাদ্ভঙ্গসবণ করিলেন)

সপ্তম দৃশ্য

ঢাকা। বীরেনের বাসা-বাড়ীর ঘর। বীরেন মাথায়
হাত দিয়া বসিয়া আছে।
(বীরেনের জ্বর প্রবেশ)

বীরেনের জ্বর। কি গো, অমন ক'রে ব'সে আছ কেন ?

বীরেন। বড়ই দুঃসংবাদ !

বীরেনের জ্বর। দুঃসংবাদ ! সে আবার কি ?

বীরেন। বনলতা আর বেঁচে নেই !

বীরেনের জ্বর। কি সর্বনাশ ! সে কি ! তুমি কি ক'রে
জানলে ?

বীরেন। এত মাত্র উপেনের চিঠি পেয়েছি।

বীরেনের জ্বর। তাহ'লে ঠাকুরপো দেশে ফিরেচেন ?

বীরেন। ই্যা।

বীরেনের জ্বর। ফিরে এসে বনলতাকে দেখতে পেয়েছেন ?

বীরেন। না। উপেন বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে। দেশে আর
থাকতে পাঃচে না, আমাদের এখানেই আসচে। আজই তার আসবার
কথা।

বীরেনের জ্বর। ঐ যে, সদর দরজার কাছে একখানা গাড়ী এসে
থামল না ? দাঁড়াও, দেখি। (জানালার কাছে গিয়া) ই্যা, তাই তো !

বীরেন। আমি বাইরে গিয়ে দেখে আসি।

(প্রস্থান)

বীরেনের জ্বর। ঐ যে, ঠাকুরপো গাড়ী থেকে নামচেন ! আহা,
এক ছয়ছাড়ার মতন চেহারা হয়ে গেছে ! এমন সর্বনাশও হয় !

(প্রস্থান)

(বীরেনের ও উপেনের প্রবেশ)

উপেন। ভাই বীরেন, তোমাদের কাছে চিরবিদায় নিতে এসেছি।
এ হতভাগাকে বিদায় দাও।

বীরেন। উপেন, ভাই! তুমি বুদ্ধিমান, বহুদর্শী, বিচক্ষণ। এত
উতলা হোয়ো না, শান্ত হও।

উপেন। কে শান্ত হবে? আমি? এ জীবনে নয়। পৃথিবীতে
আমার সান্ত্বনালাভের আর কি আছে ভাই? কোন মুখে আমি দেশে ফিরে
এসেছি? আমার সেই দরিদ্রের কুটীরের বহুপ্রদীপ, বার স্নিগ্ধ আলোকে
এই দুর্গম জীবনের পথ খুঁজে নেব বলে মনে করেছিলুম, আজ আমার সে
প্রদীপটি কোথায় ভাই? আমার হৃদয়-আকাশের ঋতুরা আজ খসে
পড়েছে—এখন অন্ধকার, অন্ধকার, আমার জীবন ভ'বে দেখছি শুধু নিবিড়
অন্ধকার। আমি ঘোব পাপী, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি বল।

বীরেন। তুমি কি করবে ভাই! অদৃষ্টে যা ছিল, তাই ঘটেছে।

উপেন। না, না—তোমার অদৃষ্ট আমি মানি না। আমিই তার
মৃত্যুর কাবণ—আমার অনাদরেই সে মবেছে। এক দিনে নয়—দশদিনে
নয়—দুই বৎসরে তিলে তিলে মৃত্যু তাকে গ্রাস করেছে। স্বামীব কল্লিত
স্বথের জগ্রে নিজের জীবনকে আর কে রুবে এমন ভ'বে বিসর্জন দিতে
পেরেছে?

বীরেন। সে যে দেবী ছিল ভাই, প্রেমের ধর্ম তার মানবত্বকে দেবত্ব
পরিণত করেছিল।

উপেন। তবে আমিও তার সেই মহান প্রেমের মর্যাদা বক্ষা করব।
তারই মত আমিও তার পবিত্র মূর্তি হৃদয়ে ধারণ ক'রে তিলে তিলে এ
পাপজীবন ক্ষয় করব। এই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

বীরেন। আচ্ছা, যা করতে হয় কর। এখন একটু শান্ত হও। চা
আনতে বলব কি? একটু চা খাবে?

উপেন। চা ? তুমি তো জানো, চা আমি আগেও খেতুম না, এখনো খাই না। যাও, তুমি এখন বাইরে যাও, তোমার জন্তে অনেক লোক ব'সে আছে। আমি এখন একটু বিশ্রাম করব।

বীরেন। আচ্ছা, তুমি বিশ্রাম কর। কিন্তু ঐ দেখ, তুমি কি খাবে জানবার জন্তে তোমার বৌদিদি এইদিকেই আসছেন।

(বীরেনের স্ত্রীর প্রবেশ)

উপেন। (উঠিয়া তাঁকে প্রণাম করিয়া) আমার খাবার জন্তে কোন চিন্তা করবেন না। আমি মাছ-মাংস পরিত্যাগ করেছি, আমি হবিষ্যাসী। আপনি সেই বোগাডই কববেন।

বীরেনের স্ত্রী। ঠাকুরপো, এখানকার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি ও-ঘরে অপেক্ষা করছেন। তুমি নাকি তাকে চেন।

(বীরেনের ও বীরেনের স্ত্রীর প্রস্থান)

উপেন। (চৌকীর উপরে গিয়া একটা তাকিয়ায় ভব দিয়া বসিয়া)
স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ? আমি চিনি ? আশ্চর্য।

(চাকরতার প্রবেশ)

উপেন। (উঠিয়া বসিয়া) কে আপনি ?

চাক। আমি চাক।

উপেন। (সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পরস্পরেই আত্মসংবরণ করিয়া বসিয়া শান্ত হয়ে) কলকাতায় এসেই আপনার ছুংখের কাহিনী শুনেছি। কিন্তু আপনি যে এখানে এসে শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত হয়েছেন, তা আমার জানা ছিল না। বোধ হয় আপনিও আমার কথা শুনে থাকবেন।

চাক। হ্যাঁ, সব শুনেছি। শুনলুম আপনি নাকি বড়ই শোকবিস্মল হয়েছেন ?

উপেন। কে, আমি? আমি শোববিহ্বল? আমি যে এখনো কেন বেঁচে আছি, তা জানি না। আমার মতন হতভাগা পৃথিবীতে আর কেউ নেই—আমার মতন পানীই বা আর কে আছে?

চাক। কিন্তু আপনার সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণই তো আমি। এতদিনে আমি বুঝেছি, আপনার যত কিছু মনস্তাপ, যত-কিছু নিষ্ফলতা সবই আমি হ'তে—

উপেন। (উত্তোষিত হইয়া) চাক, কেন আবার পূর্বস্মৃতি জাগাচ্ছ? থাক—জাগিওনা। তোমার কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার। দোষ আমার স্বভাবের। আমার প্রাণে এত সহজে দাগ পড়ে কেন?

চাক। (অধীর স্বরে) না উপেন, না, দোষ তোমাব নয়, দোষ সম্পূর্ণ আমার। তুমি আমার চিরহিতৈষী, শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; কিন্তু তোমার মহত্ব বুঝতে না পেরে তোমাকে আমি উপেক্ষা করেছিলাম। তুমি আমার জন্তে কি না করেছ, কত না সযত্ন? আমার উপকার করতে গিয়ে আজ তুমি ধন্যচ্যুত, সমাজচ্যুত, পত্রারত্রে বঞ্চিত। আমার জন্তে তুমি কত স্বার্থত্যাগ করেছ, আজও কি আমার তা জানতে বাকি আছে? তুমি ভাবছ আমার হৃদয় শুষ্ক, কিন্তু তাতেও স্পন্দন আছে উপেন, ভাবের আবেগে সেও সাড়া দিতে পারে।

উপেন। (অস্থিরভাবে কয়েকবার পরিভ্রমণ করিয়া) চাক, পূর্ব-কথা আর তুলো না—অতীতের ভিতরেই আমাদের অতীতের সমাধি হোক। (চাকুলতার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া) এমন একদিন ছিল চাক, যে দিন তোমাব মুখে একটু হাসি দেখলে আমার হৃদয়ের আনন্দ এমন উজ্জ্বল উঠত, চন্দ্রালোকে প্রশান্ত সাগরও তেমন উজ্জ্বল ওঠে না। তোমার কণ্ঠস্বর শুনলে আমার প্রাণ এমন নৃত্য ক'রে উঠত, মেঘ-মৃদঙ্গের নৃতন ছন্দে ময়ূরের চিত্তও বোধ হয় তেমনভাবে নৃত্য করে না। তোমার হাতের সামান্য একটু স্পর্শেও আমার মন তোমার দিকে এমন আগ্রহে

ছুটে যেত, লৌহকণাও বোধ হয় চুখকের আকর্ষণে তেমন ভাবে এগিয়ে যেত না। এই ভাবের আবেগে উন্মত্ত হয়ে জাতিধ্বংস তুলে আমি অকূল সমুদ্রে বাঁপ দিতে গিয়েছিলুম। কিন্তু এমনি আমার কপাল যে, সমুদ্রে ডুবেও ভাগ্যে আমার রক্ত মিলল না। শেষে নিরাশার আধারে ভাসতে ভাসতে যে ভেলাখানি জুটল, তাও আজ অতলে তলিয়ে গেছে। যে দেবার আশ্রয় নিতে এসেছি সে দেবীর দেহ আজ শবদেহে পরিণত হয়েছে! সে শব সত্যের শব—বড়ই পবিত্র;—এখন তাইই আমার এক মাত্র অবলম্বন। মহাদেবের মতন সেই সত্যের শবই বুকে ধরে কঠোর প্রাশস্তিভঙ্গির জগ্রে আমার এই বিকল জীবন কাটাবার সঙ্কল্প করেছি। চাক, চাক,—পায়ে পড়ি তোমার, এই শবসাধনাব্রতে আর তুমি আমাকে প্রলুব্ধ কোরো না। আমার স্মৃতি থেকে সরে দাড়াও চাক, আমি বড়ই হুঁসল চিত্ত।

চাক। (বেদনাবিশদীর্ণ মুখে) উপেন, উপেন, তুমি আমাকে একটি কথা বলছ? যদি জানতুম আমাকে তুমি এতটা নীচ-প্রকৃতি ব'লে ভাবো, তাহ'লে আমি কখনই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতুম না। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর, আর সেই বিশ্বাসেই আজ আমি এখানে আসতে সাহস করেছি।..... তবে আজ আমার হৃদয়ের কথা তোমার কাছে স্পষ্ট ক'রেই বলছি—জীবনে এই একবার—এই শেষবার বলছি, তুমিই এখন আমার হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। কিন্তু তাই ব'লে মনে তুমি এ সন্দেহ কোরো না যে, তোম'র মনের উপরে আমি কোন দাবি করতে এসেছি—আমি তোমার মিলনপ্রার্থী। আজ তুমি যে ব্রত নিয়েছ, অনেক দিন আগে থেকেই আমি সেই ব্রত ধারণ ক'রেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করবার কোন দরকারই আমার ছিল না, আমি কেবল আমার পূর্বকৃত অপরাধ স্বীকার ক'রে তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে এসেছি। (উপেনের পদতলে ব'সে প'ড়ে) একবার তুমি মুখ ফুটে বল যে, আমাকে ক্ষমা

করলে। তোমার মুখে এ কথা শুনলে অন্তিমকালেও আমি স্থখে মরতে পারব। (উপেনের পদধারণ করিল)

উপেন। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রগাঢ়স্বরে) তোমার চেয়ে আমার অপরাধ শতগুণ অধিক। তবে যদি সত্যিই তোমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে, তাহ'লে আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম।

চারু। তাহ'লে উপেন, আজ আমি চির-বিদায় নিতে পারি?

উপেন। (বদ্ধ কণ্ঠে) এস।

(সাম্প্র নেত্রে ধীরপদে চাকলতার প্রস্থান। উপেন আবেগফীত

বক্ষে চাকুর দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল, একবার দুইবাহ

সামনের দিকে বিস্তৃত করিল, তারপর একটি দীর্ঘ-

নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্তদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল)

সবনিক।

